পরিবেশ আইন সংকলন

পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

উপদেষ্টা
ড. সুলতান আহমেদ
মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর

প্রকাশনা পরিষদ
মোঃ আবুল কালাম আজাদ, উপপরিচালক ও আহ্বায়ক, প্রকাশনা পরিষদ
মোঃ ইউসুফ আলী, সহকারী পরিচালক ও সদস্য, প্রকাশনা পরিষদ
শাহেদা বেগম, সিনিয়র কেমিস্ট ও সদস্য, প্রকাশনা পরিষদ
মোঃ মহিউদ্দিন মানিক, সিনিয়র কেমিস্ট ও সদস্য, প্রকাশনা পরিষদ
সৈয়দ আহমেদ কবির, সিনিয়র কেমিস্ট ও সদস্য, প্রকাশনা পরিষদ
ড. মোহাম্মদ আব্দুল মোতালিব, সিনিয়র কেমিস্ট ও সদস্য, প্রকাশনা পরিষদ
মোঃ মোজাহিদুর রহমান, সহকারী পরিচালক ও সদস্য, প্রকাশনা পরিষদ
ফারহানা মুস্তারী, সহকারী পরিচালক ও সদস্য, প্রকাশনা পরিষদ
মোঃ সামসুজ্জামান সরকার, সহকারী পরিচালক ও সদস্য, প্রকাশনা পরিষদ

আইএসবিএন ৯৮৪-৩২-০৪৯২-২

কম্পিউটার কম্পোজ
মিন্টু চন্দ্র দাস, অফিস সহকারী, প্রোগ্রাম্যাটিক সিডিএম প্রকল্প
মোঃ মুশফিকুর রহমান, অফিস সহকারী, প্রোগ্রাম্যাটিক সিডিএম প্রকল্প

মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত
প্রকাশকাল: মার্চ ২০১৯

প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধ

পরিবেশ আইন সংকলনের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য আইন, বিধিমালা ও এতদ্‌সংক্রান্ত সরকারি আদেশাবলির সমন্বয়ে পরিবেশ আইন সংকলন নামে পুস্তক ২০০২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। বইটি প্রকাশের পর আইন, বিধিমালা ও সরকারি আদেশের বেশ কিছু সংশোধন হয়েছে এবং অনেক বিষয়ে নতুন নীতি, আইন ও বিধিমালা প্রণীত হয়েছে। এ সকল সংশোধনী ও প্রণীত নতুন নীতি, আইন ও বিধিমালাকে অন্তর্ভুক্ত করে পুস্তকটির পুন:প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা অনেক দিন ধরে অনুভূত হয়ে আসছে। অবশেষে দেরীতে হলেও বইটি প্রকাশ করায় প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বাংলাদেশ এনভারমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্টের সহায়তায়। কিন্তু কোন প্রকার প্রকল্প সহায়তা ব্যতিত বইটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্টদের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বইটি প্রতিনিয়ত প্রয়োজন হবে। এছাড়া শিল্প উদ্যোক্তাসহ সর্বস্তরের জনসাধারণকে পরিবেশ আইন প্রতিপালনপূর্বক দেশের পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে বইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি এ সংকলনটির বহুল ব্যবহার কামনা করছি।

ড. সুলতান আহমেদ
মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর
মোঃ ৮১৮১৮০০
মেইল ঃ dg@doe.gov.bd

ঢাকা, ৫ মার্চ ২০১৯

প্রথম প্রকাশের মুখবন্ধ

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য আইনসমূহ, বিধিমালা এবং এগুলির আওতায় জারীকৃত প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র, সিদ্ধান্ত, আদেশ ইত্যাদি এবং পরিবেশ নীতি ১৯৯২ সমন্বয়ে অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে একটি সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ এটাই প্রথম। বস্তুতঃ দীর্ঘদিন যাবৎ অধিদপ্তরে এরূপ সংকলনের অভাব অনুভূত হচ্ছে। বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্টের লিগ্যাল স্পেশালিস্ট জনাব মোঃ এমদাদুল হক কর্তৃক গ্রন্থিত এই সংকলন সে অভাব অনেকাংশে পূরণ করবে। নিঃসন্দেহে এই প্রয়াস অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনে, বিশেষতঃ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তির দায়িত্ব পালনে পরিবেশ আইনের আওতায় বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক আইনের শর্ত পূরণে এবং পরিবেশ সম্পর্কে সামগ্রিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে সংকলনটি সহায়ক হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি এ উদ্যোগের সাফল্য কামনা করছি।

ঢাকা, ৫ অক্টোবর, ২০০২

মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম চৌধুরী
মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

আইন প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সাধন করা পরিবেশ অধিদপ্তরের অন্যতম কাজ। এই প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোর কলেবর ছোট হলেও পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত আইন কানুনের সংখ্যা কম নয়। পরিবেশ সংরক্ষণে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, নীতি ও আদেশাবলি যথাযথ অনুসরণপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণকে দায়িত্ব পালন করতে হয়। সরকার সময় সময় এ সকল আইনকানুন ও আদেশাবলির বিভিন্ন ধারা ও উপধারা সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন করে থাকে। সংশোধনীসমূহ সংযোজন ও বিয়োজন করে পুস্তক প্রকাশ করা হলে কর্মকর্তাগনের পক্ষে এর যথাযথ অনুসরণ সহজ হয়। বিষয়টি অনুধাবন করে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত বাংলাদেশ এনভারমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্টের সহায়তায় পরিবেশ আইন সংকলন নামে গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০২ সালে। এটি পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারি এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। কাজেই গ্রন্থটি প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারির নিকট বিশেষ করে প্রকল্পের লিগ্যাল স্পেশালিস্ট জনাব মো: এমদাদুল হকের নিকট আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

পরিবেশ আইন সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশের পর ২০০২ সাল হতে অদ্যাবধি সরকার পরিবেশ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিমালা ও আদেশাবলি অনেকবার সংশোধন করেছে। এ ছাড়া সরকার পরিবেশ সংক্ষণের জন্য নতুন আইন, বিধিমালা ও আদেশাবলি জারি করেছে। পরিবেশ নীতি **১৯৯২** অধিকতর সংশোধন ও যুগোপযোগী করে ইতোমধ্যে সরকার জাতীয় পরিবেশ নীতি ২০১৮ অনুমোদন ও জারী করেছে। এ সকল সংশোধনী সংযোজন ও বিয়োজন করে এবং নতুন আইন, বিধিমালা, নীতি ও আদেশাবলি অন্তর্ভুক্ত করে 'পরিবেশ আইন সংকলন' গ্রন্থটির পুন:প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অনেক দিন ধরে অনুভব করছেন। ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে উপপরিচালক (আইন) হিসেবে আইন শাখায় যোগদান করার পর হতে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দীর্ঘ দিনের এই চাহিদা পূরণের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করি। কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সেই চাহিদার কথা বিবেচনা করে পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত আইন, বিধিমালা ও আদেশাবলি ছাড়াও পরিবেশ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত আইন, বিধিমালা ও আদেশাবলি সংগ্রহপূর্বক এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। পুস্তকটি পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, কর্মচারি ও পরিবেশবাদী জনসাধারনের চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

গ্রন্থটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. সুলতান আহমেদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা এবং পরিচালক (আইন) জনাব মোহাম্মদ আসাদুল হকের সার্বিক সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সম্পাদনা পরিষদের সকল সদস্য ও কম্পিউটার কম্পোজের কাজে নিয়োজিত কর্মচারিগণের প্রতি যাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছে গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করা। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করে প্রথম প্রকাশের সকল আইন ও বিধিমালা প্রথম সংস্করণ প্রকাশে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। প্রথম সংস্করণ প্রকাশের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের জন্য অধিক গুরুত্ব সম্পন্ন আইন ও বিধিমালাসমূহকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

পুস্তকটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পুস্তকে হয়তো কিছু ত্রুটি থাকতে পারে। এই ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করে তা দূর করা কিংবা মানোন্নয়নের বিষয়ে কোনো পরামর্শ প্রদান করা হলে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। আপনাদের সকল পরামর্শ বিবেচনা করে গ্রন্থটির পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশ করা হবে, ইন্‌শাহ্‌ল্লাহ্‌।

মোঃ আবুল কালাম আজাদ
উপপরিচালক (আইন)
পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা।

ঢাকা, ৫ মার্চ ২০১৯

প্রথম প্রকাশের ভূমিকা

মানব সভ্যতার অগ্রগতির অনুষঙ্গ হিসেবে শত শত বছর ধরে বিশ্বব্যাপী পরিবেশের ব্যাপক অবক্ষয় এবং দূষণ ঘটে চলেছে। ফলে ব্যাহত হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন। হুমকির সম্মুখীন মানব সভ্যতার সুষ্ঠু বিকাশ, এমনকি মানবজাতিসহ অন্যান্য প্রাণী এবং উদ্ভিদের অস্তিত্ব। বলা বাহুল্য পরিবেশের অবক্ষয় রোধ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব মানুষেরই। এ বিষয়ে সচেতনতা পূর্বে যে ছিল না এমন নয়, তবে তা ছিল অপ্রতুল ও অসমন্বিত। সামগ্রিক ও সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে অনেক বিলম্বে। এ ক্ষেত্রে বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে নানাবিধ চিন্তাভাবনা ও বাস্তব কর্মকাণ্ড। সেই প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশও এক সক্রিয় অংশীদার। ফলশ্রুতিতে জারী হয় Environment Pollution Control Ordinance, 1977 এবং গঠিত হয় Environment Pollution Control Board যার উত্তরসূরী আজকের পরিবেশ অধিদপ্তর।

প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিবেশ অধিদপ্তর অপেক্ষাকৃত নতুন হলেও পরিবেশ সংশ্লিষ্ট আইনকানুন বাংলাদেশে নতুন বা সংখ্যায় নিতান্ত কম নয়। যুগ যুগ ধরে পরিবেশের নানা বিষয়ে বহু সংখাক আইন কানুন জারী হয়েছে। বিভিন্ন এজেন্সির মাধ্যমে এদের প্রয়োগও হয়ে আসছে। তবে পরিবেশ যে একটি সামগ্রিক বিষয় সে ধারণা লক্ষ্য করা যায় না এসব আইনে।

বাংলাদেশে পরিবেশের সামগ্রিকতার ধারণাটি প্রথম জাতীয়ভাবে স্বীকৃত ও ঘোষিত হয় জাতীয় পরিবেশ নীতি, ১৯৯২ এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রমে, যার এক গুরুত্বপূর্ণ ফসল বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫। পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্ননয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের বৃহত্তর লক্ষ্যে প্রণীত আইনটি বাস্তবায়নের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তরের উপর। একই উদ্দেশ্যে জারী হয়েছে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭। তাছাড়া পরিবেশ আইন লংঘনজনিত অপরাধ ও ক্ষতিপূরণের দাবী সংক্রান্ত মামলার বিচারের জন্য প্রণীত হয়েছে পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০। এই আইনের সংজ্ঞায় উপরোক্ত দুটি আইন এবং বিধিমালাকে আদালতের কার্যক্রমের ব্যাপারে "পরিবেশ আইনরূপে" চিহ্নিত করা ছাড়াও অন্যান্য অনুরূপ আইন চিহ্নিত ও ঘোষণা করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সরকারকে। এ পর্যন্ত অন্যান্য আইন চিহ্নিত করা না হলেও কয়েকটি আইনে যেমন ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯, Building Construction Act, ১৯৫২ এবং তদধীনে প্রণীত বিধিমালার আওতায় অধিদপ্তরের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও ক্ষমতা রয়েছে। ইতোমধ্যে এসব আইন ও বিধিমালার কিছু কিছু সংশোধন ছাড়াও, আইনগুলি প্রয়োগের সুবিধার্থে জারী হয়েছে বেশ কিছু প্রজ্ঞাপন, আদেশ, নির্দেশ, ঘোষণা, পরিপত্র ও বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি।

বস্তুতঃ সমাজের প্রয়োজনে আইন ও আইনগত দলিলাদি প্রণয়ন, সংশোধন, প্রতিস্থাপন, বাতিলকরণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে দ্রুত অগ্রসরমান পরিবেশ-ভাবনার প্রেক্ষিতে এই চলমানতার প্রয়োজন আরও বেশী। অথচ পরিবেশ অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত ব্যাপক আইনগত দায়িত্ব ও বাস্তব প্রয়োজনের নিরিখে ইতোপূর্বে কোন সংকলন তৈরী হয়নি। সেই প্রেক্ষাপটে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ দৈনন্দিন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাদের সরাসরি এখতিয়ারভূক্ত বা সংশ্লিষ্টতাসম্পন্ন আইন ও আইনগত দলিলগুলি সম্পর্কে যাতে ওয়াকেবহাল থাকার এবং তাৎক্ষণিকভাবে পাঠের সহজ সুযোগ পান, সেই সীমিত লক্ষ্যে "পরিবেশ আইন সংকলন" গ্রন্থিত হলো। তবে পরিবেশ কর্মী ছাড়াও এই সংকলন পরিবেশ আইন বিষয়ে আগ্রহী এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তি ও সংগঠনের কাজে আসবে বলে আমার বিশ্বাস।

পাঁচ ভাগে বিভক্ত এই সংকলনের ১ম ভাগে রয়েছে পাদটীকাসহ হাল নাগাদ সংশোধিত ১১ টি আইন ও বিধিমালা, যথাঃ- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫, পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০, পরিবশে সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭, ইট পোড়ানো (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮৯, ইট পোড়ানো ১৯৯৬, মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০, Motor Vehicles Ordinance, 1983 (Extracts), Motor Vehicles Rules, 1940 (Extracts) Ges Code of Criminal Procedure, 1898 (Extracts) ।

পরিবেশের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত বিবেচনা করে ২য় ভাগে তিনটি প্রধান আইন যথা- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫, পরিবেশ আদালত আইন, ২০০০ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এর Uptodate unofficial English Version অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। অনুসন্ধিৎস্যু পাঠকের সুবিধার্থে ৩য় ভাগে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে মূল আইন, সংশোধনকারী আইনসমূহ

এবং রহিতকৃত ১৯৭০ ও ১৯৭৭ সনের দুটি অধ্যাদেশ। ৪র্থ ভাগে আছে, ১৯৯৫ ও ২০০০ সনের উক্ত আইন দুটির অধীনে জারীকৃত বিভিন্ন প্রজ্ঞাপন, ক্ষমতার্পন, নির্দেশ, বিজ্ঞপ্তি, নিয়োগ ইত্যাদি। আর ৫ম ভাগে আছে এসকল আইনের মূল ভিত্তি সরকার কর্তৃক গৃহীত পরিবেশ নীতি, ১৯৯২ এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম।

সংকলনটি তৈরীতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মাননীয়ের সচিব জনাব সাবিহউদ্দিন আহমেদের উৎসাহ, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক জনাব মোঃ হেদায়েতুল ইসলাম চৌধুরী ও অন্যান্য কর্মকর্তা এবং BEMP সহকর্মীগণ বিশেষতঃ Ms. Linda Duncan, ল এডভাইজার ও সৈয়দ মোঃ ইকবাল আলী, কনসালটেন্ট এর পরামর্শ ও সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। সংকলনটি মুদ্রিত আকারে প্রকাশের জন্য কম্পিউটার কম্পোজ করতে সার্বক্ষণিক সহায়তা দিয়েছেন এই প্রকল্পের সেক্রেটারিয়াল সার্ভিস এ্যাসিসটেন্ট জনাব মোঃ শফিকুল বারী এবং সংকলনের বিভিন্ন কাগজপত্র সংগ্রহ, প্রুফ রিডিং ও আনুষঙ্গিক সহায়তা করেছেন তরুণ এ্যাডভোকেট আশিকুল খবির। প্রচ্ছদ তৈরী করেছেন BEMP এর সহকর্মী কনসালটেন্ট ডঃ নূর নেওয়াজ। স্বল্প সময়ের মধ্যে সংকলনটি মুদ্রণ করেছে প্রগতি প্রিন্টার্স। অপরিহার্য এই সব সহযোগিতার জন্য তাদেরকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সংকলনে মুদ্রণ প্রমাদসহ কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা অস্বাভাবিক নয়। অপূর্ণতাও থাকতে পারে বিষয়ে নির্বাচনে। পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশের সময়ে সংকলনটি যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত এবং পূর্ণাঙ্গ করার প্রত্যাশায় সহৃদয় পাঠকের যে কোন পরামর্শকে স্বাগত জানাচ্ছি। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দের দায়িত্ব পালন এবং পরিবেশের আইনগত বিষয়ে অন্যান্যদের প্রয়োজন মেটাতে ন্যূনতম সহায়ক হলেও এ প্রয়াস সার্থক হবে।

ঢাকা, ৫ অক্টোবর ২০০২

মোঃ এমদাদুল হক
লিগ্যাল স্পেশালিষ্ট,
বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্টাল ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (BEMP)
যুগ্ম-সচিব (লিয়েনে),
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	মুখবন্ধ	
২	ভূমিকা	
৩	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫	১১-২৪
৪	পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭	২৫-৭২
৫	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪	৭৩-১১২
৬	শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬	১১৩-১২০
৭	চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮	১২১-১৪২
৮	বিপজ্জনক বর্জ্য ও জাহাজভাঙ্গার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১	১৪৩-২০২
৯	বাংলাদেশ জীবনিরাপত্তা বিধিমালা, ২০১২	২০৩-২০৬
১০	প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৬	২০৭-২১৬
১১	পরিবেশ আদালত আইন, ২০১০	২১৭-২২৬
১২	ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩	২২৭-২৪০
১৩	বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য আইন, ২০১৭	২৪১-২৬১
১৪	জাতীয় পরিবেশ নীতি, ২০১৮	২৬৩-৩২৫
১৫	The Code of Criminal Procedure, 1898 (Extracts)	৩২৭-৩৪১
১৬	পরিবেশ সংরক্ষণ সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা বাস্তবায়ন বিষয়ক সরকারি আদেশ ও সার্কুলার	৩৪৩-৪৩১
১৭	মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯	৪৩৩-৪৪১
১৮	বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০	৪৪৩-৪৪৭
১৯	বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১১	৪৪৮-৪৫৯
২০	বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩	৪৬১-৪৭৯
২১	ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ১৯৯৬	৪৮১-৫৯৮
২২	মহানগরী, বিভাগীয় শহর ও জেলা শহরের পৌর এলাকাসহ দেশের সকল পৌর এলাকার খেলার মাঠ, উন্মুক্ত স্থান, উদ্যান এবং প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ আইন, ২০০০	৫৯৯-৬০২
২৩	বেসরকারী আবাসিক প্রকল্পের ভূমি উন্নয়ন বিধিমালা, ২০০৪	৬০৩-৬৩৩
২৪	Abbreviations and Acronyms	৬৩৪-৬৩৫

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫

(১৯৯৫ সনের ১ নং আইন)

বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ১৬-০২-১৯৯৫ ইং তারিখে প্রকাশিত এবং পরবর্তীতে আইনটি ১২/২০০০, ৯/২০০২ এবং ৫০/২০১০ নং আইন দ্বারা সংশোধিত।

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫

(১৯৯৫ সনের ১ নং আইন)

পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন ও পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনকল্পে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।-** (১) এই আইন বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ নামে অভিহিত হইবে।
(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ [১]করিবে সেই তারিখে এই আইন বলবৎ হইবে এবং ইহা বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন তারিখে বলবৎ করা হইবে।

২। **সংজ্ঞা।–** বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে

(ক) "অধিদপ্তর" অর্থ ধারা ৩ এর অধীনে স্থাপিত পরিবেশ অধিদপ্তর;

[২](কক) "জলাধার" অর্থ নদী, খাল, বিল, হাওড়, বাওড়, দীঘি, পুকুর, ঝর্ণা বা জলাশয় হিসাবে সরকারী ভূমি রেকর্ডে চিহ্নিত ভূমি, বা সরকার, স্থানীয় সরকার বা সরকারী কোন সংস্থা কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ঘোষিত কোন জলাভূমি, বন্যা প্রবাহ এলাকা, সলল পানি ও বৃষ্টির পানি ধারণ করে এমন কোন ভূমি;

[৩](ককক) "ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য (Hazardous Waste)" অর্থ যে কোন বর্জ্য যাহা নিজস্ব ভৌত বা রাসায়নিক গুণগত কারণে অথবা অন্য কোন বর্জ্য বা পদার্থের সংস্পর্শে আসার কারণে বিষক্রিয়া, জীবাণু সংক্রমণ, দহন, বিস্ফোরণক্রিয়া, তেজস্ক্রিয়া, ক্ষয়ক্রিয়া বা অন্য কোন ক্ষতিকর ক্রিয়া দ্বারা পরিবেশের ক্ষতিসাধনে সক্ষম;

(খ) "দূষণ" অর্থ বায়ু, পানি বা মাটির তাপ, স্বাদ, গন্ধ, ঘনত্ব বা উহাদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনসহ বায়ু, পানি বা মাটির দূষিতকরণ বা উহাদের ভৌতিক, রাসায়নিক বা জৈবিক গুনাবলীসমূহের পরিবর্তন, অথবা বায়ু, পানি, মাটি বা পরিবেশের অন্য কোন উপাদানের মধ্যে তরল, গ্যাসীয়, কঠিন, তেজস্ক্রিয় বা অন্য কোন পদার্থের নির্গমনের মাধ্যমে বায়ু, পানি, মাটি, গবাদি পশু, বন্যপ্রাণী, পাখী, মৎস্য, গাছপালা বা অন্য সব ধরনের জীবনসহ জনস্বাস্থ্যের প্রতি ও গৃহকর্ম, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, বিনোদন বা অন্যান্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক, অহিতকর বা ধ্বংসাত্মক কার্য;

(গ) "দখলদার" অর্থ কোন কারখানা বা প্রাঙ্গনের ক্ষেত্রে, উহার বিষয়াবলী নিয়ন্ত্রণকারী কোন ব্যক্তি, এবং কোন পদার্থের ক্ষেত্রে, উহার উপর অধিকার সম্পন্ন কোন ব্যক্তি;

(ঘ) "পরিবেশ" অর্থ পানি, বায়ু, মাটি ও ভৌত সম্পদ ও ইহাদের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক সর্ম্পকসহ ইহাদের সহিত মানুষ, অন্যান্য প্রাণী, উদ্ভিদ ও অনুজীবের বিদ্যমান পারস্পরিক সর্ম্পক ;

(ঙ) "পরিবেশ দূষক " অর্থ পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর বা ক্ষতির সহায়ক হইতে পারে এমন কোন কঠিন, তরল বা বায়বীয় পর্দাথ এবং তাপ, শব্দ ও বিকিরণও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

---

১ আইনটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং পবম-৪(৮ আইঃ বিঃ)/২/৯৫(অংশ-১)/২৯৪, তাং ৩০/০৫/১৯৯৫ দ্বারা ঢাকা, চট্টগ্রাম,রাজশাহী, খুলনা ও বরিশাল বিভাগে ১৯৯৫ সনের জুন মাসের যথাক্রমে ১,২,৩,৪ ও ৫ তারিখে বলবৎ করা হয়েছে।

২ ধারা ২কক আইন নং ৫০/২০১০ এর ২ক ধারা বলে সন্নিবেশিত।

৩ ধারা ২ ককক আইন নং ৫০/২০১০ এর ২ক ধারা বলে সন্নিবেশিত।

(চ) "পরিবেশ সংরক্ষণ " অর্থ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের গুণগত ও পরিমাণগত মান উন্নয়ন এবং গুণগত ও পরিমাণগত মানের অবনতি রোধ;

[১](চচ) "পাহাড় ও টিলা" অর্থ প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট পার্শ্ববর্তী সমতল ভূ-পৃষ্ঠ হইতে উঁচু মাটি অথবা মাটি ও পাথর অথবা পাথর অথবা মাটি ও কাঁকড় অথবা অন্য কোন কঠিন পদার্থ সমন্বয়ে গঠিত স্তূপ বা স্থান এবং সরকারি রেকর্ডপত্রে পাহাড় বা টিলা হিসাবে উল্লিখিত ভূমি;

(ছ) "প্রতিবেশ ব্যবস্থা" অর্থ পরিবেশের উপাদানসমূহের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং ভারসাম্যযুক্ত জটিল সম্মিলন, যাহা উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের সংরক্ষণ ও বিকাশকে সহায়তা ও প্রভাবিত করে;

[২](ছছ) "প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area)" অর্থ এই আইনের ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত এমন এলাকা যাহা অনন্য জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ বা পরিবেশগত বিবেচনায় গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড হইতে রক্ষা করা বা সংরক্ষণ করা প্রয়োজন;

(জ) "ব্যক্তি" অর্থ কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এবং সংবিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, কোন কোম্পানী, সমিতি বা সংস্থাও ইহার অর্ন্তভুক্ত হইবে;

(ঝ) "ব্যবহার" অর্থ কোন পদার্থের ক্ষেত্রে, উহার উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, ক্রিয়াশীলকরণ, মোড়ক বাধাঁই, গুদামজাতকরণ, পরিবহন, সংগ্রহ, বিনষ্ট, রূপান্তর, বিক্রয়ের প্রস্তাব, হস্তান্তর বা এইরূপ পদার্থ সম্পর্কিত অনুরূপ কোন ব্যবস্থা;

(ঞ) "বিপদজনক পদার্থ" অর্থ এমন কোন পদার্থ যাহার রাসায়নিক বা জৈব রাসায়নিক ধর্ম এমন যে উহার উৎপাদন, মজুদ, অবমুক্তি বা অনিয়ন্ত্রিত পরিবহন পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর;

(ট) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(ঠ) "বর্জ্য" অর্থ যে কোন তরল, বায়বীয়, কঠিন, তেজস্ক্রিয় পদার্থ যাহা নির্গত, নিক্ষিপ্ত বা স্তূপীকৃত হইয়া পরিবেশের ক্ষতিকর পরিবর্তন সাধন করে;

(ড) "মহা-পরিচালক" অর্থ অধিদপ্তরের মহা-পরিচালক।

[৩] ২ক। **আইনের প্রাধান্য**।– আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনা আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন, বিধি ও এই আইনের অধীন প্রদত্ত নির্দেশ কার্যকর থাকিবে।

৩। **পরিবেশ অধিদপ্তর**।– (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার পরিবেশ অধিদপ্তর নামে একটি অধিদপ্তর স্থাপন করিবে, যাহার প্রধান হইবেন একজন মহা-পরিচালক।

(২) মহা-পরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহার চাকুরীর শর্তাদি সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(৩) অধিদপ্তরের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি এবং শর্তে নিয়োগ করা হইবে।

---

১ ধারা ২চচ আইন নং ৫০/২০১০ এর ২খ ধারা বলে সন্নিবেশিত।
২ ধারা ২ ছছ আইন নং ৫০/২০১০ এর ২ গ ধারা বলে সন্নিবেশিত।
৩ ধারা ২ক আইন নং ৯/২০০২ এর ২ ধারা বলে সন্নিবেশিত।

৪। **মহা-পরিচালকের ক্ষমতা ও কার্যাবলী**।- (১) এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশগত মান উন্নয়ন এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের উদ্দেশ্যে মহা-পরিচালক তৎকর্তৃক সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত সকল কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং এই আইনের অধীন তাহার দায়িত্ব সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যে কোন ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় লিখিত নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(২) বিশেষ করিয়া এবং উপরি-উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, অনুরূপ কার্যক্রমে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন কার্য অন্তভুক্ত হইবে, যথাঃ-

(ক) এই আইনের উদ্দেশ্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার কার্যাবলীর সহিত সমন্বয় সাধন;

(খ) পরিবেশ অবক্ষয় দূষণের কারণ হইতে পারে এইরূপ সম্ভাব্য দূর্ঘটনা প্রতিরোধ, নিরাপদ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অনুরূপ দূর্ঘটনার প্রতিকারমূলক কার্যক্রম নির্ধারণ ও তৎসম্পর্কে নির্দেশ প্রদান;

(গ) বিপদজনক পদার্থ বা উহার উপাদানের পরিবেশসম্মত ব্যবহার, সংরক্ষণ, পরিবহন, আমদানী ও রপ্তানী সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পরামর্শ বা ক্ষেত্রমত নির্দেশ প্রদান;

(ঘ) পরিবেশ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও দূষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি অনুসন্ধান ও গবেষণা এবং অন্য যে কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে অনুরূপ কাজে সহযোগীতা প্রদান;

(ঙ) পরিবেশ উন্নয়ন ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রশমনের উদ্দেশ্যে যে কোন স্থান, প্রাঙ্গণ, প্লান্ট, যন্ত্রপাতি, উৎপাদন বা অন্যবিধ প্রক্রিয়া, উপাদান বা পদার্থ পরীক্ষাকরণ এবং পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ এবং উপশমের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিকে আদেশ বা নির্দেশ প্রদান;

(চ) পরিবেশ দূষণ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ, প্রকাশ ও প্রচার;

(ছ) যে সকল উৎপাদন প্রক্রিয়া, দ্রব্য এবং বস্তু পরিবেশ দূষণ ঘটাইতে পারে সেই সকল উৎপাদন প্রক্রিয়া, দ্রব্য এবং বস্তু পরিহার করিবার জন্য সরকারকে পরামর্শ প্রদান;

(জ) পানীয় জলের মান পর্যবেক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা ও রিপোর্ট প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে পানীয় জলের মান অনুসরণে পরামর্শ বা ক্ষেত্রমতে নির্দেশ প্রদান।

(৩) এই ধারার অধীন প্রদত্ত নির্দেশে কোন শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া বন্ধ, নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বিষয়ও থাকিতে পারিবে এবং নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনুরূপ নির্দেশ পালন করিতে বাধ্য থাকিবেন ঃ

[১]তবে শর্ত থাকে যে,-

(ক) কোন শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া বন্ধ বা নিষিদ্ধ করিবার পূর্বে মহা-পরিচালক সংশ্লিষ্ট শিল্পকারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়ার মালিক বা দখলদারকে উহার কার্যক্রম পরিবেশসম্মত করিবার জন্য যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে লিখিত নোটিশ প্রেরণ করিবেন; এবং

(খ) মহা-পরিচালক যথাযথ মনে করিলে উক্ত নোটিশে ইহাও উল্লেখ করিতে পারিবেন যে, নোটিশ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিবেশসম্মত না করা হইলে ধারা ৪ক এর উপ-ধারা (২) এর অধীন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবেঃ

---

১ উপ-ধারা ৩ এর প্রথম শর্তাংশ আইন নং ৯/২০০২ এর ৩ ধারা বলে সন্নিবেশিত।

আরো শর্ত থাকে যে, কোন ক্ষেত্রে পরিবেশ দূষণের কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হইবার আশংকা দেখা দিলে মহা-পরিচালক, জরুরী বিবেচনায় তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৪) মহা-পরিচালক কর্তৃক এ ধারার অধীন জারীকৃত নির্দেশে সংশ্লিষ্ট কার্য সম্পাদন করার সময়সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

[১]৪ক। **আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ।- (১)** এই আইনের অধীন কোন ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্য সম্পাদনের উদ্ধেশ্যে মহা-পরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্য কোন সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং এইরূপ অনুরোধ করা হইলে উক্ত সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ উক্ত সহায়তা প্রদান করিবে।

(২) ধারা ৪(৩) এর অধীনে মহা-পরিচালক কর্তৃক কোন শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়া বন্ধ, নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ প্রদান সত্বেও উহার মালিক বা দখলদার উক্ত নির্দেশ পালন না করিলে, মহা-পরিচালক উক্ত শিল্প কারখানা, উদ্যোগ বা প্রক্রিয়ার জন্য সরবরাহকৃত বিদ্যুত, গ্যাস, টেলিফোন বা পানির সংযোগ বা এইরূপ সকল সংযোগ বিচ্ছিন্ন বা অন্য কোন সেবা বন্ধ করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট সংযোগদাতা বা সেবা সরবরাহকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কোন নির্দেশ প্রদত্ত হইলে, উক্ত সংযোগ বা সেবা প্রদান সংক্রান্ত চুক্তিতে বা অন্য কোন দলিলে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত নির্দেশ অনুসারে উহাতে উল্লিখিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

[২]৫। **প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা।-(১)** সরকার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, পরিবেশের অবক্ষয়ের কারণে কোন এলাকার প্রতিবেশ ব্যবস্থা (Eco-system) সংকটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে বা হইবার আশংকা রহিয়াছে তাহা হইলে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Eologically Critical Area) [৩]ঘোষণা করিতে পারিবে এবং অবিলম্বে উক্ত সংকটাপন্ন অবস্থা হইতে উত্তোরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত সকল প্রজ্ঞাপনে সংশ্লিষ্ট এলাকার সীমানা ও মানচিত্রসহ আইনগত বর্ণনার উল্লেখ থাকিবে এবং এই সকল মানচিত্র ও আইনগত বর্ণনা সংশ্লিষ্ট এলাকাতে প্রদর্শিত হইবে এবং তাহা উক্ত এলাকার দালিলিক বর্ণনা হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৩) কোন এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণার পর সরকার সংশ্লিষ্ট এলাকার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে।

(৪) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন বলিয়া ঘোষিত এলাকায় কোন্ কোন্ ক্ষতিকর কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাইবে না তাহা সরকার উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত প্রজ্ঞাপনে নির্দিষ্ট করিয়া দিবে।

[৪]৬। **পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টিকারী যানবাহন সম্পর্কে বাধা-নিষেধ।- (১)** স্বাস্থ্য হানিকর বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া বা গ্যাস নিঃসরণকারী যানবাহন চালানো যাইবে না বা উক্তরূপ ধোঁয়া বা গ্যাস নিঃসরণ বন্ধ করার লক্ষ্যে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনভাবে উক্ত যানবাহন চালু করা যাইবে না।

---

১ ধারা ৪ক আইন নং ৯/২০০২ এর ৪ ধারা বলে সন্নিবেশিত।
২ ধারা ৫ আইন নং ৫০/২০১০ এর ৩ ধারা বলে প্রতিস্থাপিত।
৩ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সময় প্রজ্ঞাপন দ্বারা এ পর্যন্ত দেশের ১৩টি এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করিয়াছে।
৪ ধারা ৬ আইন নং ৯/২০০২ এর ৫ ধারা বলে প্রতিস্থাপিত।

ব্যাখ্যাঃ এই উপ-ধারায় "স্বাস্থ্য হানিকর বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া বা গ্যাস" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত মানমাত্রা অতিক্রমকারী ধোঁয়া বা যে কোন গ্যাস।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে মহা-পরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যে কোন যানবাহন যে কোন স্থানে পরীক্ষা করিতে বা চলমান থাকিলে উহাকে থামাইয়া তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষা করিতে, এইরুপ পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ব্যাপী আটকাইয়া রাখিতে (detain), বা উক্ত উপ-ধারা লংঘনকারী যানবাহন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র আটক করিতে (seize) বা উহার পরীক্ষাকরণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীনে তাৎক্ষণিকভাবে কোন যানবাহন পরীক্ষা করা হইলে উক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট আদালতে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর বিধান বা উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ লংঘনের জন্য সংশ্লিষ্ট যানবাহনের চালক বা ক্ষেত্রমত মালিক বা উভয় ব্যক্তি দায়ী থাকিবেন।

[১] **৬ক। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সামগ্রী উৎপাদন, বিক্রয় ইত্যাদির উপর বাধা-নিষেধ।-** সরকার, মহা-পরিচালকের পরামর্শ বা অন্য কোনভাবে যদি সন্তুষ্ট হয় যে, সকল বা যে কোন প্রকার পলিথিন শপিং ব্যাগ, বা পলিইথাইলিন বা পলিপ্রপাইলিনের তৈরী অন্য কোন সামগ্রী বা অন্য যে কোন সামগ্রী পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর, তাহা হইলে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সমগ্র দেশে বা কোন নির্দিষ্ট এলাকায় এইরূপ সামগ্রীর উৎপাদন, আমদানী, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহন বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করিবার বা প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত শর্তাধীনে ঐ সকল কার্যক্রম পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার বিষয়ে [২]নির্দেশ জারী করিতে পারিবে এবং উক্ত নির্দেশ পালনে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি বাধ্য থাকিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত নির্দেশ নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথাঃ-

(ক) উক্ত প্রজ্ঞাপনে বর্ণিত সামগ্রী রপ্তানী করা হইলে বা রপ্তানীর কাজে ব্যবহৃত হইলে;

(খ) কোন নির্দিষ্ট পলিথিন শপিং ব্যাগের ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশ প্রযোজ্য হইবে না মর্মে উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হইলে।

ব্যাখ্যা ঃ এই ধারায় **"পলিথিন শপিং ব্যাগ"** অর্থ পলিইথাইলিন, পলিপ্রপাইলিন বা উহার কোন যৌগ বা মিশ্রণ এর তৈরী কোন ব্যাগ, ঠোংগা বা অন্য কোন ধারক যাহা কোন সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় বা কোন কিছু রাখার কাজে বা বহনের কাজে ব্যবহার করা যায়।

[৩] ৬খ। **পাহাড় কাটা সম্পর্কে বাধা-নিষেধ।-** কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারী বা আধা-সরকারী বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা দখলাধীন বা ব্যক্তিমালিকানাধীন পাহাড় ও টিলা কর্তন ও/বা মোচন (cutting and/or razing) করা যাইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণক্রমে কোন পাহাড় বা টিলা কর্তন বা মোচন করা যাইতে পারে।

[৪] ৬গ। **ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্য উৎপাদন, আমদানী, মওজুদকরণ, বোঝাইকরণ, পরিবহণ, ইত্যাদি সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।**-পরিবেশের ক্ষতিরোধকল্পে সরকার, অন্যান্য আইনের বিধান সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা ঝুকিপূর্ণ বর্জ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, ধারণ, মজুদকরণ, বোঝাইকরণ, সরবরাহ, পরিবহণ, আমদানী, রপ্তানী, পরিত্যাগকরণ (Disposal), ডাম্পিং ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

---

১ ধারা ৬ক আইন নং ৯/২০০২ এর ৫ ধারা বলে সন্নিবেশিত।

২ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় পবম-৪/২/৯/২০০২/২৫৬ নং প্রজ্ঞাপন দ্বারা সকল প্রকার পলিথিন শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধ করে।

৩ ধারা ৬খ আইন নং ৫০/২০১০ এর ৪ ধারা বলে সন্নিবেশিত।

৪ ধারা ৬গ আইন নং ৫০/২০১০ এর ৪ ধারা বলে সন্নিবেশিত।

[১] ৬ঘ। **জাহাজ কাটা বা ভাঙ্গার কারণে সৃষ্ট দূষণ সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।-** কোন জাহাজ কাটা বা ভাঙ্গার ফলে কোন প্রকার ঝুঁকিপূর্ণ বর্জ্যের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ ও স্বাস্থ্যঝুঁকি সৃষ্টি না হয় তাহা প্রত্যেক জাহাজের মালিক, আমদানিকারক এবং জাহাজ কাটা বা ভাঙ্গার কাজে ইয়ার্ড ব্যবহারকারী নিশ্চিত করিতে বাধ্য থাকিবেন।

[২] ৬ঙ। **জলাধার সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ।-** আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, জলাধার হিসাবে চিহ্নিত জায়গা ভরাট বা অন্য কোনভাবে শ্রেণী পরিবর্তন করা যাইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অপরিহার্য জাতীয় স্বার্থে অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণক্রমে জলাধার সম্পর্কিত বাধা-নিষেধ শিথিল করা যাইতে পারে।

[৩] ৭। **প্রতিবেশ ব্যবস্থার ক্ষতির ব্যাপারে ব্যাবস্থা গ্রহণ।-** (১) মহা-পরিচালকের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তির কাজ করা বা না করা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রতিবেশ ব্যবস্থা বা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠির ক্ষতিসাধন করিতেছে বা করিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক উহা পরিশোধ এবং যথাযথ ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বা উভয় প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি এইরূপ নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ প্রদান না করিলে মহা-পরিচালক যথাযথ এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে ক্ষতিপূরণের মামলা বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থতার জন্য ফৌজদারী মামলা বা উভয় মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীনে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে যথাযথ ক্ষেত্রে যে কোন বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্য ব্যক্তিকে মহা-পরিচালক দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) সরকার এই ধারার অধীনে যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তৎসম্পর্কে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য মহা-পরিচালককে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

৮। পরিবেশ দূষণ বা অবক্ষয় সম্পর্কে মহা-পরিচালককে অবহিতকরণ।- (১) পরিবেশ দূষণ বা পরিবেশের অবক্ষয়জনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত অথবা সম্ভাব্য ক্ষতির আশংকাগ্রস্ত যে কোন ব্যক্তি ক্ষতি বা সম্ভাব্য ক্ষতির প্রতিকারের জন্য মহা-পরিচালককে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আবেদনের মাধ্যমে অবহিত করিবেন।

(২) এই ধারার অধীন প্রদত্ত যে কোন আবেদন নিষ্পত্তিকরণকল্পে মহা-পরিচালক গণশুনানীসহ যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৯। অতিরিক্ত পরিবেশ দূষক নির্গমন ইত্যাদি।- [৪](১) যে ক্ষেত্রে কোন কাজ বা ঘটনা বা কর্মকান্ড বা কোন দুর্ঘটনার ফলে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পরিমাণের অতিরিক্ত পরিবেশ দূষক নির্গত হয় বা নির্গত হইবার আশংকা থাকে, সেই ক্ষেত্রে তদ্রূপ নির্গমনের জন্য দায়ী ব্যক্তি এবং নির্গমন স্থানটির দখলকার ব্যক্তি বা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমন করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন সৃষ্ট ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনার কথা উক্ত উপ-ধারার উল্লেখিত ব্যক্তি মহা-পরিচলককে অবিলম্বে অবহিত করিবেন।

---

১ ধারা ৬ঘ আইন নং ৫০/২০১০ এর ৪ ধারা বলে সন্নিবেশিত।
২ ধারা ৬ঙ আইন নং ৫০/২০১০ এর ৪ ধারা বলে সন্নিবেশিত
৩ ধারা ৭ আইন নং ১২/২০০০ এর ২ ধারা বলে প্রতিস্থাপিত।
৪ উপ-ধাারা (১) আইন নং ৫০/২০১০ এর ৫(ক) ধারা বলে প্রতিস্থাপিত।

[১] (৩) এই ধারার অধীন কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনার তথ্য প্রাপ্ত হইলে মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, যথাশীঘ্র সম্ভব, পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বা প্রশমন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত দায়ী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা অন্য যে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দিবেন এবং নির্দেশিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠান মহাপরিচালক কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।
(৪) এই ধারার অধীন পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমনের জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে ব্যয়কৃত অর্থ উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ব্যক্তির নিকট হইতে মহা-পরিচালকের নিকট পাওনা হইবে এবং উহা সরকারী দাবী (Public Demand) হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

[২] (৫) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন কর্মকান্ডের ফলে নির্গত বর্জ্য বা দূষক মহাপরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক তাৎক্ষণিক পরীক্ষায় নির্ধারিত মানমাত্রা অতিক্রম করিয়াছে প্রমাণিত হইলে উক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট আদালতে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।

১০। প্রবেশ ইত্যাদির ক্ষমতা।- (১) এই ধারার বিধানাবলী সাপেক্ষে, মহা-পরিচালক হইতে এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, কোন ব্যক্তি সকল যুক্তিসংগত সময়ে, তাহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সহায়তা সহকারে যে কোন ভবন বা স্থানে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে প্রবেশ করার অধিকারী হইবেন, যথাঃ-

(ক) এই আইন বা বিধির অধীন তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করা;
(খ) এই আইন বা বিধি বা তদধীন প্রদত্ত নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ মোতাবেক উক্ত ভবন বা স্থানে কোন কাজ পরিদর্শন করা;
(গ) কোন সরঞ্জাম, শিল্প-প্ল্যান্ট, রেকর্ড, রেজিষ্ট্রার, দলিল অথবা তৎসংশ্লিষ্ট অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরীক্ষা এবং যাচাই করা;
(ঘ) এই আইন বা বিধি বা তদধীন প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশ ভংগ করিয়া কোন অপরাধ কোন ভবন বা স্থানে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া উক্ত ব্যক্তির যুক্তিসংগতভাবে বিশ্বাস করার কারণ থাকিলে, উক্ত ভবন বা স্থানে তল্লাশী পরিচালনা করা;
(ঙ) এই আইন বা বিধির অধীন দন্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটনের প্রমান হিসাবে ব্যবহার হইতে পারে এইরূপ কোন সরঞ্জাম, শিল্প-প্ল্যান্ট, রের্কড, রেজিষ্ট্রার, দলিল অথবা অন্য কোন কিছু আটক করা।

(২) কোন শিল্প কার্যক্রম বা প্রক্রিয়া পরিচালনাকারী বা কোন বিপদজনক পদার্থ ব্যবহারকারী ব্যক্তি এই আইনের অধীন দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সকল সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৩) এই ধারার অধীন সকল তল্লাশী ও আটকের ব্যাপারে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) এর বিধান অনুসরণ করা হইবে।

১১। নমুনা সংগ্রহের ক্ষমতা ইত্যাদি।- (১) মহা-পরিচালক হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে যে কোন কারখানা, প্রাংগন বা স্থান হইতে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, বায়ু, পানি, মাটি অথবা অন্যবিধ পর্দাথের নমুনা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

[৩](২) উপ-ধারা (৩) বা ক্ষেত্রমত, উপ-ধারা (৪) এর বিধান পালন সাপেক্ষে, এই ধারার অধীন গৃহীত নমুনা সর্ম্পকে উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত নমুনা সংগ্রহকারী বা গবেষণাগারের রিপোর্ট বা উভয়ই সংশ্লিষ্ট কার্যধারায় সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণীয় হইবে।

---

১ উপ-ধারা (৩) আইন নং ৫০/২০১০ এর ৫(ক) ধারা বলে প্রতিস্থাপিত।
২ উপ-ধাারা (৫) আইন নং ৫০/২০১০ এর ৫(খ) ধারা বলে সন্নিবেশিত।
৩ উপ-ধাারা (২) আইন নং ৯/২০০২ এর ৬ ধারা বলে প্রতিস্থাপিত।

[১] (৩) উপ-ধারা (৪) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, উপ-ধারা (১) এর অধীন নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তা-

(ক) উক্ত স্থানের দখলদার বা এজেন্টকে, অনুরূপ নমুনা সংগ্রহের ব্যাপারে তাহার অভিপ্রায় সম্পর্কে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নোটিশ প্রদান করিবেন;

(খ) উক্ত দখলদার বা এজেন্ট এর উপস্থিতিতে নমুনা সংগ্রহ করিবেন;

(গ) উক্ত নমুনা একটি পাত্রে রাখিয়া উহাতে নিজের ও উক্ত দখলদার বা এজেন্ট এর স্বাক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করিয়া সীলমোহর দিবেন;

(ঘ) সংগৃহীত নমুনার একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করিয়া উহাতে নিজে স্বাক্ষর করিবেন এবং দখলদার বা এজেন্টের স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন;

(ঙ) মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত গবেষণাগারে উক্ত পাত্র অবিলম্বে প্রেরণ করিবেন।

(৪) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন নমুনা সংগ্রহ করা হয় এবং সংগ্রহকারী কর্মকর্তা উপ-ধারা (৩) এর (ক) দফার অধীনে নোটিশ প্রদান করেন, সেইক্ষেত্রে যদি দখলদার বা এজেন্ট নমুনা সংগ্রহের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে অনুপস্থিত থাকেন, বা উপস্থিত থাকিয়াও নমুনাতে ও রিপোর্টে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে সংগ্রহকারী দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিতে নিজেই তাহার স্বাক্ষর দিয়া উহা নিশ্চিত ও সীলমোহরকৃত করিবেন এবং দখলদার এজেন্টের অনুপস্থিতি বা ক্ষেত্রমত, স্বাক্ষর দানে অস্বীকৃতির কথা উল্লেখ করিয়া মহা-পরিচালক কর্তৃক [১]নির্ধারিত গবেষণাগারে বিশ্লেষণের জন্য অবিলম্বে প্রেরণ করিবেন।

[২]**১২। পরিবেশগত ছাড়পত্র**।-(১) মহা-পরিচালকের নিকট হইতে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে কোন এলাকায় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন বা প্রকল্প গ্রহণ করা যাইবে না।

(২) এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা গৃহীত প্রকল্পের ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন, ২০১০ কার্যকরের পর অবিলম্বে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ে প্রণীত বিধিমালাতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত পরিবেশগত প্রভাব নিরূপণ প্রতিবেদন, পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন, জনমত যাচাই, এই সকল বিষয়ে জনগণের তথ্য প্রাপ্যতা, ছাড়পত্র প্রদানকারী কমিটির গঠন ও কর্মপদ্ধতি, ছাড়পত্রের ন্যূনতম আবশ্যকীয় শর্তাবলী, আপীল ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকিবে।

(৫) অধিদপ্তর পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের তালিকা প্রতি বছর **৩১**শে মার্চ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসরের তালিকা হালনাগাদ করিবে এবং বিভিন্ন ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের পরিবেশগত প্রভাব নিরূপন প্রতিবেদন বা পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থার ন্যূনতম যোগ্যতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করিবে ও এই সংক্রান্ত তালিকা প্রস্তুত, অনুমোদন এবং হালনাগাদ করিবে।

১৩। পরিবেশ নির্দেশিকা প্রণয়ন।- পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও প্রশমন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সম্পর্কে সরকার, সময় সময়, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা পরিবেশ নির্দেশিকা প্রণয়ন ও জারী করিতে পারিবে।

১৪। আপীল।- (১) এই আইন বা বিধি অনুসারে প্রদত্ত কোন নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ দ্বারা কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি, উক্ত নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ প্রদানের ত্রিশ দিনের মধ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত [৩]আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট উহার বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারিবেন এবং আপীলের উপর উক্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে এবং এইরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না ঃ

---

১ ধারা ১১(৪) বলে মহাপরিচালক পরিবেশ অধিদপ্তরের বিভাগীয় কার্যালয়গুলিকে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নির্ধারণ করিয়াছে।

২ ধারা ১২ আইন নং ৫০/২০১০ এর ৬ ধারা বলে প্রতিস্থাপিত।

৩ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিবকে চেয়ারম্যান করে আপলি কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয়েছে।

তবে শর্ত থাকে যে, আপীল কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোন অনিবার্য কারণে উক্ত সময়ের মধ্যে সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি আপীল দায়ের করিতে পারেন নাই, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ আপীল দাখিলের জন্য অতিরিক্ত অনধিক ত্রিশ দিন সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত আপীল কর্তৃপক্ষ একাধিক সদস্য সমন্বয়ে গঠন করা যাইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন আপীল কর্তৃপক্ষ একাধিক সদস্য সমন্বয়ে গঠন করা হয়, তাহা হইলে উহার একজন সদস্যকে সরকার উক্ত কর্তৃপক্ষেও চেয়ারম্যান নিযুক্ত করিবে।

(৩) এই ধারার অধীন দায়েরকৃত আপীল দায়েরের তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হইবে।

[১]১৫। দন্ড।(১) নিম্নটেবিলে উল্লিখিত বিধানাবলী লংঘন বা উহাতে উল্লিখিত নির্দেশ অমান্যকরণ বা অন্যান্য কার্যাবলীর জন্য উহার বিপরীতে উল্লিখিত দন্ড আরোপণীয় হইবে ঃ

টেবিল

ক্রমিক নং	অপরাধের বর্ণনা	আরোপণীয় দন্ড
১	ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২) বা (৩) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ অমান্যকরণ	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ১ (এক) বৎসর, অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ৫০(পঞ্চাশ) হাজার টাকা, অনধিক ২(দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড ; পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যন ২ (দুই)বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।
২	ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা হিসাবে ঘোষিত এলাকায় নিষিদ্ধ কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরুর মাধ্যমে উপ-ধারা (৪) লংঘন	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড ; পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড ।
৩	ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর লংঘন	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদন্ড ; দ্বিতীয় অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা এবং পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদন্ড বা ২০ (বিশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড ।

১ ধাারা ১৫ আইন নং ৫০/২০১০ এর ৭ ধারা বলে প্রতিস্থাপিত।

৪	ধারা ৬ক এর অধীনে প্রদত্ত নির্দেশ লংঘনক্রমে উহাতে বর্ণিত সামগ্রী (ক) উৎপাদন, আমদানী, বাজারজাতকরণ	(ক) প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২(দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ২(দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড ; পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২(দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড ।
	(খ) বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহণ বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার	(খ) অনধিক ১ (এক) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড ।
৫	ধারা ৬খ এর বিধান লংঘন	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ২(দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড ; পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২(দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড ।
৬	ধারা ৬গ এর অধীন প্রণীত বিধির বা বিধিমালার বিধান লংঘন	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড; পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২(দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড ।
৭	ধারা ৬ঘ এর বিধান লংঘন	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড; পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২(দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড ।
৮	ধারা ৬ঙ এর বিধান লংঘন	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড; পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২(দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।
৯	ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশ অমান্যকরণ	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ১ (এক) বৎসর, অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা, অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড; পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২(দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।

১০	ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) বা (২)এর লংঘন বা উপ-ধারা (৩) অনুসারে মহা-পরিচালক নির্দেশিত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতা	প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ১ (এক) বৎসর, অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা, অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড; পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২(দুই) বৎসর, অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড ।
১১	ধারা ১০ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে মহা-পরিচালককে বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে, যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে, সাহায্য সহযোগিতা না করা	অন্যূন ১ (এক) বৎসর, অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা, অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দণ্ড।
১২	ধারা ১২ এর বিধান লংঘন	অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ১ (এক) লক্ষ টাকা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দণ্ড।
১৩	এই আইনের অন্য কোন বিধান বা বিধিমালার অধীন প্রদত্ত কোন নির্দেশ লংঘন বা এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনে মহা-পরিচালক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বাধা প্রদান বা ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্ব সৃষ্টি করা	অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ড।

(২) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, বিধি দ্বারা কতিপয় অপরাধ চিহ্নিত এবং উক্ত অপরাধ সংঘটনের জন্য দণ্ড নির্ধারণ করা যাইবে, তবে এইরুপ দন্ড ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দন্ডের অতিরিক্ত হইবে না।

[১] ১৫ক। **ক্ষতিপরণের দাবী।-** এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধিমালা বা ধারা ৭ এ প্রদত্ত নির্দেশ লংঘনের ফলে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, উক্ত ব্যক্তি, গোষ্ঠী, ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ, অথবা তাহাদের পক্ষে মহাপরিচালক ক্ষতিপূরণের দাবীতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

[২] ১৫খ। **অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট বস্তু, যন্ত্রপাতি বাজেয়াপ্তি।-** কোন ব্যক্তি ধারা ১৫ তে বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটনের জন্য দোষী সাব্যস্ত ও দন্ডিত হইলে, উক্তরূপ অপরাধ সংঘটনে যন্ত্রপাতি বা উহার অংশ বিশেষ, যানবাহন বা অপরাধ সংশ্লিষ্ট পণ্যসামগ্রী বা অন্য কোন বস্তু বাজেয়াপ্ত অথবা বিনষ্টের জন্যও আদালত আদেশ দিতে পারিবে।

১৬। কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।- [৩](১) এই আইনের অধীন কোন বিধান লংঘনকারী বা এই আইন বা বিধির অধীন প্রদত্ত নোটিশ অনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে বা আদেশ বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ ব্যক্তি যদি কোম্পানী বা সমিতি বা সংঘ হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানী বা সমিতি বা সংঘের মালিক, অংশীদার, স্বত্তাধিকারী, চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক, জেনারেল ম্যানেজার, ম্যানেজার, সচিব বা প্রত্যক্ষভাবে সংশিষ্ট অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারি বা এজেন্ট, বিধানটি লংঘন করিয়াছেন বা নোটিশ অনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে বা আদেশ বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লংঘন বা ক্ষেত্রমত, ব্যর্থতা তাঁহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত লংঘন বা ব্যর্থতা রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

---

১ ধাারা ১৫ক আইন নং ৫০/২০১০ এর ৮ ধারা বলে প্রতিস্থাপিত ।
২ ধাারা ১৫খ আইন নং ৯/২০০২ এর ৮ ধারা বলে প্রতিস্থাপিত ।
৩ ধাারা ১৬ এর (১) উপধারা আইন নং ৫০/২০১০ এর ৯ক ধারা বলে প্রতিস্থাপিত ।

[২](২) উপধারা (১) এ উল্লিখিত কোম্পানী আইনগত ব্যক্তিসত্তা বিশিষ্ট সংস্থা (Body Corporate) হইলে, উক্ত উপধারায় উল্লিখিত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা ছাড়াও উক্ত কোম্পানীকে আলাদাভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, তবে ফৌজদারী মামলায় উহার উপর সংশ্লিষ্ট বিধান অনুসারে শুধু অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে।

[৩](৩) এই আইনের অধীন কোন বিধান লংঘনকারী বা এই আইন বা বিধির অধীন প্রদত্ত নোটিশ অনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে বা আদেশ বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ ব্যক্তি যদি সরকারের কোন বিভাগ বা সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা স্থানীয় সরকার সংগঠন বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হয়, তাহা হইলে সরকারের উক্ত বিভাগ বা সরকারি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা স্থানীয় সরকার সংগঠন বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পরিচালক, জেনারেল ম্যানেজার, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারি বা এজেন্ট বা তাঁহারা যে নামেই অভিহিত হউন না কেন, বিধানটি লংঘন করিয়াছেন বা নোটিশ অনুযায়ী দায়িত্ব সম্পাদনে বা আদেশ বা নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত লংঘন বা ক্ষেত্রমত, ব্যর্থতা তাঁহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে অথবা উক্ত লংঘন বা ব্যর্থতা রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

[৪]**১৭। ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের।-** এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি লংঘনের ফলে কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে, উক্ত ব্যক্তি, গোষ্ঠী, ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ, অথবা তাহাদের পক্ষে মহাপরিচালক পরিবেশ আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

১৮। সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম।- এই আইন বা বিধির অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা তাহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে তজ্জন্য সরকার, মহা-পরিচালক, অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

১৯। ক্ষমতা অর্পণ।- (১) সরকার এই আইন বা বিধির অধীন উহার যে কোন ক্ষমতা মহা-পরিচালক বা অন্য যে কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারে।

(২) মহা-পরিচালক এই আইন বা বিধির অধীন তাহার যে কোন ক্ষমতা অধিদপ্তরের যে কোন [৫]কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

২০। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা [৬]বিধিমালা [৭]প্রণয়ন করিতে পারিবে।

---

১ পুন:সংখ্যায়িত উপ-ধারা (১) এর ব্যাখ্যায় " বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও " শব্দগুলির পরিবর্তে তৃতীয় বন্ধনীভূক্ত শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত ।

২ উপ-ধারা (২) আইন নং ৯/২০০২ এর ৮(খ) ধারাবলে সন্নিবেশিত।

৩ ধারা ১৬ এর (৭) উপ-ধারা আইন নং ৫০/২০১০ এর ৯খ ধারা বলে সন্নিবেশিত ।

৪ ধারা ১৭ আইন নং ৫০/২০১০ এর ১০ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।

৫ মহাপরিচালক ১৯(২) উপ-ধারার ক্ষমতাবলে ধারা ৬, ১০, ১১ ও ১৭ ধারার ক্ষমতা বিভাগীয় ও জেলা কার্যালয়ের প্রধানের উপর অর্পন করিয়াছে।

৬ ধাারা ২০ এর (১) উপধারার বিধি শব্দটি বিধিমালা শব্দ দ্বারা আইন নং ৫০/২০১০ এর ২০(১) (ক) দফাবলে প্রতিস্থাপিত ।

৭ সরকার এই ক্ষমতা বলে ২৮-৮-১৯৯৭ তারিখে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ জারি করে।

(২) বিশেষ করিয়া, এবং উপরি-উক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুন্ন না করিয়া, উক্ত [১]বিধিমালায় নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধান করা যাইতে পারে, যথা ঃ-

(ক) বিভিন্ন এলাকার জন্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বায়ু, পানি, শব্দ ও মৃত্তিকাসহ পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের মানমাত্রা নির্ধারণঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন প্রবর্তনের সময় বিদ্যমান শিল্প বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে, অনুরূপ মানমাত্রার প্রয়োগ, এককভাবে বা সামগ্রিকভাবে, নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য স্থগিত করিতে পারিবে।

(খ) পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে শিল্প কারখানা স্থাপন ও অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ;

(গ) বিপদজনক পদার্থের ব্যবহার, সংরক্ষণ ও পরিবহনের নিরাপদ পদ্ধতি নিরূপন;

(ঘ) পরিবেশ দূষণের কারণ হইতে পারে এইরূপ দূর্ঘটনা প্রতিরোধে নিরাপদ পদ্ধতি ও প্রতিকারমূলক কার্যক্রম প্রণয়ন;

(ঙ) বর্জ্য নিঃসরণ ও নির্গমনের মানমাত্রা নির্ধারণ;

(চ) বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যাদির পরিবেশগত প্রভাব নিরূপন, পর্যালোচনা ও অনুমোদনের পদ্ধতি;

(ছ) পরিবেশ এবং প্রতিবেশ ব্যবস্থা রক্ষা করার পদ্ধতি;

[২](জ) পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের পদ্ধতি, তথ্য প্রাপ্তি এবং অন্যান্য সেবার ফিস নির্ধারণ;

[৩](ঝ) ঝুঁকিপর্ণ বর্জ্যের তালিকা প্রণয়ন, ঝুঁকিপর্ণ বর্জ্য উৎপাদন, ধারণ, মজুদকরণ, বোঝাইকরণ, সরবরাহ, পরিবহণ, আমদানী, রপ্তানী, পরিত্যাগকরণ (Disposal), ডাম্পিং, ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধান;

[৪](ঞ) বিভিন্ন এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থান এবং পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ নির্ধারণ;

[৫](ট) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি;

[৬](ঠ) পরিবেশ গবেষণাগার স্থাপন, গবেষণাগারের কার্যাবলী, গবেষণাগারে নমুনা সরবরাহের পদ্ধতি, গবেষণার ফলাফল প্রকাশের ফরম, ফলাফল প্রকাশের পদ্ধতি, ফলাফল প্রাপ্তির জন্য ফি নির্ধারণ এবং গবেষণা কার্য পরিচালনার জন্য অন্য যে কোন বিষয়;

[৭](ড) গণশুনানী অনুষ্ঠানের পদ্ধতি নির্ধারণ।

২১। রহিতকরণ ও হেফাজত।- (১) (The Environment Pollution Control Ordinance, 1977 (XIII of 1977) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) অনুরুপ রহিতকরণ সত্বেও, রহিত Ordinance এর অধীন কৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা, এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান অনুযায়ী করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান পরিবেশ অধিদপ্তর ধারা ৩ এর অধীন স্থাপিত অধিদপ্তর বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত অধিদপ্তরে কার্যরত মহা-পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারী এই আইনের অধীন নিযুক্ত মহা-পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন।

---

১ ধারা ২০ এর (২) উপধারার বিধিতে শব্দটি বিধিমালায় শব্দ দ্বারা আইন নং ৫০/২০১০ এর ২০(১)(খ) দফা বলে প্রতিস্থাপিত ।
২ ধারা ২০ এর (২) এর দফা (জ) আইন নং ৫০/২০১০ এর ২০(১) (গ) দফাবলে প্রতিস্থাপিত ।
৩ ধারা ২০ এর (২) এর দফা (ঝ) আইন নং ৫০/২০১০ এর ২০(১) (ঘ) দফাবলে প্রতিস্থাপিত ।
৪ ধারা ২০ এর (২) এর দফা (ঞ) আইন নং ৫০/২০১০ এর ২০(১) (ঘ) দফাবলে প্রতিস্থাপিত ।
৫ ধারা ২০ এর (২) এর দফা (ট) আইন নং ৫০/২০১০ এর ২০(১) (ঘ) দফাবলে প্রতিস্থাপিত ।
৬ ধারা ২০ এর (২) এর দফা (ঠ) আইন নং ৫০/২০১০ এর ২০(১) (ঘ) দফাবলে প্রতিস্থাপিত ।
৭ ধারা ২০ এর (২) এর দফা (ড) আইন নং ৫০/২০১০ এর ২০(১) (ঘ) দফাবলে প্রতিস্থাপিত ।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭

[পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ২০ (১) ধারাবলে এস, আর, ও নং ১৯৭-আইন/৯৭ মাধ্যমে প্রণীত যা বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ২৮-৮-৯৭ খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তীতে এস,আর,ও নং ২৯- আইন/২০০২; এস,আর,ও নং ২৩৪-আইন/২০০২; এস,আর,ও নং ৮৮-আইন/২০০৩; এস,আর,ও নং ২২০- আইন/২০০৫; এস, আর, ও নং ১১৭-আইন/২০০৮; এস,আর,ও নং ৩৫৫- আইন/ ২০১০ ও এস,আর,ও নং ৩৪৯ আইন/২০১৭ দ্বারা সংশোধিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
প্রজ্ঞাপন
তারিখ, ১২ ইং ভাদ্র ১৪০৪/২৭শে আগষ্ট ১৯৯৭

এস,আর, ও নং ১৯৭-আইন/৯৭-বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা।-** এই বিধিমালা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা।-** বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়, -

(ক) "অধিদপ্তর" অর্থ আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে স্থাপিত পরিবেশ অধিদপ্তর;
(খ) "আইন" অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন);
(গ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত যে কোন তফসিল;
(ঘ) "ধারা" অর্থ আইনের যে কোন ধারা;
(ঙ) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত যে কোন ফরম;
(চ) "স্থিতিমাপ" অর্থ মানমাত্রার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য;
(ছ) "স্থানীয় কর্তৃপক্ষ"অর্থ মেট্রোপলিটন এলাকায় সিটি কর্পোরেশন, পৌর এলাকায় পৌরসভা, গ্রামীণ এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদ।

৩। **প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা।-** (১) ধারা ৫ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুসারে কোন এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (Ecologically Critical Area) হিসাবে ঘোষণা করার নিমিত্ত সরকার নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখিবে, যথা ঃ-

(ক) মানববসতি;
(খ) প্রাচীন স্মৃতিসৌধ;
(গ) প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান;
(ঘ) অভয়ারণ্য;
(ঙ) জাতীয় উদ্যান;
(চ) গেম রিজার্ভ;
(ছ) বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল;
(জ) জলাভূমি;
(ঝ) ম্যানগ্রোভ;
(ঞ) বনাঞ্চল;
(ট) এলাকাভিত্তিক জীববৈচিত্র্য; এবং
(ঠ) এতদ্‌সংক্রান্ত প্রাসংগিক অন্যান্য বিষয়।

(২) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় কোন্ কোন্ কর্ম বা প্রক্রিয়া চালু রাখা বা শুরু করা যাইবে না তাহা সরকার বিধি ১২ ও ১৩ এ বর্ণিত মানমাত্রা অনুসারে নির্দিষ্ট করিবে।

[১]**৪। স্বাস্থ্য হানিকর ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টিকারী মোটরযান সম্পর্কিত ব্যবস্থা।-**

(১) আইনের ধারা ৬ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পেট্রোল, ডিজেল বা গ্যাস চালিত প্রতিটি মোটরযানে (motor vehicle) ক্যাটালাইটিক কনভার্টার, অক্সিডেশন ক্যাটালিষ্ট বা ডিজেল পার্টিকুলেট ফিল্টার বা মহা-পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত এমন কোন যন্ত্র বা কৌশল সংযোজন করিতে হইবে যেন উক্ত যান হইতে নিঃসরণের মানমাত্রা তফসিল-৬ এ বর্ণিত মানমাত্রা অতিক্রম না করে।

১ বিধি ৪ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের এস, আর, ও ৮৮-আইন/২০০৩ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত যন্ত্রপাতি সংযোজন না করিয়া কোন মোটরযান চালানো হইলে উহাকে স্বাস্থ্য হানিকর বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া সৃষ্টিকারী যানবাহন বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং তজ্জন্য উক্ত যানের মালিক বা চালক বা যথাযথ ক্ষেত্রে উভয়েই আইনের ধারা ১৫(১) এর টেবিলের ক্রমিক নং ৩ এর বিপরীতে উল্লিখিত দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত দণ্ড আরোপ করা হইলে উহা মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্দেশিত আকারে ও তৎকর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদের জন্য সংশ্লিষ্ট মোটরযানের দৃশ্যমান কোন অংশে বা মহা-পরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত কোন দলিলে সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ বা, ক্ষেত্রমত, প্রদর্শন করিতে হইবে।

৫। পরিবেশ দূষণ বা অবক্ষয় সম্পর্কিত আবেদনপত্র।- (১) ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান মোতাবেক ক্ষতিগ্রস্ত অথবা সম্ভাব্য ক্ষতির আশাংকাগ্রস্ত কোন ব্যক্তি উক্ত ক্ষতি বা সম্ভাব্য ক্ষতির প্রতিকারের জন্য ফরম-১ অনুসারে মহা-পরিচালকের নিকট আবেদন করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুসারে আবেদনপত্র প্রাপ্তির তিন মাসের মধ্যে মহা-পরিচালক ধারা ৮ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুসারে আবেদনপত্রটি নিষ্পত্তি করিবেন।

৬। নমুনা সংগ্রহের নোটিশ।- ধারা ১১ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (ক) এর বিধান মোতাবেক নমুনা সংগ্রহকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট স্থানের দখলদার বা এজেন্টকে ফরম-২ অনুসারে উক্ত কর্মকর্তার অভিপ্রায় সম্পর্কে নোটিশ প্রদান করিবেন।

৭। পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের পদ্ধতি।- (১) পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের উদ্দেশ্যে পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার এবং অবস্থান অনুযায়ী শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহ নিম্ন-বর্ণিত চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে, যথাঃ

ক) সবুজ;
খ) কমলা-ক;
গ) কমলা-খ; এবং
ঘ) লাল।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত শ্রেণীসমূহের অন্তর্ভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পসমূহের বিবরণ তফসিল-১ এ প্রদত্ত হইয়াছে।

(৩) সকল শ্রেণীর বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প এবং সবুজ শ্রেণীভূক্ত প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে।

(৪) কমলা-ক, কমলা-খ এবং লাল শ্রেণীভূক্ত প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে সর্ব প্রথম অবস্থানগত এবং তৎপর পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে ঃ তবে শর্ত থাকে যে, কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের আবেদনক্রমে এবং মহাপরিচালক যদি উপযুক্ত মনে করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পকে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান ব্যতিরেকে সরাসরি পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করিতে পারিবেন।

[১] (৪ক) উপ-বিধি (৪) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (সরকারি/বেসরকারি) ও বিসিক শিল্প নগরীতে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে অবস্থানগত ছাড়পত্রের প্রয়োজন হইবে না।

(৫) পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের উদ্যোক্তা তফসিল ১৩ তে বর্ণিত যথাযথ ফি সহ ফরম-৩ এ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট আবেদন করিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৫)- এ উল্লেখিত আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা ঃ-

(ক) সবুজ শ্রেণীর ক্ষেত্রে ঃ

(অ) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলী;
(আ) কাঁচামালসহ উৎপন্ন দ্রব্যের প্রকৃত বিবরণ; এবং
(ই) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র;

১ বিধি ৭ এর উপ-বিধি (৪ক) এস, আর, ও নং ১১৭-আইন/২০০৮ দ্বারা সন্নিবেশিত।

(খ) কমলা-ক শ্রেণীর ক্ষেত্রে ঃ

(অ) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলী;
(আ) কাঁচামালসহ উৎপন্ন দ্রব্যের প্রকৃত বিবরণ;
(ই) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র;
(ঈ) প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম;
(উ) লে আউট প্ল্যান (বর্জ্য পরিশোধনাগারের অবস্থান নির্দেশিত); এবং
(ঊ) বর্জ্য নির্গমন ব্যবস্থা;
(ঋ) পুনঃস্থাপন, পুনর্বাসন পরিকল্পনার রূপরেখা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
(এ) প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাবলী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(গ) কমলা-খ শ্রেণীর ক্ষেত্রে ঃ

(অ) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন (কেবল প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);

(আ) প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা (Initial Environmental Examination IEE = আ ই ই) প্রতিবেদন, যাহার সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম, লে আউট প্ল্যান (বর্জ্য পরিশোধনাগারের অবস্থান নির্দেশিত), বর্জ্য পরিশোধনাগার (Effluent Treatment Plant ETP = ই টি পি) এর নকশা সংযুক্ত থাকিবে (কেবল প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);

(ই) পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Environmental Management Plan EMP = ই এম পি) প্রতিবেদন, যাহার সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম, লে-আউট প্ল্যান (বর্জ্য পরিশোধনাগারের অবস্থান নির্দেশিত), বর্জ্য পরিশোধনাগারের নকশাসহ উহার কার্যকারিতা সম্পর্কিত তথ্যাদি সংযুক্ত থাকিবে (কেবল বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);

(ঈ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র;
(উ) পরিবেশগত বিরূপ প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত জরুরী পরিকল্পনাসহ দূষণের প্রকোপ হ্রাসকরণ পরিকল্পনা;
(ঊ) পুনঃস্থাপন, পুনর্বাসন পরিকল্পনার রূপরেখা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে); এবং
(ঋ) প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাবলী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(ঘ) লাল শ্রেণীর ক্ষেত্রে ঃ

(অ) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন (কেবল প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);

(আ) প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা প্রতিবেদন, যাহার সহিত পরিবেশগত প্রভাব নিরুপনের (Environmental Impact Assessment EIA = ই আই এ) কার্যপরিধি, সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম সংযুক্ত থাকিবে, অথবা, অধিদপ্তর কর্তৃক ইতোপূর্বে অনুমোদিত কার্যপরিধির ভিত্তিতে প্রণীত পরিবেশগত প্রভাব নিরুপণ প্রতিবেদন, যাহার সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের লে আউট প্ল্যান (বর্জ্য পরিশোধনাগারের অবস্থান নির্দেশিত), বর্জ্য পরিশোধনাগারের নকশাসহ সময়সূচী, প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম সংযুক্ত থাকিবে (কেবল প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);

(ই) পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রতিবেদন, যাহার সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের প্রসেস ফ্লো ডায়াগ্রাম, লে আউট প্ল্যান (বর্জ্য পরিশোধনাগারের অবস্থান নির্দেশিত), বর্জ্য পরিশোধনাগারের নকশাসহ উহার কার্যকারিতা সম্পর্কিত তথ্যাদি সংযুক্ত থাকিবে (কেবল বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);

(ঈ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র; এবং (উ) পরিবেশগত বিরুপ প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত জরুরী পরিকল্পনা সহ দূষণের প্রকোপ হ্রাসকরণ পরিকল্পনা;

(ঊ) পুনঃস্থাপন, পুনর্বাসন পরিকল্পনার রূপরেখা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);
(ঋ) প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাবলী (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে);

(৭) উপ-বিধি (৬) এ উল্লেখিত কাগজপত্রসহ উপ-বিধি (৫) এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর সবুজ শ্রেণীভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে [১]সাত কার্য দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা বরাবরে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে, অথবা যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনপত্র অগ্রাহ্য করা হইবে।

(৮) উপ-বিধি (৬) এ উল্লেখিত কাগজপত্রসহ উপ-বিধি (৫) এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর কমলা-ক শ্রেণীভূক্ত প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে [১]পনের কার্য দিবস, কমলা-খ শ্রেণীভূক্ত প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে [১]একুশ কার্যদিবস এবং লাল শ্রেণীভূক্ত প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে [১]পঁয়তাল্লিশ কার্য দিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা বরাবরে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে, অথবা, যথাযথ কারণ উল্লেখ পূর্বক আবেদনপত্র অগ্রাহ্য করা হইবে।

(৯) উপ-বিধি (৮) এ উল্লেখিত অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রাপ্তির পর উদ্যোক্তা

(অ) ভূমি উন্নয়ন ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে;

(আ) ই টি পি সহ যন্ত্রপাতি স্থাপন করিতে পারিবে (কেবল কমলা-ক এবং কমলা-খ শ্রেণীভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);

(ই) দফা (অ-আ) এ উল্লেখিত কার্যাবলী সম্পন্ন হওয়ার পর তাহা অবহিত করিয়া পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করিবে, পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ করিতে পারিবে না এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক উৎপাদন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকল্প চালু করিতে পারিবে না (কেবল কমলা-ক এবং কমলা-খ শ্রেণীভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য);

(ঈ) আই ই ই প্রতিবেদনে উল্লেখিত কার্যপরিধির ভিত্তিতে ই আই এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করিয়া ই টি পি'র নকশাসহ সময়সূচী নির্দিষ্টকৃত সময়ের মধ্যে অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করিবে (কেবল লাল শ্রেণীভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।

(১০) উপ-বিধি (৯) এর দফা (ই) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর কমলা-ক শ্রেণীভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে [১]সাত কার্যদিবস এবং কমলা-খ শ্রেণীভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে [১]বিশ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা বরাবরে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে, অথবা যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদন অগ্রাহ্য করা হইবে।

(১১) উপ-বিধি (৯) এর দফা (ঈ) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর লাল শ্রেণীভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে [১]ত্রিশ কার্যদিবসের মধ্যে ই টি পি'র নকশাসহ সময়সূচী এবং ই আই এ প্রতিবেদন অনুমোদন করা হইবে, অথবা যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদন অগ্রাহ্য করা হইবে।

(১২) উপ-বিধি (১১) এর অধীন ই আই এ অনুমোদিত হওয়ার পর উদ্যোক্তা

(অ) আমদানীতব্য যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলিতে পারিবে, যাহাতে ইটিপি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভূক্ত থাকিবে; এবং

(আ) ই টি পি স্থাপন করিয়া পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করিবে, পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে গ্যাস সংযোগ গ্রহণ করিতে পারিবে না এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক উৎপাদন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকল্প চালু করিতে পারিবে না।

---

১ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এর ১৯ এপ্রিল ২০১৭ তারিখের ২২.০০.০০০০.০৭৪.১৮.০০১.২৪৪ সংখ্যক স্মারকের আদেশ দ্বারা পুন:নির্ধারিত

(১৩) উপ-বিধি (১২) এর দফা (আ) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর লাল শ্রেণীভূক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে [১]ত্রিশ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা বরাবরে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে অথবা যথাযথ কারণ উল্লেখ-পূর্বক আবেদন অগ্রাহ্য করা হইবে।

(১৪) উপ-বিধি (৬) এ উল্লেখিত কাগজপত্রসহ উপ-বিধি (৫) এর অধীন আবেদন পত্র প্রাপ্তির পর কমলা-ক শ্রেণীভূক্ত বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে [১]সাত কার্যদিবস, কমলা-খ শ্রেণীভূক্ত বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে বিশ [১]কার্য দিবস এবং লাল শ্রেণীভূক্ত বিদ্যমান শিল্পপ্রতিষ্ঠান ও প্রকল্পের ক্ষেত্রে [১]ত্রিশ কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা বরাবরে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হইবে, অথবা, যথাযথ কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদন অগ্রাহ্য করা হইবে।

[২]**৭ক। দূষণ নিয়ন্ত্রণাধীন সনদ।-** বিধি ৪ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত যন্ত্রপাতি সংযোজনের এবং Motor Vehicles Ordinance, 1983 (LV of 1983) এর অধীন বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন প্রদান ও ফিটনেস সার্টিফিকেট জারী বা, ক্ষেত্রমত, নবায়নের ২ (দুই) মাসের মধ্যে মোটরযানের মালিক ফরম ৪ মোতাবেক মহা-পরিচালকের নিকট হইতে "দূষণ নিয়ন্ত্রণাধীন সনদ" সংগ্রহ করিবে।

[২]**৭খ। পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া নিয়ন্ত্রক যন্ত্রপাতি আমদানী ও বাজারজাতকরণের শর্ত।-** বিধি ৪(১) এ উল্লিখিত যন্ত্রপাতি আমদানী বা বাজারজাত করিবার পূর্বে আমদানীকারক বা, ক্ষেত্রমত, বাজারজাতকারী উক্ত যন্ত্রপাতি প্রদর্শনীর মাধ্যমে উহার কার্যকরতা প্রমাণ সাপেক্ষে মহা-পরিচালকের নিকট হইতে লিখিত অনুমোদন গ্রহণ করিবেন।

৮। পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ।- (১) পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ হইবে সংশ্লিষ্ট ছাড়পত্র ইস্যুর তারিখ হইতে সবুজ শ্রেণীর ক্ষেত্রে তিন বৎসর এবং অন্যান্য শ্রেণীর ক্ষেত্রে এক বৎসর।

(২) প্রত্যেকটি পরিবেশগত ছাড়পত্রের মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ ত্রিশ দিন পূর্বে উহা নবায়ন করিতে হইবে।

৯। আপীল।- (১) ধারা ১৪ এর অধীন যে নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা হইবে, তৎসম্পর্কে আপত্তির কারণসমূহ সংক্ষেপে ও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেকটি আপীলের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র থাকিতে হইবে, যথা ঃ-

(অ) যে নোটিশ,আদেশ বা নির্দেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইতেছে উহার একটি করিয়া প্রমাণকৃত কপি;

(আ) পরিবেশগত ছাড়পত্রের কপি (যদি থাকে);

(ই) আপীল ফি বাবদ এক হাজার টাকা জমা প্রদানের প্রমাণস্বরূপ ট্রেজারী চালান; এবং

(ঈ) আপীলের সহিত সম্পর্কযুক্ত অন্য কোন কাগজাদি ।

১০। আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসরণীয় পদ্ধতি।- (১) আপীল কর্তৃপক্ষ তাহাদের অফিসের কার্যভার এবং প্রতিপক্ষের প্রতি নোটিশ জারীর জন্য প্রয়োজনীয় সময় বিবেচনা করিয়া আপীল শুনানীর জন্য একটি দিন ধার্য করিবে।

(২) অধিদপ্তরের যে কার্যালয়ের নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা হইয়াছে, সেই কার্যালয় বরাবরে আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল শুনানীর তারিখ উল্লেখ করিয়া আপীলের কপিসহ নোটিশ প্রেরণ করিবে।

---

১ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এর ১৯ এপ্রিল ২০১৭ তারিখের ২২.০০.০০০০.০৭৪.১৮.০০১.২৪৪ সংখ্যক স্মারকের আদেশ দ্বারা পুন:নির্ধারিত।

২ বিধি ৭ক ও ৭খ এস, আর, ও নং- ৮৮-আইন/২০০৩, দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(৩) আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল নিষ্পত্তির সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় সকল কাগজ, তথ্যাদি যে কোন সময় আপীলকারী বা প্রতিপক্ষের নিকট হইতে তলব করিতে পারিবে।

১১। আপীল শুনানীকালীন পদ্ধতি।- (১) শুনানীর জন্য নির্ধারিত তারিখে, অথবা শুনানী মূলতবী হইলে পরবর্তী তারিখে আপীলের সমর্থনে আপীলকারীর বক্তব্য শ্রবণ করা হইবে।

(২) শুনানীর জন্য ধার্য তারিখে অথবা শুনানী মুলতবী হইলে পরবর্তী তারিখে আপীল শুনানীর জন্য ডাক পড়িলে যদি আপীলকারী হাজির না হয়, তাহা হইলে আপীল কর্তৃপক্ষ আপীল খারিজের আদেশ দান করিতে পারিবে।

(৩) যদি আপীলকারী হাজির হয়, কিন্তু প্রতিপক্ষ হাজির না হয় তবে একতরফাভাবে আপীলের শুনানী হইবে।

(৪) যদি উপ-বিধি (২) অনুসারে আপীল খারিজ হয়, তবে আপীলকারী উক্ত খারিজের আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ কার্যদিবসের মধ্যে পুনরায় আপীল মঞ্জুরের জন্য আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে পারিবে।

(৫) আপীল কর্তৃপক্ষ পক্ষগণ বা কোন এক পক্ষের শুনানীর পর তর্কিত নোটিশ, আদেশ বা নির্দেশ অনুমোদন, রদবদল বা বাতিল করিতে পারিবে।

(৬) আপীল কর্তৃপক্ষ তাহার সিদ্ধান্তের অনুকূলে যুক্তিযুক্ত কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং আপীলকারী কি প্রতিকার প্রাপ্য হইবেন তাহা উল্লেখ করিবে।

(৭) আপীল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের কপি যথাশীঘ্র সম্ভব আপীলকারী, অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কার্যালয় এবং মহাপরিচালক বরাবরে প্রেরণ করা হইবে।

১২। পরিবেশগত মানমাত্রা নির্ধারণ।- ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বায়ু, পানি, শব্দ এবং ঘ্রাণসহ পরিবেশের অন্যান্য উপাদানের মানমাত্রা তফসিল-- ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭ এবং ৮ এ উল্লেখিত মানমাত্রার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।

১৩। বর্জ্য নিঃসরণ ও নির্গমনের মানমাত্রা নির্ধারণ।- ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ঙ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তরল বর্জ্য নির্গমন এবং গ্যাসীয় নিঃসরণের পরিসীমা তফসিল-- ৯, ১০ ও ১১ এবং শিল্প শ্রেণীভিত্তিক বর্জ্য নিঃসরণ বা নির্গমন এর মানমাত্রা তফসিল-১২ এ উল্লেখিত মানমাত্রার ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে।

১৪। পরিবেশগত ছাড়পত্র বা ছাড়পত্র নবায়ন ফি।- এই বিধিমালার অধীন পরিবেশগত ছাড়পত্র বা ছাড়পত্র নবায়ন ফি তফসিল-১৩ অনুযায়ী প্রদেয় হইবে।

১৫। বিভিন্ন সেবা ও উহার ফি।- (১) কোন ব্যক্তি বা সংস্থার আবেদনক্রমে অধিদপ্তর কর্তৃক পানি, তরল বর্জ্য, বায়ু ও শব্দের নমুনা বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণজাত তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করা হইবে। (২) উপ-বিধি (১) এ উল্লেখিত সেবার জন্য তফসিল-১৪ এ বর্ণিত যথাযথ ফি প্রদান করিতে হইবে।

১৬। ফি প্রদানের পদ্ধতি।- এই বিধিমালার অধীন প্রদেয় বিভিন্ন মহাপরিচালকের অনুকূলে ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে "৬৫ বিবিধ আয়করমুক্ত রাজস্ব খাতে" বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা সরকারী ট্রেজারীতে জমা দিতে হইবে এবং ট্রেজারী চালান আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

১৭। বিশেষ ঘটনা অবহিতকরণ।- কোন স্থানে নির্দিষ্টকৃত মানমাত্রার অতিরিক্ত পরিবেশ দূষক নির্গত বা নিঃসৃত হইলে বা কোন দুর্ঘটনা বা অদৃষ্টপূর্ব কোন ক্রিয়া বা ঘটনার কারণে কোন কোন স্থান এইরূপ আশংকাযুক্ত হইলে সেই দূষণ ঘটনাধীন স্থান বা দূষণ আশংকাযুক্ত স্থানের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনা বা আশংকিত ঘটনার বিষয় সম্পর্কে মহাপরিচালককে অবহিত করিবে।

ফরম-১

প্রতিকার প্রার্থনার আবেদনপত্র

[বিধি ৫ (১) দ্রষ্টব্য]

মহা-পরিচালক

পরিবেশ অধিদপ্তর,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ই-১৬, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

প্রেরক

....

....

....

মহোদয়,

আমি পরিবেশ দূষণ বা পরিবেশের অবক্ষয়জনিত কারণে একজন ক্ষতিগ্রস্ত অথবা সম্ভাব্য ক্ষতির আশংকাগ্রস্ত ব্যক্তি হিসাবে, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ধারা ৮ এর উপধারা (১) এর আওতায় নিম্নবর্ণিত পরিবেশ হানি/পরিবেশ হানির আশংকা সম্পর্কে প্রতিকার প্রার্থনা করিতেছি ঃ

১। পরিবেশ দূষণ বা পরিবেশের অবক্ষয়জনিত কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বা সম্ভাব্য ক্ষতির আশংকা গ্রস্ত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম .... ।

২। ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণ।

৩। ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার স্থান।

৪। ক্ষতির/সম্ভাব্য ক্ষতির বিবরণ।

৫। ক্ষতির সময় .... ।

৬। ক্ষতি ঘটানোর সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ/প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির নাম, ঠিকানা।

৭। প্রার্থিত প্রতিকার।

তারিখ ঃ .... স্বাক্ষর ঃ ....

ফরম-২

নমুনা সংগ্রহ সম্পর্কিত অভিপ্রায় নোটিশ

[বিধি ৬ দ্রষ্টব্য]

যেহেতু আপনার শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের *** .... হইতে কঠিনবর্জ্য/ বর্জ্যপানি/গ্যাসীয় নিঃসরণ/মাটি/যে কোন দূষক বিশ্লেষণের জন্য .... তারিখ .... ঘটিকায় সংশ্লিষ্ট বর্জ্য পদার্থের নমুনা সংগ্রহ করা প্রয়োজনীয় ও আবশ্যক ;

সেহেতু নমুনা সংগ্রহের তারিখে আপনাকে/আপনার উপযুক্ত প্রতিনিধিকে শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পে উপস্থিত থাকিয়া নমুনা সংগ্রহে সহযোগিতা প্রদান এবং সংগৃহীত নমুনার পত্রে স্বাক্ষর দানের জন্য আপনাকে এতদ্‌দ্বারা অভিপ্রায় নোটিশ প্রদান করা হইল।

নমুনাসংগ্রহকারী কর্মকর্তা

নাম-

পদবী-

মেসার্স ....

....

....

*** ঃ বর্জ্যপ্রবাহ, ষ্ট্যাক, ইত্যাদি যে সূত্র হইতে নমুনাসংগ্রহ করা হইবে উহার বিবরণ।

ফরম-৩

পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদনপত্র

[বিধি ৭ (৫) দ্রষ্টব্য]

পরিচালক/উপ-পরিচালক

পরিবেশ অধিদপ্তর

ঢাকা বিভাগ/চট্টগ্রাম বিভাগ/খুলনা বিভাগ/রাজশাহী বিভাগ (বগুড়া)।

জনাব,

আমি আমার প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প অথবা বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের জন্য নিম্নে প্রদত্ত তথ্যাদিসহ কাগজপত্র জমা দিয়া পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য আবেদন করিতেছি।

১। শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের নাম ঃ

(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের অবস্থানগত ঠিকানা ঃ

(খ) অফিসের বর্তমান ঠিকানা ঃ

২। (ক) প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প ঃ

ঃ নির্মাণ শুরুর সম্ভাব্য তারিখ ঃ

ঃ নির্মাণ সমাপ্তির সম্ভাব্য তারিখ ঃ

ঃ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক উৎপাদন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকল্প চালু হইবার সম্ভাব্য তারিখ ঃ

(খ) বিদ্যমান শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প ঃ

ঃ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরুর ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকল্প চালু হইবার তারিখ ঃ

৩। উৎপন্ন দ্রব্যের নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক/বার্ষিক) ঃ

৪। (ক) কাঁচামালের নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক/বার্ষিক) ঃ

(খ) কাঁচামালের উৎস ঃ

৫। (ক) দৈনিক পানি ব্যবহারের পরিমাণ ঃ

(খ) পানির উৎস ঃ

৬। (ক) জ্বালানীর নাম ও পরিমাণ (দৈনিক/মাসিক/বার্ষিক) ঃ

	(খ) জ্বালানীর উৎস	ঃ
৭।	(ক) দৈনিক সম্ভাব্য তরল বর্জ্যের পরিমাণ	ঃ
	(খ) বর্জ্যের নির্গমণ স্থল	ঃ
	(গ) দৈনিক সম্ভাব্য নিঃসরণযোগ্য গ্যাসীয় পদার্থের পরিমাণ	ঃ
	(ঘ) গ্যাসীয় পদার্থের নির্গমণ পদ্ধতি	ঃ
৮।	দাগ, খতিয়ান উল্লেখপূর্বক মৌজা ম্যাপ	ঃ
৯।	রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/চট্রগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এর অনুমতিপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	ঃ
১০।	(ক) প্রস্তাবিত বর্জ্য পরিশোধনাগারের নকশাসহ সময়সূচী	ঃ
	(খ) বরাদ্দকৃত অর্থ	ঃ
	(গ) জায়গার পরিমাণ	ঃ
১১।	উৎপাদন প্রক্রিয়ার ফ্লো-ডায়াগ্রাম	ঃ
১২।	(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের লোকেশন ম্যাপ	ঃ
	(খ) লে-আউট প্ল্যান (বর্জ্য পরিশোধনাগারের অবস্থান নির্দেশিত)	ঃ
১৩।	(ক) আই ই ই/ই আই এ প্রতিবেদন * (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	ঃ
	(খ) পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা * (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	ঃ
১৪।	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	ঃ

উদ্যোক্তার স্বাক্ষর (সীলমোহর)

নাম ঃ
ঠিকানা ঃ
ফোন ঃ
তারিখ ঃ

-ঃ ঘোষণা ঃ-

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, আবেদনপত্রে প্রদত্ত তথ্যাদি আমার জানামতে সত্য এবং ইহাতে কোন তথ্য গোপন বা বিকৃত করা হয় নাই।

(উদ্যোক্তার নাম ও স্বাক্ষর)

* প্রস্তুতকারী এবং উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রত্যেক পৃষ্ঠায় প্রতিস্বাক্ষর থাকিতে হইবে।

[১] ফরম-৪

[বিধি ৭ক দ্রষ্টব্য]

দূষণ নিয়ন্ত্রণাধীন সনদ

(Pollution Under Control Certificate)

এতদ্‌দ্বারা প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, জনাব ....

ঠিকানা ...., এর যানবাহন নং .... এর সর্বোচ্চ ঘূর্ণন বেগের দুই-তৃতীয়াংশ বেগে নিঃসরিত গ্যাসীয় পদার্থের পরিমাপকৃত মান নিম্নরূপ, যথাঃ-

স্থিতিমাপ	একক	মানমাত্রা	পরিমাপকৃত মান
কালোধোঁয়া	**হার্টরিজ স্মোক ইউনিট (এইচ এস ইউ)**	**৬৫**	
কার্বন মনোক্সাইড	**গ্রাম/কিঃমিঃ** **শতকরা আয়তনে**	**২৪** **০৪**	
হাইড্রোকার্বন	**গ্রাম/কিঃমিঃ** **পিপিএম**	**০২** **১৮০**	
নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহ	**গ্রাম/কিঃমিঃ** **পিপিএম**	**০২** **৬০০**	

(২) এই পরিমাপকৃত মান পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এর তফসিল ৬-এ বর্ণিত মানমাত্রার উর্ধ্বে নহে।

(৩) এই সনদের মেয়াদ .... তারিখ পর্যন্ত বহাল থাকিবে।

মহা-পরিচালক/ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর

তারিখ ঃ সীল

পরিবেশ অধিদপ্তর।

---

১ ফরম-৪ এস,আর,ও ২৯-আইন/২০০২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

তফসিল-১

পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার ও অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের শ্রেণীবিভাগ

[বিধি ৭ (২) দ্রষ্টব্য]

(ক) সবুজ শ্রেণী

১। টিভি, রেডিও ইতাদি সংযোজন ও প্রস্তুত।
২। ঘড়ি প্রস্তুত ও সংযোজন।
৩। টেলিফোন সংযোজন।
৪। খেলনা প্রস্তুত ও সংযোজন (প্লাষ্টিক জাতীয় বাদে)।
৫। বই বাঁধাই।
৬। দড়ি, মাদুর ও পাটি (সূতী, পাট ও কৃত্রিম তন্তুজাত)।
৭। ফটোগ্রাফি (চলচ্চিত্র ও এক্সরে বাদে)।
৮। কৃত্রিম চামড়াজাত সামগ্রী প্রস্তুত।
৯। মোটর সাইকেল, বাইসাইকেল ও খেলনা সাইকেল সংযোজন।
১০। বৈজ্ঞানিক ও গণিত যন্ত্রপাতি সংযোজন (তৈরী বাদে)।
১১। বাদ্যযন্ত্র।
১২। খেলাধুলার সামগ্রী (প্লাষ্টিক জাতীয় বাদে)।
১৩। চা প্যাকিং (প্রসেসিং বাদে)।
১৪। গুড়ো দুধ রি-প্যাকিং (তৈরী বাদে)।
১৫। বাঁশ ও বেত সামগ্রী।
১৬। কৃত্রিম ফুল (প্লাষ্টিক বাদে)।
১৭। কলম ও বলপেন।
১৮। স্বর্ণালংকার (তৈরী বাদে) (শুধু দোকান)।
১৯। মোমবাতি।
২০। ডাক্তারি ও শল্য যন্ত্রপাতি (তৈরী বাদে)।
২১। কর্ক সামগ্রী প্রস্তুতকারী কারখানা (ধাতব জাতীয় বাদে)।
২২। লন্ড্রী (ওয়াসিং বাদে)।
[১] ২৩। সিএনজি/অটোগ্যাস ফিলিং স্টেশন।
[২] ২৪। সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (উৎপাদন ক্ষমতা ৫০ কিলোওয়াট হইতে ১ মেগাওয়াট পর্যন্ত)।
[২] ২৫। হিমাগার।
[২] ২৬। জৈবসার (Bio Fertilizer)।
[২] ২৭। বরফ কল।
[২] ২৮। এলপিজি বোটলিং প্ল্যান্ট।

---

১ ক্রমিক ২৩ এস, আর, ও নং৩৪৯- আইন/২০১৭ এর (১)(ক) বিধিবলে প্রতিস্থাপিত।
২ ক্রমিক ২৪,২৫.২৬,২৭ ও ২৮ এস, আর, ও নং৩৪৯-আইন/২০১৭ এর (১)(ক) বিধিবলে সন্নিবেশিত।

পাদটীকা ঃ

(ক) এ তালিকার বাহিরে সকল শিল্পখাতভূক্ত কুটিরশিল্প পরিবেশগত ছাড়পত্রের চাহিদার বাহিরে থাকিবে। (কুটিরশিল্প বলিতে পরিবারের সদস্যদের দ্বারা পূর্ণ বা খন্ডকালীন সময়ে উৎপাদন অথবা সেবামূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত এবং সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ সীমাবদ্ধ শিল্পসমূহ বুঝাইবে)।

(খ) বর্তমান তালিকাভূক্ত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানই আবাসিক এলাকায় অবস্থিত হইতে পারিবে না।

(গ) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থান যথাসম্ভব ঘোষিত শিল্প এলাকায় বা শিল্প সমৃদ্ধ এলাকার অথবা যথাসম্ভব ফাঁকা জায়গায় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(ঘ) বাণিজ্যিক এলাকায় অগ্রহণযোগ্য মাত্রার শব্দ, ধোঁয়া, দুর্গন্ধ সৃষ্টি সম্ভাবনাময় শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবস্থান গ্রহণযোগ্য নহে।

(খ) কমলা-ক শ্রেণী

১। গো-খামার শহরাঞ্চলে ১০ (দশ) টি বা এর নীচে এবং গ্রামে ২৫টি বা এর নীচে।
২। পোলট্রি (মুরগীর সংখ্যা শহরে ২৫০ পর্যন্ত এবং গ্রামে ১০০০ পর্যন্ত)।
৩। আটা, চাল, হলুদ-মরিচ ভাঙ্গানো, ডাল পেষা/ভাঙ্গানো (২০ অশ্বশক্তি পর্যন্ত)।
৪। বস্ত্রবুনন এবং হস্ত চালিত তাঁত।
৫। জুতা ও চামড়াজাত সামগ্রী প্রস্তুত (৫ লক্ষ টাকা মূলধন পর্যন্ত)।
৬। করাত কল/কাঠ চেরাই।
৭। কাঠ/লোহা, এ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদির আসবাবপত্র (৫ লক্ষ টাকা মূলধন পর্যন্ত)।
৮। ছাপাখানা।
৯। প্লাষ্টিক ও রাবার সামগ্রী (পিভিসি বাদে)।
১০। রেস্টুরেন্ট।
১১। কার্টুন/বক্স প্রস্তুত/প্রিন্টিং প্যাকেজিং।
১২। সিনেমা হল।
১৩। ড্রাইক্লিনিং।
১৪। কৃত্রিম চামড়াজাত সামগ্রী প্রস্তুত (৫ লক্ষ টাকা মূলধন পর্যন্ত)।
১৫। খেলাধুলার সামগ্রী।
১৬। লবন প্রস্তুত (১০ লক্ষ টাকা মূলধন পর্যন্ত)।
১৭। কৃষি যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম।
১৮। শিল্প যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম।
১৯। স্বর্ণলংকার প্রস্তুত।
২০। আলপিন, ইউপিন।
২১। চশমার ফ্রেম।
২২। চিরুনী।
২৩। কাঁসা পিতলের তৈজসপত্র, সুভ্যেনির প্রস্তুত।
২৪। বিস্কুট ও রুটি প্রস্তুতের কারখানা (৫ লক্ষ টাকা মূলধন পর্যন্ত)।
২৫। চকলেট ও লজেন্স প্রস্তুতের কারখানা (৫ লক্ষ টাকা মূলধন পর্যন্ত)।
২৬। কাঠের নৌযান তৈরী।
[১] ২৭। আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনে জেনারেটর স্থাপন (১০০ কেভিএ বা তদোর্ধে)।
[১] ২৮। এলপিজি সিলিন্ডার তৈরী।

(গ) কমলা-খ শ্রেণী

১। পিভিসি সামগ্রী।
২। কৃত্রিম তন্তু (কাঁচামাল)।

---
১ কমলা-ক শ্রেণীর ক্রমিক ২৭ ও ২৮ এস, আর, ও নং ৩৪৯- আইন/২০১৭ এর (২)(খ) বিধিবলে সন্নিবেশিত।

৩। গ্লাস ফ্যাক্টরী।
৪। জীবন রক্ষাকারী ঔষধ (শুধু ফর্মুলেশনের বেলায় প্রযোজ্য)।
৫। ভোজ্য তৈল।
৬। আলকাতরা।
৭। পাট কল।
৮। হোটেল, বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ও এ্যাপার্টমেন্ট ভবন।
৯। ঢালাই।
১০। এ্যালুমিনিয়াম সামগ্রী।
১১। আঠা (এ্যানিমেল গ্লু বাদে)।
১২। ইট/টাইলস।
১৩। চুন।
১৪। প্লাষ্টিক সামগ্রী।
১৫। বোতলজাত, খাবার পানি, কোমল কার্বনেটেড পানীয় প্রস্তুত ও বোতলজাতকরণ।
১৬। গ্যালভানাজিং।
১৭। সুগন্ধী, প্রসাধনী।
১৮। ময়দা (বড়)।
১৯। কার্বন রড।
২০। পাথর গুড়ো, কাটা, ঘষা।
২১। মাছ, মাংস, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ।
২২। ছাপার ও লেখার কালি।
২৩। পশু খাদ্য।
২৪। আইসক্রিম।
২৫। ক্লিনিক ও প্যাথলজিক্যাল ল্যাব।
২৬। মাটি, চীনে মাটির তৈজসপত্র/স্যানিটারী ওয়ার (সিরামিকস্)।
২৭। চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ।
২৮। পানি পরিশোধন প্লান্ট।
২৯। ধাতব, বাসন কোষণ/চামচ ইত্যাদি।
৩০। সোডিয়াম সিলিকেট।
৩১। দিয়াশলাই।
৩২। স্টার্চ ও গ্লুকোজ।
৩৩। গবাদি পশুর খাদ্য।
৩৪। স্বয়ংক্রিয় চালকল।
৩৫। মোটরযান সংযোজন।
৩৬। কাঠের নৌযান তৈরী।
৩৭। ফটোগ্রাফি (চলচ্চিত্র ও এক্সরে ফিল্ম তৈরী সংক্রান্ত কর্মকান্ড)।
৩৮। চা প্রসেসিং।
৩৯। গুড়ো দুধ তৈরীকরণ/কনডেন্সড মিল্ক/ ডেইরী।
৪০। রি-রোলিং।
৪১। কাঠ প্রক্রিয়াকরণ।
৪২। সাবান।
৪৩। রেফ্রিজারেটর মেরামত।
৪৪। ধাতব নৌযান মেরামত।
৪৫। ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস (১০ লক্ষ টাকা মূলধন পর্যন্ত)।
৪৬। সূতা প্রস্তুত (স্পিনিং মিল)।
৪৭। বৈদ্যুতিক কেবল।

[১] ৪৮। [***]

৪৯। টায়ার রিট্রেডিং।

৫০। মোটরযান মেরামত ওয়ার্কস (১০ লক্ষ টাকা মূলধন পর্যন্ত)।

৫১। গো-খামার ঃ শহরাঞ্চলে ১০ (দশ) টির উর্ধ্বে এবং গ্রামাঞ্চলে ২৫ (পঁচিশ) টির উর্ধ্বে।

৫২। পোলট্রি (মুরগীর সংখ্যা শহরে ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) টির এবং গ্রামাঞ্চলে ১০০০ (এক হাজার) টির উর্ধ্বে।

৫৩। আটা, চাল, হলুদ-মরিচ ভাঙ্গানো, ডালপেষা/ভাঙ্গানো ২০ অশ্বশক্তির উর্ধ্বে।

৫৪। জুতা ও চামড়াজাত সামগ্রী প্রস্তুত, ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা মূলধনের উর্ধ্বে।

৫৫। কাঠ/লোহা, এ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদির আসবাবপত্র, ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা মূলধনের উর্ধ্বে।

৫৬। কৃত্রিম চামড়াজাত সামগ্রী প্রস্তুত, ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা মূলধনের উর্ধ্বে।

৫৭। লবন প্রস্তুত, ১০ (দশ) লক্ষ টাকা মূলধনের উর্ধ্বে।

৫৮। বিস্কুট ও রুটি প্রস্তুতের কারখানা, ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা মূলধন উর্ধ্বে।

৫৯। চকলেট ও লজেন্স প্রস্তুতের কারখানা, ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা মূলধন উর্ধ্বে।

[২]৬০। [***]

৬১। বস্ত্র ওয়াশিং।

৬২। শক্তিচালিত তাঁত।

৬৩। রাস্তা নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/সম্প্রসারণ (ফিডার রোড, স্থানীয় রাস্তা)।

৬৪। সেতু নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/সম্প্রসারণ (দৈর্ঘ্য ১০০ মিটারের নিম্নে)।

৬৫। গণশৌচাগার।

৬৬। জাহাজ ভাঙ্গা।

৬৭। জি আই ওয়্যার।

৬৮। ব্যাটারী সংযোজন।

৬৯। ডেইরী এন্ড ফুড।

[৩]৭০। সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র (উৎপাদন ক্ষমতা ১ মেগাওয়াটের উর্ধ্বে)।

[৩]৭১। বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন (৫০ কিলোমিটারের উর্ধ্বে)

পাদটীকা ঃ

(ক) তালিকাভূক্ত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানই আবাসিক এলাকায় স্থাপন করা যাইবে না।

(খ) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থান যথাসম্ভব ঘোষিত শিল্প এলাকায় বা শিল্পসমৃদ্ধ এলাকায় বা যথাসম্ভব ফাঁকা জায়গায় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(গ) বাণিজ্যিক এলাকায় মানমাত্রা বহির্ভূত শব্দ, ধোয়া, দুর্গন্ধ সৃষ্টির সম্ভাবনাময় শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবস্থান গ্রহণযোগ্য নহে।

(ঘ) **লাল শ্রেণী**

১। চামড়া প্রক্রিয়াকরণ (ট্যানারী)।

২। ফরমালডিহাইড।

৩। ইউরিয়া সার।

৪। টি এস পি সার।

৫। রাসায়নিক রং, পালিশ, ভার্নিশ, এনামেল।

৬। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র।

৭। সব খনিজ প্রকল্প (কয়লা, চুনাপাথর, কঠিন শিলা, প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তৈল ইত্যাদি)।

৮। সিমেন্ট ।

৯। জ্বালানী তেল পরিশোধনাগার।

১০। কৃত্রিম রাবার।

১১। কাগজ ও মন্ড।

---

১ কমলা-খ শ্রেণীর ক্রমিক ৪৮ এ হিমাগার ছিল এস, আর, ও নং৩৪৯- আইন/২০১৭ এর (৩)(গ) বিধিবলে বিলুপ্ত হয়।

২ কমলা-খ শ্রেণীর ক্রমিক ৬০ এস,আর, ও নম্বর ২৩৭-আইন/২০০৭ দ্বারা বিলুপ্ত।

৩ কমলা-খ শ্রেণীর ক্রমিক ৭০ ও ৭১ এস, আর, ও নং ৩৪৯- আইন/২০১৭ এর (৪)(গ) বিধিবলে সন্নিবেশিত হয়েছে।

১২। চিনি।
১৩। ডিষ্টিলারী।
১৪। কাপড় রং ও রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ।
১৫। কষ্টিক সোডা, পটাশ।
১৬। অন্যান্য ক্ষার।
১৭। লোহা ও ইস্পাত প্রস্তুত।
১৮। ঔষুধের কাঁচামাল ও মৌলিক ঔষধ।
১৯। ইলেকট্রোপ্লেটিং।
২০। ফটোফিল্মস, কাগজ ও ফটো রাসায়নিক।
২১। পেট্রোলিয়াম ও কয়লা থেকে বিভিন্ন সামগ্রী প্রস্তুত।
২২। বিস্ফোরক।
২৩। এসিড এবং ইহাদের লবণ (জৈব ও অজৈব)।
২৪। নাইট্রোজেন যৌগ (সায়ানাইড, সায়ানামাইড ইত্যাদি)।
২৫। প্লাষ্টিক কাঁচামাল উৎপাদন (পিভিসি, পিপি/লৌহ, পলিষ্টারিণ ইত্যাদি)।
২৬। এ্যাসবেসটস।
২৭। ফাইবার গ্লাস।
২৮। কীটনাশক, ছত্রাক নাশক, আগাছা নাশক।
২৯। ফসফরাস ও এর যৌগ।
৩০। ক্লোরিন, ফ্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন এবং ইহাদের যৌগ।
৩১। শিল্প (নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাদে)।
৩২। বর্জ্য ইনসিনারেটর।
৩৩। অন্যান্য রাসায়নিক।
৩৪। সমরাস্ত্র।
৩৫। পারমানবিক শক্তি।
৩৬। মদ।
৩৭। অন্যত্র উল্লেখিত নয় এমন অধাতব রাসায়নিক।
৩৮। অন্যত্র উল্লেখিত নয় এমন ধাতব।
৩৯। শিল্প নগরী।
৪০। মৌলিক শিল্প রাসায়নিক।
৪১। লোহা সম্পর্কিত নয় এমন মৌলিক ধাতব।
৪২। ডিটারজেন্ট।
৪৩। শিল্প/গৃহস্থলী/বাণিজ্যিক বর্জ্য দ্বারা মাটি ভরাট।
৪৪। পয়ঃ বর্জ্য পরিশোধন প্লান্ট।
৪৫। জীবন রক্ষাকারী ঔষধ।
৪৬। এ্যানিমেল গ্লাস।
৪৭। ইঁদুরনাশক।
৪৮। রিফ্যাক্টরিজ।
৪৯। শিল্প গ্যাস (অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড)।
৫০। ব্যাটারী।
৫১। হাসপাতাল।
৫২। জাহাজ নির্মাণ।
৫৩। তামাক (প্রক্রিয়াজাতকরণ/সিগারেট/বিড়ি প্রস্তুত)।
৫৪। ধাতব নৌযান তৈরী।
৫৫। কাঠের নৌযান তৈরী।
৫৬। রেফ্রিজারেটর/এয়ারকন্ডিশনার/এয়ারকুলার প্রস্তুত।

৫৭। টায়ার ও টিউব।
৫৮। বোর্ড মিল।
৫৯। কার্পেট।
৬০। ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস ঃ ১০ (দশ) লক্ষ টাকা মূলধনের উর্ধ্বে।
৬১। মোটরযান মেরামত ওয়ার্কস ঃ ১০ (দশ) লক্ষ টাকা মূলধনের উর্ধ্বে।
৬২। পানির পরিশোধন প্লান্ট।
৬৩। সূয়ারেজ পাইপলাইন স্থাপন/প্রতিস্থাপন/সম্প্রসারণ।
৬৪। পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস বিতরণ লাইন স্থাপন/প্রতিস্থাপন/সম্প্রসারণ।
৬৫। খনিজ সম্পদের অনুসন্ধাণ/উত্তোলন/বিতরণ।
৬৬। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, পোল্ডার, ডাইক ইত্যাদি নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/সম্প্রসারণ।
৬৭। রাস্তা নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/সম্প্রসারণ (আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক)।
৬৮। সেতু নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/সম্প্রসারণ (দৈর্ঘ্য ১০০ মিটার বা তদুর্ধ্বে)।
৬৯। মিউরেট অব পটাশ (ম্যানুফ্যাকচারিং)।
[১] ৭০। কেন্দ্রীয় শিল্প বর্জ্য পরিশোধনাগার (CETP)
[১] ৭১। এনএলজি টার্মিনাল/পেট্রোকেমিক্যাল প্ল্যান্ট।
[১] ৭২। তেল ও গ্যাস সেপারেশন,প্রক্রিয়াজাতকরণ/রিফাইনারিসহ হ্যান্ডিলিং ও স্টোরেজ ফ্যাসিলিটি নির্মাণ

পাদটীকা ঃ

(ক) তালিকাভূক্ত কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানই আবাসিক এলাকায় স্থাপিত হইতে পারিবে না।

(খ) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অবস্থান যথাসম্ভব ঘোষিত শিল্প এলাকায় বা শিল্প সমৃদ্ধ এলাকায় অথবা যথাসম্ভব ফাঁকা জায়গায় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(গ) বাণিজ্যিক এলাকায় মানমাত্রার বহির্ভূত শব্দ, ধোঁয়া, দুর্গন্ধ সৃষ্টির সম্ভাবনাময় শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবস্থান গ্রহণযোগ্য নহে।

(ঘ) প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা (আই ই ই) এর উপর ভিত্তি করিয়া অবস্থানগত ছাড়পত্র গ্রহণের পর, অনুমোদিত কার্যপরিধি মোতাবেক পরবর্তীতে নির্ধারিত সময়ে পরিবেশগত প্রভাব নিরুপণ (ই আই এ) প্রতিবেদন, ই টি পির নকশাসহ সময়সূচী পেশ করিতে হইবে।

---

[১] লাল শ্রেণীর ক্রমিক ৭০,৭১ ও ৭২ এস, আর, ও নং৩৪৯-আইন/২০১৭ এর (৫)(ঘ) বিধিবলে সন্নিবেশিত হয়েছে।

[১]তফসিল-২

বায়ুর মানমাত্রা (Air Quality Standards)*
[বিধি ১২ দ্রষ্টব্য]

বায়ু দূষণ	মানমাত্রা	গড় সময়
১	২	৩
কার্বন মনোক্সাইড	১০ মিলিগ্রাম/ঘনমিটার (৯ পিপিএম) [ক]	৮ ঘন্টা
	৪০ মিলি গ্রাম/ঘনমিটার (৩৫ পিপিএম) [ক]	১ ঘন্টা
লেড	০.৫ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার	বার্ষিক
নাইট্রোজেনের অক্সাইড	১০০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার(০.০৫৩ পিপিএম)	বার্ষিক
প্রলম্বিত বস্তুকণা (এস পি এম)	২০০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার	৮ ঘন্টা
বস্তুকণা ১০	৫০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার [খ]	বার্ষিক
	১৫০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার [গ]	২৪ ঘন্টা
বস্তুকণা ২.৫	১৫ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার	বার্ষিক
	৬৫ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার	২৪ ঘন্টা
ওজোন	২৩৫ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার (০.১২ পিপিএম) [ঘ]	১ ঘন্টা
	১৫৭ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার (০.০৮ পিপিএম)	৮ ঘন্টা
সালফার ডাই অক্সাইড	৮০ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার (০.০৩ পিপিএম)	বার্ষিক
	৩৬৫ মাইক্রোগ্রাম/ঘনমিটার (০.১৪ পিপিএম) [ক]	২৪ ঘন্টা

শব্দ সংক্ষেপ ঃ

পিপিএম ঃ পার্টস পার মিলিয়ন।

নোট ঃ * এই তফসিলে বায়ুর মানমাত্রা বলিতে পরিবেষ্টক বায়ুর মানমাত্রা (Air Quality Standards) কে বুঝাইবে।

(ক) প্রতি বৎসরে একবারের বেশী অতিক্রম করিবে না।

(খ) বার্ষিক গড় মান ৫০ মাইক্রোগ্রাম/মি^{৩} হইতে কম বা উহার সমান হইতে পারিবে।

(গ) ২৪ ঘন্টার গড় মান বৎসরে ১ (এক) দিন ১৫০ মাইক্রোগ্রাম/মি^{৩} হইতে কম বা উহার সমান হইতে পারিবে।

(ঘ) প্রতি ঘন্টার সর্বোচ্চ গড় মান বৎসরে ১ (এক) দিন ০.১২ পিপিএম হইতে কম বা উহার সমান হইতে পারিবে।

---

১ তফসিল -২ এস, আর, ও নং ২২০-আইন/২০০৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

তফসিল-৩

পানির মানমাত্রা

[বিধি ১২ দ্রষ্টব্য]

(ক) অভ্যন্তরীণ ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির মানমাত্রা

সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা ভিত্তিক শ্রেণী		স্থিতিমাপ			
		pH	বিওডি (মিঃগ্রাঃ/লিঃ)	ডিও (মিঃগ্রাঃ/লিঃ)	সার্বিক কলিফর্ম জীবাণু সংখ্যা/১০০ মিঃলিঃ
ক।	কেবল জীবাণুমুক্ত করণের মাধ্যমে সরবরাহের জন্য সুপেয় পানির উৎস	৬.৫ - ৮.৫	২ বা তাহার নিম্নে	৬ বা তদুর্ধ্ব	৫০ বা তাহার নিম্নে
খ।	বিনোদনমূলক কার্যে ব্যবহার্য পানি	৬.৫ - ৮.৫	৩ বা তাহার নিম্নে	৫ বা তদুর্ধ্ব	২০০ বা তাহার নিম্নে
গ।	প্রচলিত প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে সরবরাহের জন্য সুপেয় পানির উৎস	৬.৫ - ৮.৫	৩ বা তাহার নিম্নে	৬ বা তদুর্ধ্ব	৫০০০ বা তাহার নিম্নে
ঘ।	মৎস চাষে ব্যবহার্য পানি	৬.৫ - ৮.৫	৬ বা তাহার নিম্নে	৫ বা তদুর্ধ্ব	৫০০০ বা তাহার নিম্নে
ঙ।	বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও শীতলকরণসহ শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহার্য পানি	৬.৫ - ৮.৫	১০ বা তাহার নিম্নে	৫ বা তদুর্ধ্ব	
চ।	সেচকার্যে ব্যবহার্য পানি	৬.৫ - ৮.৫	১০ বা তাহার নিম্নে	৫ বা তদুর্ধ্ব	১০০০ বা তাহার নিম্নে

নোট ঃ ১। মৎস্য চাষে ব্যবহার্য পানিতে মৌল নাইট্রোজেন হিসাবে এমোনিয়ার সর্বোচ্চ উপস্থিতি ১.২ মিঃগ্রাঃ/লিঃ।

২। সেচকার্যে ব্যবহার্য পানির তড়িৎ পরিবাহিতা ২২৫০ μmho/cm (২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস উষ্ণতায়); সোডিয়াম ২৬%- এর নিম্নে; বোরণ ০.২ % - এর নিম্নে।

(খ) সুপেয় পানির মানমাত্রা

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	মানমাত্রা
১	২	৩	৪
১।	এলুমিনিয়াম	mg/l	০.২
২।	এমোনিয়া (NH_3)	”	০.৫
৩।	আর্সেনিক	”	০.০৫
৪।	বেলিয়াম	”	০.০১
৫।	বেনজিন	”	০.০১
৬।	বিওডি$_5$ ২০°C	”	০.২
৭।	বোরণ	”	১.০
৮।	ক্যাডমিয়াম	”	০.০০৫
৯।	ক্যালসিয়াম	”	৭৫
১০।	ক্লোরাইড	”	১৫০--৬০০ *
১১।	ক্লোরিনেটেড এল কেন্স		
	কার্বনটেট্রা ক্লেরাইড	”	০.০১
	১.১ ডাইক্লোরোইথিলিন	”	০.০০১
	১.২ ডাইক্লোরোইথিলিন	”	০.০৩
	টেট্রোক্লোরোইথিলিন	”	০.০৩
	ট্রাইক্লোরোথিলিন	”	০.০৯
১২।	ক্লোরিনেটেড লিনোলস্		
	পেন্টাক্লোরোফেনোল	”	০.০৩
	২.৪.৬ ট্রাইক্লোরোফিনোল	”	০.০৩
১৩।	ক্লোরিণ (রেসিডুয়াল)	”	০.২
১৪।	ক্লোরোফর্ম	”	০.০৯
১৫।	ক্রোমিয়াম (ষড়যোজী)	”	০.০৫
১৬।	ক্রোমিয়াম (সার্বিক)	”	০.০৫
১৭।	সিওডি	”	৪
১৮।	কলিফর্ম (ফিকাল)	n/100 ml	০
১৯।	কলিফর্ম (সার্বিক)	n/100 ml	০

* সমুদ্র উপকূল এলাকায় ১০০০

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	মানমাত্রা
১	২	৩	৪
২০।	বর্ণ	হেজন একক	১৫
২১।	কপার	mg/l	১
২২।	সায়ানাইড	”	০.১
২৩।	ডিটারজেন্টস্	”	০.২
২৪।	ডিও	”	৬
২৫।	ফ্লুরাইড	”	১
২৬।	খরতা (C_aCO_3 হিসেবে)	mg/l	২০০ - ৫০০
২৭।	লৌহ	”	০.৩ - ১.০
২৮।	শিয়েলডাল নাইট্রোজেন (সার্বিক)	”	১
২৯।	লেড	”	০.০৫
৩০।	ম্যাগনেসিয়াম	”	৩০ - ৩৫
৩১।	ম্যাঙ্গানিজ	”	০.১
৩২।	মার্কারী	”	.০০১
৩৩।	নিকেল	”	০.১
৩৪।	নাইট্রেট	”	১০
৩৫।	নাইট্রাইট	”	<১
৩৬।	গন্ধ	”	গন্ধহীন
৩৭।	তেল ও গ্রীজ	”	০.০১
৩৮।	pH	”	৬.৫ - ৮.৫
৩৯।	ফিনোল যৌগাদি	”	০.০০২
৪০।	ফসফেট	”	৬
৪১।	ফসফোরাস	”	০
৪২।	পটাশিয়াম	”	১২
৪৩।	তেজস্ক্রীয় বস্তুসমূহ সার্বিক আলফা বিকীরণ	Bq/l	০.০১
৪৪।	সার্বিক বিটা বিকিরণ	”	০.১
৪৫।	সিলোনিয়াম	mg/l	০.০১

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	মানমাত্রা
১	২	৩	৪
৪৬।	সিলভার	”	০.০২
৪৭।	সোডিয়াম	”	২০০
৪৮।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা	”	১০
৪৯।	সালফাইড	mg/1	০
৫০।	সালফেট	”	৪০০
৫১।	সার্বিক দ্রবীভূত দ্রব্য	”	১০০০
৫২।	উষ্ণতা	0c	২০ - ৩০
৫৩।	টিন	mg/1	২
৫৪।	টারবিডিটি	জেটিইউ	১০
৫৫।	জিংক	mg/l	৫

তফসিল-৪

শব্দের মানমাত্রা

[বিধি ১২ দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	এলাকার শ্রেণী	dBa এককে	ধার্যকৃত সীমা
		দিবা	রাত্রি
ক.	নীরব এলাকা	৪৫	৩৫
খ.	আবাসিক এলাকা	৫০	৪০
গ.	মিশ্র এলাকা (মূখ্যত আবাসিক এবং বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকা হিসাবে একত্রে ব্যবহৃত এলাকাসমূহ)	৬০	৫০
ঘ.	বাণিজ্যিক এলাকা	৭০	৬০
ঙ.	শিল্প এলাকা	৭৫	৭০

নোট ঃ

১। ভোর ৬টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত ব্যাপ্ত সময় দিবাকালীন সময় হিসাবে চিহ্নিত।

২। রাত্রি ৯টা হইতে ভোর ৬টা পর্যন্ত ব্যাপ্ত সময় রাত্রিকালীন সময় হিসাবে চিহ্নিত।

৩। হাসপাতাল বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা সরকার কর্তৃক চিহ্নিত/চিহ্নিতব্য/বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠান/ স্থাপনা হইতে ১০০ মিটার ব্যাসার্ধ পর্যন্ত এলাকা নীরব এলাকা হিসাবে চিহ্নিত। নীরব এলাকায় যানবাহনের হর্ণ বা অন্য প্রকার সংকেত ধ্বনি এবং লাউডস্পীকারের ব্যবহার নিষিদ্ধ।

তফসিল-৫

মোটরযান বা যান্ত্রিক নৌযানজনিত শব্দের মানমাত্রা
[বিধি ১২ দ্রষ্টব্য]

যানবাহনের শ্রেণী	একক	মানমাত্রা	মন্তব্য
* মোটরযান (সকল প্রকার)	dBa	৮৫	নির্গমন নল হইতে ৭.৫ মিটার দূরত্বে পরিমাপকৃত।
		১০০	নির্গমন নল হইতে ০.৫ মিটার দূরত্বে পরিমাপকৃত।
যান্ত্রিক নৌযান	dBa	৮৫	স্থির অবস্থায় ভারশুণ্য সর্ব্বোচ্চ ঘূর্ণন বেগের দুই-তৃতীয়াংশে নৌযান হইতে ৭.৫ মিটার দূরত্বে পরিমাপকৃত।
		১০০	একই অবস্থায় ০.৫ মিটার দূরত্বে পরিমাপকৃত।

* পরিমাপকালে মোটরযানটি স্থির অবস্থায় থাকিবে এবং ইহার ইঞ্জিনের শর্তাদি নিম্নরূপ হইবে ঃ

(ক) ডিজেল ইঞ্জিন - সর্বোচ্চ ঘূর্ণনবেগ
(খ) গ্যাসোলিনচালিত ইঞ্জিন - সর্বোচ্চ ঘূর্ণনবেগের দুই-তৃতীয়াংশে ভারশূন্য ত্বরণ
(গ) মোটর সাইকেল - সর্বোচ্চ ঘূর্ণনবেগ ৫০০০ rpm এর অধিক হইলে উহার দুই-তৃতীয়াংশ এবং সর্বোচ্চ ঘূর্ণনবেগ ৫০০০ rpm এর নিম্নে হইলে উহার তিন-চতুর্থাংশ।

[১] তফসিল-৬

[বিধি ৪ এবং ১২ দ্রষ্টব্য]

অংশ-ক

(রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদনের সময় ডিজেল ইঞ্জিনচালিত মোটরযানের নিঃসরণ মানমাত্রা)

বাংলাদেশ-১ (টেবিল-১)

মোটরযানের ধরণ	নিঃসরণ মানমাত্রা (গ্রাম/কি.মি.)			পরীক্ষণ পদ্ধতি
	কার্বন মনো অক্সাইড	হাইড্রোকার্বন + নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ	বস্তুকণা	
১	২	৩	৪	৫
হালকা (চালক ব্যতীত ৮ আসনের বেশী নয় এবং সর্বোচ্চ ওজন ২.৫ টন পর্যন্ত				
নতুন টাইপ এপ্রোভাল (টি এ)	২.৭২	০.৯৭	.১৪	
কনফরমিটি অফ প্রোডাকশন (সিওপি)	৩.১৬	১.১৩	০.১৮	৯১/৪৪১/ইইসি
আমদানীতব্য ব্যবহৃত	৩.১৬	১.১৩	০.১৮	
মাঝারি (চালক ব্যতীত ৮ আসনের বেশী কিন্তু ১৫ আসনের বেশী নয় এবং সর্বোচ্চ ওজন ২.৫ টনের অধিক কিন্তু ৩.৫ টন পর্যন্ত)				
নতুন টিএ	৬.৯	১.৭	০.২৫	৯৩/৫৯/ইসি
সিওপি	৮.০	২.০	০.২৯	
আমদানীতব্য ব্যবহৃত	৮.০	২.০	০.২৯	

১ তফসিল -৬ এস, আর, ও নং ২২০-আইন/২০০৫ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

বাংলাদেশ-১ (টেবিল–২)

মোটরযানের ধরণ	নিঃসরণ মানমাত্রা (গ্রাম/কিলোওয়াট-ঘন্টা)				পরীক্ষণ পদ্ধতি
	কার্বন মনো অক্সাইড	হাইড্রোকার্বন	নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ	বস্তুকণা*	
১	২	৩		৪	৫
ভারী (চালক ব্যতীত ১৫ আসনের বেশী এবং ওজন ৩.৫ টনের অধিক)					
নতুন (টি এ)	৪.৫	১.১	৮.০	০.৩৬	৯১/৫৪২/ইইসি এবং ইসিই আর ৪৯.০২
নতুন সিওপি	৪.৯	১.২৩	৯.০	০.৪০	
আমদানীতব্য ব্যবহৃত	৪.৯	১.২৩	৯.০	০.৪০	

*৮৫ কিলোওয়াট অথবা উহা হইতে কম শক্তির ডিজেলচালিত ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে এই মাত্রা ১.৭ গুন হারে বৃদ্ধি পাইবে।

শব্দ সংক্ষেপ ঃ

কি মি	ঃ	কিলোমিটার
ইসি	ঃ	ইউরোপিয়ান কাউন্সিল
টিএ	ঃ	টাইপ এপ্রোভাল
সিওপি	ঃ	কনফরমিটি অফ প্রোডাকশন
ইইসি	ঃ	ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কমুনিটি
ইসিই	ঃ	ইকোনমিক কমিশন ফর ইউরোপ

অংশ-খ

(রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদনের সময় পেট্রোল ও গ্যাস ইঞ্জিনচালিত মোটরযানের নিঃসরণ মানমাত্রা)

বাংলাদেশ-২ (টেবিল-১)

মোটরযানের ধরণ	নিঃসরণ মানমাত্রা (গ্রাম/কি.মি.)		বাষ্পজনিত নিঃসরন (গ্রাম/টেস্ট)	পরীক্ষণ পদ্ধতি
	কার্বন মনোঅক্সাইড	হাইড্রোকার্বন + নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ		
১	২	৩	৪	৫
(দুই ও তিন চাকাবিশিষ্ট) চার স্টোক	৪.৫	৩.০	-	ইসিই- ৪০
হালকা (চালক ব্যতীত ৮ আসনের বেশী নয় এবং সর্বোচ্চ ওজন ২.৫ টন পর্যন্ত)	২.২	০.৫	২.০	৯৪/১২/ইসি
মাঝারী (চালক ব্যতীত ৮ আসনের বেশী কিন্তু ১৫ আসনের বেশী নয় এবং সর্বোচ্চ ওজন ২.৫ টনের অধিক কিন্তু ৩.৫ টন পর্যন্ত)	৫.০	০.৭	২.০	৯৬/৬৯/ইসি

বাংলাদেশ-২ (টেবিল-২)

মোটরযানের ধরণ	নিঃসরণ মানমাত্রা (গ্রাম/কিলোওয়াট-ঘন্টা)			বাষ্পজনিত নিঃসরণ (গ্রাম/টেস্ট)	পরীক্ষণ পদ্ধতি
	কার্বন মনো অক্সাইড	হাইড্রোকার্বন/ নন-মিথেন হাইড্রোকার্বন*	নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ		
ভারী (চালক ব্যতীত ১৫ আসনের বেশী এবং ওজন ৩.৫ টনের অধিক)					৯১/৫৪২ ইইসি এবং ইসিই আর ৪৯.০২ এবং *১৩-মুড টেস্ট সাইকেল
নতুন টিএ (পেট্রোল/সিএনজি)	৪.৫	১.১	৮.০	২.০	
নতুন সিওপি(পেট্রোল/সিএনজি)	৪.৯	১.২৩	৯.০	২.০	
আমদানীতব্য ব্যবহৃত(পেট্রোল/ সিএনজি)	৪.৯	১.২৩	৯.০	২.০	

*সিএনজিচালিত মোটরযানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

শব্দ সংক্ষেপ ঃ

কি মি ঃ কিলোমিটার
ইসি ঃ ইউরোপিয়ান কাউন্সিল
টিএ ঃ টাইপ এপ্রোভাল
সিওপি ঃ কনফরমিটি অফ প্রোডাকশন
ইইসি ঃ ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কমুনিটি
ইসিই ঃ ইকোনমিক কমিশন ফর ইউরোপ
সিএনজি ঃ কমপ্রেস্‌ড ন্যাচারাল গ্যাস

অংশ-গ

(রেজিস্ট্রেশনের প্রাক্কালে অংশ-ক এবং অংশ-খ তে উল্লিখিত মানমাত্রা পরিমাণের পরীক্ষণ পদ্ধতি)

মোটরযানের ধরণ	স্থিতি মাপ	নিঃসরণ মানমাত্রা
১	২	৩
অন্যূন তিন চাকাবিশিষ্ট পেট্রোল ও সিএনজিচালিত যান	আইডল (Idle) কার্বন মনোক্সাইড আইডল (Idle) হাইড্রোকার্বন	০.৫% আয়তন/আয়তন ১২০০ পিপিএম
	বোঝাবিহীন (No Load)– ২৫০০ থেকে ৩০০০ আরপিএম কার্বন মনোক্সাইড হাইড্রোকার্বন ল্যামডা	০.৩% আয়তন/আয়তন ৩০০ পিপিএম ১ ± ০.০৩
	ভিজুয়াল পরীক্ষা	নির্গমন পথে যুক্ত থ্রিওয়ে-ক্যাটালাইটিক কনভার্টার
ডিজেল ন্যাচারালি অ্যাসপিরেটেড	ফ্রি অ্যাক্সিলারেশন স্মোক (Free Acceleration smoke)	১.২ মি.$^{-১}$ ধোঁয়ার ঘনত্ব (৪০ এইচএসইউ)
ডিজেল টার্বোচার্জড	ফ্রি অ্যাক্সিলারেশন স্মোক (Free Acceleration smoke)	২.২ মি. $^{-১}$ ধোঁয়ার ঘনত্ব (৬১ এইচএসইউ)

শব্দ সংক্ষেপ ঃ

পিপিএম ঃ পার্টস পার মিলিয়ন
আরপিএম ঃ রিভোলিউশন পার মিনিট
মি.$^{-১}$ ঃ মিটার$^{-১}$
এইচএসইউ ঃ হার্টরিজ স্মোক ইউনিট

অংশ- ঘ

[১ লা সেপ্টেম্বর, ২০০৪ এর পূর্বে রেজিস্ট্রেশনকৃত ডিজেলচালিত মোটরযান (In-use desel driven vehicles) এর নিঃসরণ মানমাত্রা]

মোটরযানের ধরণ	পরীক্ষা	স্মোক অপাসিটি (Smoke opacity)		
		কার্যকর ১ সেপ্টেম্বর, ২০০৪ ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৬	কার্যকর ১ জানুয়ারি, ২০০৭ ৩১ ডিসেম্বর, ২০০৮	কার্যকর ১ জানুয়ারি, ২০০৯
বাস	ফ্রি অ্যাক্সিলারেশন (Free Acceleration)	৮০এইচএসইউ অথবা ৩.৭ মি. $^{-১}$	৭০ এইচএসইউ অথবা ২.৮ মি. $^{-১}$	৬৫ এইচএসইউ অথবা ২.৪ মি. $^{-১}$
ট্রাক এবং অন্যান্য ডিজেলচালিত যান	ফ্রি অ্যাক্সিলারেশন (Free Acceleration)	৯০ এইচএসইউ অথবা ৫.৩ মি. $^{-১}$	৮০ এইচএসইউ অথবা ৩.৭ মি. $^{-১}$	৬৫ এইচএসইউ অথবা ২.৪ মি. $^{-১}$

অংশ-ঙ

(১লা সেপ্টেম্বর, ২০০৪ এর পূর্বে রেজিস্ট্রেশনকৃত পেট্রোল এবং সিএনজিচালিত মোটরযান এর নিঃসরণ মানমাত্রা)

মোটরযানের ধরণ	পরীক্ষা	কার্বন মনোক্সাইড (% আয়তন)	হাইড্রোকার্বন (পিপিএম)
১	২	৩	৪
চার চাকাবিশিষ্ট পেট্রোলচালিত যান	আইডল স্পীড (Idle speed)	৪.৫	১,২০০
সিএনজিচালিত সকল যান	আইডল স্পীড (Idle speed)	৩.০	-
পেট্রোলচালিত দুই স্ট্রোকবিশিষ্ট ২ এবং ৩ চাকার যান	আইডল স্পীড (Idle speed)	৭.০	১২,০০০
পেট্রোলচালিত দুই স্ট্রোকবিশিষ্ট ২ এবং ৩ চাকার যান	আইডল স্পীড (Idle speed)	৭.০	৩,০০০

নোট ঃ আইডল স্পীড (Idle speed) আরপিএম প্রস্তুতকারক কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

অংশ-চ

(১লা সেপ্টেম্বর, ২০০৪ এর পর রেজিস্ট্রেশনকৃত মোটরযানের নিঃসরণ মানমাত্রা)

মোটরযানের ধরণ	পরীক্ষা	কার্বন মনোঅক্সাইড (% আয়তন)	হাইড্রোকার্বন (পিপিএম)	ল্যামডা (λ)	ধোঁয়া
১	২	৩	৪	৫	৬
চার চাকা বিশিষ্ট পেট্রোল ও সিএনজি চালিত যান	আইডল স্পীড (Idle speed)	১.০	১২০০	-	-
	বোঝাবিহীন (No-Load) ২৫০০ থেকে ৩০০০ আরপিএম	০.৫	৩০০	১.০± ০.০৩	-
দুই ও তিন চাকা বিশিষ্ট চার স্ট্রোক পেট্রোলচালিত যান	আইডল স্পীড (Idle speed)	৪.৫	১২০০	-	-
তিন চাকা বিশিষ্ট সিএনজি চালিত যান	আইডল স্পীড (Idle speed)	৩.০	-	-	-
ন্যাচারালি অ্যাসপিরেটেড ডিজেল চালিত যান	ফ্রি অ্যাক্সিলারেশন (Free Acceleration)	-	-	-	৬৫ এইচএসইউ বা ২.৪ মি.$^{-১}$
টার্বোচার্জযুক্ত ডিজেল চালিত যান	ফ্রি অ্যাক্সিলারেশন (Free Acceleration)	-	-	-	৭২ এইচএসইউ বা ৩.০ মি.$^{-১}$

নোট ঃ আইডল স্পিড (Idle Speed) আরপিএম প্রস্তুতকারক কর্তৃক নির্ধারিত হইবে"।

তফসিল-৭

যান্ত্রিক নৌযানজনিত নিঃসরণ মানমাত্রা

[বিধি ৪ এবং ১২ দ্রষ্টব্য]

স্থিতিমাপ	একক	মানমাত্রা
কালো ধোঁয়া *	হার্টরিজ স্মোক ইউনিট (এইচ এস ইউ)	৬৫

* সর্বোচ্চ ঘূর্ণনবেগের দুই-তৃতীয়াংশ বেগে পরিমাপকৃত

তফসিল-৮

ঘ্রাণ মানমাত্রা
[বিধি ১২ দ্রষ্টব্য]

স্থিতিমাপ	একক	মানমাত্রা
এসিটালডিহাইড	পিপিএম	০.৫ - ৫
এমোনিয়া	”	১ - ৫
হাইড্রোজেন সালফাইড	”	০.০২ - ০.২
মিথাইল ডাইসালফাইড	”	০.০০৯ - ০.১
মিথাইল মারক্যাপটান	”	০.০২ - ০.২
মিথাইল সালফাইড	”	০.০১ - ০.২
স্টাইরিন	”	০.৪ - ২.০
ট্রাইমিথাইলএমিন	”	০.০০৫ - ০.০৭

নোট ঃ

(১) যে কোন নির্গমন/নিঃসরণ নল ৫ মিটারের অধিক উচ্চতা সম্পন্ন তাহাদের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে যে নিয়ন্ত্রণমান প্রয়োগ করা হইবে তাহা নিম্নরূপ ঃ

Q = ০.১০৮ x He^2Cm (যেখানে Q = গ্যাস নিঃসরণের হার Nm^3/ঘন্টা)

He = নিঃসরণ নলের উচ্চতা (m)

Cm = উপরোক্ত বর্ণিত মানমাত্রা (পিপিএম)

(২) যে সকল বিশেষ স্থিতিমাপ মানমাত্রার পরিসীমা উল্লেখ করা হইয়াছে সেই সকল ক্ষেত্রে সতর্কীকরণের জন্য নিম্নতর মানমাত্রা এবং মামলা প্রক্রিয়াকরণ বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উচ্চতর মানমাত্রা ব্যবহার করা হইবে ।

তফসিল - ৯ পয়ঃনির্গমন মানমাত্রা

[বিধি ১৩ দ্রষ্টব্য]

স্থিতিমাপ	একক	মানমাত্রা
বিওডি	মিলিগ্রাম/লিঃ	৪০
নাইট্রেড	”	২৫০
ফসফেট	”	৩৫
প্রলম্বিত কঠিনবস্তু (এসএস)	”	১০০
উষ্ণতা	ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড	৩০
কলিফর্ম	প্রতি ১০০ ml এ সংখ্যা	১০০০

নোট ঃ

(১) এই মানমাত্রা ভূপৃষ্ঠস্থ পানি/অভ্যন্তরীণ পানি প্রবাহে নিক্ষেপনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(২) চূড়ান্ত নিক্ষেপণের পূর্বে পয়ঃনির্গমনকে কেদ্বারিন দ্বারা পরিশোধিত করিতে হইবে।

তফসিল-১০

শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের বর্জ্য নির্গমনের মানমাত্রা

[বিধি ১৩ দ্রষ্টব্যৎ]

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	একক	মানমাত্রা নির্গমনের স্থান		
			অভ্যন্তরীণ ভূপৃষ্ঠস্থ পানি	গণপয়ঃপদ্ধতি দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রক্রিয়াকরণ	সেচভূমি
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	এমোনিয়াকেল নাইট্রোজেন (মৌল N হিসাবে)	mg/l	৫০	৭৫	৭৫
২।	এমোনিয়া (মুক্ত এমোনিয়া হিসাবে)	”	৫	৫	১৫
৩।	আর্সেনিক (As হিসাবে)	”	০.২	০.০৫	০.২
৪।	বিওডি$_5$20 °C	”	৫০	২৫০	১০০
৫।	বোরণ	”	২	২	২
৬।	ক্যাডমিয়াম (Cd হিসাবে)	”	০.০৫	০.৫	০.৫
৭।	ক্লোরাইড	”	৬০০	৬০০	৬০০
৮।	ক্রোমিয়াম (সম্পূর্ণ Cr হিসাবে)	”	০.৫	১.০	১.০
৯।	সিওডি	”	২০০	৪০০	৪০০
১০।	ক্রোমিয়াম (ষড়যোজী Cr হিসাবে)	”	০.১	১.০	১.০
১১।	তাম্র (Cu হিসাবে)	”	০.৫	৩.০	৩.০
১২।	দ্রবীভূত অক্সিজেন (D.O)	”	৪.৫ - ৮	৪.৫ - ৮	৪.৫-৮
১৩।	তড়িৎ পরিবাহিতা (EC) Mmho/Cm	mg/l	১২০০	১২০০	১২০০

১৪।	সার্বিক দ্রবীভূত কঠিন দ্রব্য	”	২,১০০	২,১০০	২,১০০
১৫।	ফ্লোরাইড (F হিসাবে)	”	২	১৫	১০
১৬।	সালফাইড (S হিসাবে)	mg/l	১	২	২
১৭।	আয়রণ (Fe হিসাবে)	”	২	২	২
১৮।	সার্বিক কেলডল নাইট্রোজেন (N হিসাবে)	”	১০০	১০০	১০০
১৯।	লেড (Pb হিসাবে)	”	০.১	১.০	০.১
২০।	ম্যাঙ্গানিজ (Mn হিসাবে)	”	৫	৫	৫
২১।	মার্কারী (Hg হিসাবে)	”	০.০১	০.০১	০.০১
২২।	নিকেল (Ni হিসাবে)	”	১.০	২.০	১.০
২৩।	নাইট্রেট (মৌল N হিসাবে)	”	১০.০	স্থিরকৃত হয় নাই	১০
২৪।	তৈল এবং গ্রীজ	”	১০	২০	১০
২৫।	ফেনল যৌগাদি (C_6H_5OH হিসাবে)	”	১.০	৫	১
২৬।	দ্রবীভূত ফসফরাস (P হিসাবে)	”	৮	৮	১৫
২৭।	তেজস্ক্রীয় দ্রব্য	”	বাংলাদেশ পরমাণুশক্তি কমিশন কর্তৃক স্থিরীতব্য		
২৮।	পিএইচ (pH)		৬ - ৯	৬ - ৯	৬ - ৯
২৯।	সিলেনিয়াম (Se হিসাবে)	mg/l	০.০৫	০.০৫	০.০৫
৩০।	জিংক (Zn হিসাবে)	ডিগ্রী	৫.০	১০.০	১০.০
৩১।	সার্বিক দ্রবীভূত কঠিন দ্রব্য	”	২,১০০	২,১০০	২,১০০
৩২।	উষ্ণতা	সেন্টিগ্রেড	৪০ ৪৫	৪০ ৪৫	৪০-গ্রীষ্মকালীন ৪৫-শীতকালীন
৩৩।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (এসএস)	mg/l	১৫০	৫০০	২০০
৩৪।	সায়ানাইড (Cn হিসাবে)	”	০.১	২.০	০.২

নোট ঃ

১। শিল্পশ্রেণীভিত্তিক মানমাত্রা শিরোনামের অধীনে বর্ণিত শিল্প শ্রেণী ব্যতীত অন্যান্য শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে এই মানমাত্রা প্রযোজ্য হইবে।

২। শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক উৎপাদনে যাইবার মুহূর্ত হইতেই এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকল্প চালু হইবার মুহূর্ত হইতেই এই মানমাত্রা নিশ্চিত হইতে হইবে।

৩। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রান্ত হইতে পারিবে না। কোন স্থানের পরিবেষ্টক শর্তাদি অনুযায়ী প্রয়োজনে এই মানমাত্রাসমূহ কঠোরতর হইতে পারে।

৪। অভ্যন্তরীণ ভূপৃষ্ঠস্থ পানি বলিতে ড্রেন, পুকুর/দিঘী/জলাশয়/ডোবা, খাল, নদী, ঝর্ণা এবং মোহনা বুঝাইবে।

৫। গণপয়ঃপদ্ধতি বলিতে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রক্রিয়াকরণসহ পূর্ণমাত্রার যৌথ প্রক্রিয়াকরণ ব্যবস্থার সহিত সংযুক্ত পয়ঃপদ্ধতি বুঝাইবে।

৬। সেচভূমি বলিতে বর্জ্যপানির পরিমাণ ও গুণাগুণের ভিত্তিতে নির্ধারণকৃত পর্যাপ্ত ভূমিতে বিশেষ বিশেষভাবে চিহ্নিত ফসল চাষে সংবাদ সেচক্রিয়া বুঝাইবে।

৭। নোটাংশের ৫ এবং ৬ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত সংজ্ঞার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এমন কোন নির্গমন কোন গণপয়ঃপদ্ধতি বা ভূমিতে সংঘটিত হইলে সেই ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ভূপৃষ্ঠস্থ মানমাত্রা প্রযোজ্য হইবে।

তফসিল-১১

শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্পের গ্যাসীয় নির্গমন মানমাত্রা

[বিধি ১৩ দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	স্থিতিমাপ	mg/Nm^3 এককে উপস্থিতি
১	২	৩
১.	**বস্তুকণা**	
	(ক) ২০০ মেগাওয়াট বা তাহার অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র	১৫০
	(খ) ২০০ মেগাওয়াট -এর নিম্নক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্র	৩৫০
২.	ক্লোরিন	১৫০
৩.	হাইড্রোক্লোরিক এসিড বাষ্প ও কুয়াসা	৩৫০
৪.	সার্বিক ফ্লোরাইড F	২৫
৫.	সালফিউরিক এসিড কুয়াশা	৫০
৬.	লেড বস্তুকণা	১০
৭.	মার্কারী বস্তুকণা	০.২
৮.	সালফার ডাইঅক্সাইড	কেজি/টন এসিড
	(ক) সালফিউরিক এসিড উৎপাদন (DCDA* প্রক্রিয়া)	৪
	(খ) সালফিউরিক এসিড উৎপাদন (SCSA* প্রক্রিয়া)	১০
	(*DCDA : Double conversion, Double absorption; SCSA : Single conversion, Single absorption)	
	সালফিউরিক এসিড বিচ্ছুরণের ক্ষেত্রে ষ্ট্যাকের সর্বনিম্ন উচ্চতা (মিটারে)।	
	(ক) কয়লা জ্বালানী ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র	
	(১) ৫০০ মেগাওয়াট বা তাহার অধিক	২৭৫
	(২) ২০০ হইতে ৫০০ মেগাওয়াট	২২০
	(৩) ২০০ মেগাওয়াটের নিম্নে	১৪ (Q) ০.৩
	(খ) **বয়লার**	
	(১) জলীয় বাষ্প প্রতি ঘন্টায় ১৫ টন পর্যন্ত	১১
	(২) জলীয় বাষ্প প্রতি ঘন্টায় ১৫ টনের অধিক	১৪ (Q) ০.৩
	(Q = নিঃসৃত সালফার ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ, (কেজি/ঘন্টা)।	
৯.	নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ	
	(ক) নাইট্রিক এসিড উৎপাদন	৩ কেজি/টন এসিড
	(খ) গ্যাসজ্বালানীভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র	
	(১) ৫০০ মেগাওয়াট বা তাহার অধিক	৫০ ppm
	(২) ২০০ হইতে ৫০০ মেগাওয়াট	৪০ ppm
	(৩) ২০০ মেগাওয়াটের নিম্নে	৩০ ppm
	(গ) ধাতুতাপন চূল্লী	২০০ ppm
১০.	চূল্লীনির্গত কালি ও ধুলিকণা	mg/Nm^3
	(ক) বাত্যাচুল্লী	৫০০
	(খ) ইটের ভাটা	১০০০
	(গ) কোকচুল্লী	৫০০
	(ঘ) চুনের ভাটা	২৫০

তফসিল-১২

শিল্পশ্রেণীভিত্তিক বর্জ্য নিঃসরণ বা নির্গমনের মানমাত্রা

[বিধি ১৩ দ্রষ্টব্য]

(ক) সারকারখানা

নাইট্রোজেনসংবলিত সার কারখানা

তরলবর্জ্য

স্থিতিমাপ	mg/1 এককে উপস্থিতি সীমা
মৌল নাইট্রোজেন হিসাবে	৫০ (নূতন)
	১০০ (পুরাতন)
সার্বিক শিয়েলতাল নাইট্রোজেন	১০০ (পুরাতন)
মৌল নাইট্রোজেন হিসাবে	২৫০ (নূতন)
pH	৬.৫- ৮
ক্রোমেট অপসারণ প্লান্ট-এর নির্গমনমূখে ক্রোমিয়াম (মৌল Cr হিসাবে মোট)	০.৫
ষড়যোজী Cr	০.১
প্রলম্বিত কঠিনবস্তুকণা	১০০
তৈল ও গ্রীজ	১০
বর্জ্যপানি নির্গমন	১০ m^3/t ইউরিয়া

গ্যাসীয় নিঃসরণ

উৎস	স্থিতিমাপ	mg/Nm^3 এককে উপস্থিতিসীমা
ইউরিয়া প্রিলিং	বস্তুকণা	১৫০ শুস্ক পদ্ধতিতে ধূলিকণা অপসারণ (dry dedusting)
টাওয়ার	ফসফেট জাতীয়	৫০ (আর্দ্র পদ্ধতিতে ধূলিকণা অপসারণ ও নূতন প্ল্যান্ট)

তরলবর্জ্য

স্থিতিমাপ	mg/Nm^3 এককে উপস্থিতিসীমা
ফ্লুরাইড অপসারণ প্ল্যান্ট-এর নির্গমন মুখে ফ্লুরাইড (মৌল ফ্লুরিণ হিসাবে)	১০
ফসফেট, মৌল P হিসাবে	৫
প্রলম্বিত কঠিনবস্তুকণা ক্রোমেট অপসারণ প্ল্যান্ট-এর নির্গমন মুখে ক্রোমিয়াম (মৌল Cr হিসাবে)	১০০
মোট	০.৫
ষড়যোজী Cr	০.১
তৈল ও গ্রীজ	১০

গ্যাসীয় নিঃসরণ

উৎস	স্থিতিমাপ	mg/Nm^3 এককে উপস্থিতিসীমা
গ্রানিউলেশন, মিক্সিং ও গ্রাইণ্ডিং সেকশন	বস্তুকণা	১৫০
ফসফরিক এসিড পদ্ধতি	সার্বিক ফ্লুরাইড (মৌল F হিসাবে)	২৫
সালফিউরিক এসিড প্ল্যান্ট	সালফার ডাইঅক্সাইড	
	DCDA	4 kg/t of সালফিউরিক এসিড (১০০%)
	SCSA	10 kg/t of সালফিউরিক এসিড (১০০%)
	সালফিউরিক এসিড বাষ্প	৫০

(খ) সমন্বিত বস্ত্রকারখানা ও বৃহৎ (যাহাতে তিন কোটি টাকার অধিক বিনিয়োগ করা হইয়াছে) প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট

তরলবর্জ্য

স্থিতিমাপ	mg/1 এককে উপস্থিতি সীমা
pH	৬.৫ - ৯
প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা	১০০
বিওডি$_৫$ ২০$^\circ$C	১৫০
তৈল ও গ্রীজ	১০

সার্বিক দ্রবীভূত কঠিন বস্তু	২১০০
বর্জ্যপানি প্রবাহ	প্রতি kg বস্ত্র প্রক্রিয়াকরণে ১০০ লিটার

নোট ঃ ১৫০ mg/1-এর বিওডি-এর সীমা কেবল ভৌত-রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।
ব্যবহৃত রং-এর শ্রেণীভিত্তিক বিশেষ প্যারামিটার

সার্বিক ক্রোমিয়াম, মৌল Cr হিসাবে	২
সালফাইড, মৌল S হিসাবে	২
ফেনলজাতীয় যৌগসমূহ C_5H_5OH হিসাবে	৫

(গ) মণ্ড ও কাগজ শিল্প

তরলবর্জ্য

স্থিতিমাপ	pH ব্যতীত mg/1 এককে উপস্থিতি সীমা	
	প্রতিদিন ৫০ টনের অধিক উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বৃহৎ কারখানা	প্রতিদিন ৫০ টনের কম উৎপাদনের ক্ষমতাসম্পন্ন ক্ষুদ্র কারখানা
pH	৬ - ৯	৬ - ৯
প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা	১০০	১০০
বিওডি$_5$ ২০$^\circ$C	৩০	৫০
সিওডি	৩০০	৪০০
বর্জ্যপানি প্রবাহ	প্রতিটন কাগজের জন্য ২০০ ঘনমিটার	কৃষিজ, কাঁচামালভিত্তিক প্রতিটন কাগজের জন্য ২০০ ঘনমিটার বর্জ্য কাগজভিত্তিক প্রতিটন কাগজের জন্য ৭৫ ঘনমিটার

(ঘ) সিমেন্ট শিল্প

গ্যাসীয় নিঃসরণ

১. সিমেন্ট প্রস্তুতির মৌলিক ইউনিটসমূহ

উৎস	স্থিতিমাপ	mg/Nm^3 এককে উপস্থিতিসীমা
সকল সেকশন	বস্তুকণা	২৫০
২. ক্লিংকার	গ্রাইন্ডিং ইউনিটসমূহ	
সকল সেকশন	বস্তুকণা	
	দৈনিক ১০০০ টনের অধিক উৎপাদন ক্ষমতা	২০০
	দৈনিক ২০০-১০০০ টন উৎপাদন ক্ষমতা	৩০০
	দৈনিক ২০০ টন পর্যন্ত উৎপাদন ক্ষমতা	৪০০

(ঙ) শিল্প প্রতিষ্ঠানের বয়লার

গ্যাসীয় নিঃসরণ

স্থিতিমাপ		mg/Nm_3 এককে উপস্থিতি সীমা
১।	কালি ও বস্তুকণা (জ্বালানীভিত্তিক)	
	(ক) কয়লা	৫০০
	(খ) গ্যাস	১০০
	(গ) তৈল	৩০০
২।	নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ (জ্বালানীভিত্তিক)	
	(ক) কয়লা	৬০০
	(খ) গ্যাস	১৫০
	(গ) তৈল	৩০০

(চ) নাইট্রিক এসিড প্ল্যান্ট

গ্যাসীয় নিঃসরণ

নাইট্রোজেনের অক্সাইড, উৎপন্ন প্রতিটন দুর্বল এসিড হইতে ৩ kg

(ছ) ডিষ্টিলারী

তরলবর্জ্য

স্থিতিমাপ	mg/1 এককে উপস্থিতি সীমা
pH	৬ - ৯
প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা	১৫০
বিওডি$_5$ ২০$^\circ$C	৫০০০ (দুই বৎসরের অন্তবর্তীকালীন মানমাত্রা) ৫০০ (৭৪ বৎসরের অন্তবর্তীকালীন মানমাত্রা)
তৈল ও গ্রীজ	১০

(জ) চিনি শিল্প

তরলবর্জ্য

স্থিতিমাপ	mg/1 এককে উপস্থিতি সীমা
pH	৬ - ৯
প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা	১৫০
বিওডি$_5$ ২০°C	৫০
তৈল গ্রীজ	১০
প্রতিটন প্রেষণকৃত হইতে বর্জ্যপানি (ঘন মিটার)	০.৫

গ্যাসীয় নিঃসরণ

বাগাস জ্বালানী ব্যবহারকারী বয়লার

বস্তুকণা, mg/Nm$_3$	ষ্টেপগ্রেট	২৫০
	পালসেটিং/হর্সশু	৫০০
	স্প্রেডার ষ্টোকার	৮০০

(ঝ) ট্যানারী শিল্প

তরলবর্জ্য

স্থিতিমাপ	mg/1 এককে উপস্থিতি সীমা
pH	৬ - ৯
প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা	১৫০
বিওডি$_5$ ২০.C	১০০
সালফাইড (মৌল S হিসাবে)	১
সার্বিক ক্রোমিয়াম (মৌল Cr হিসাবে)	২
তৈল ও গ্রীজ	১০
সার্বিক দ্রবীভূত কঠিনবস্তু	২১০০
প্রতিটন চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ বর্জ্যপানি (ঘনমিটার)	৩০

নোট ঃ সোক লাইকারকে তরলবর্জ্য হইতে পৃথক করিতে হইবে।

(ঞ) খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, মৎস্য ক্যানিং, ডেইরী, ষ্টাচ ও পাটশিল্প

তরলবর্জ্য

স্থিতিমাপ	mg/1 এককে উপস্থিতি
প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা	৬ - ৯
বিওডি$_5$ ২০$^{\circ}$C	১৫০
বর্জ্যপানি প্রবাহ	১০০
ষ্টার্চ	প্রতিটন কাঁচামালের জন্য ৮ ঘনমিটার
পাট প্রক্রিয়াজাতকরণ	প্রতিটন উৎপাদিত দ্রব্যের জন্য ১.৫ ঘনমিটার
দুগ্ধজাত দ্রব্য	প্রতিটন দুগ্ধের জন্য ৩ ঘনমিটার

(ট) অপরিশোধিত তেল শোধনাগার

নিঃসরণ

স্থিতিমাপ	উৎস	সর্বোচ্চ উপস্থিতির পরিমাণ	একক
সালফারডাইঅক্সাইড	পাতন	০.২৫	কেজি/টন
	ক্যাটালাইটিক ক্রাকার	২.৫	কেজি/টন

তরলবর্জ্য

স্থিতিমাপ	সর্বোচ্চ উপস্থিতির পরিমাণ	একক
প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	১০০	মিঃগ্রাঃ/লিঃ
তৈল ও গ্রীজ	১০	”
বিওডি$_5$ ২০$^{\circ}$C	৩০	”
ফেনল	১	”
সালফাইড (মৌল সালফার হিসাবে)	১	”
বর্জ্যপানি প্রবাহ	৭০০	ঘনমিটার/১০০০ টন প্রক্রিয়াকৃত অপরিশোধিত তেল

নোট ঃ

১। নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ তাহাদের কর্মসম্পাদন আরম্ভ করিবার সময় বর্জ্য নিঃসরণ/ নির্গমনকালে এই মানমাত্রাসমূহ মানিয়া চলিবে। বিরাজমান সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান এই বিধিমালা প্রজ্ঞাপিত হইবার তারিখ হইতে দুই বৎসরের মধ্যে (ভিন্নভাবে নির্দেশিত না হইলে) পর্যাপ্ত প্রক্রিয়াকরণ সুবিধাদি চালু করিবে। ক্ষেত্রবিশেষে বৈধ যুক্তির ভিত্তিতে, অধিদপ্তর ইচ্ছা করিলে, এই সময়সীমা বর্ধিত করা যাইতে পারে।

২। এই মানমাত্রাসমূহ নিঃসরণ/নির্গমনস্থল নির্বিচারে প্রযোজ্য হইবে।

৩। নমুনা সংগ্রহকালীন কোন সময়েই এই মানমাত্রাসমূহ অতিক্রান্ত হইতে পারিবে না। পরিবেষ্টক শর্তাদির আলোকে এই মানমাত্রাসমূহকে অধিকতর কঠিনভাবে প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

[১] "তফসিল-১৩
পরিবেশগত ছাড়পত্র বা ছাড়পত্র নবায়ন ফি

[বিধি ৭ (৫), ৮ (২) এবং ১৪ দ্রষ্টব্য]

১। শিল্প প্রতিষ্ঠান বা প্রকল্প

বিনিয়োগকৃত অর্থ (টাকা)	পরিবেশগত ছাড়পত্র ফি (টাকা)	ছাড়পত্র নবায়ন ফি
(১)	(২)	(৩)
(ক) ১ (এক) লক্ষ হইতে ৫ (পাঁচ) লক্ষের মধ্যে	১,৫০০	কলাম (২) এ বর্ণিত ফি এর এক চতুর্থাংশ
(খ) ৫ (পাঁচ) লক্ষ হইতে ১০ (দশ) লক্ষের মধ্যে	৩,০০০	-ঐ-
(গ) ১০ (দশ) লক্ষ হইতে ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষের মধ্যে	৫,০০০	-ঐ-
(ঘ) ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ হইতে ১ (এক) কোটির মধ্যে	১০,০০০	-ঐ-
(ঙ) ১(এক) কোটি হইতে ৫(পাঁচ) কোটির মধ্যে	২০,০০০	ঐ
(চ) ৫(পাঁচ) কোটি হইতে ২০(বিশ) কোটির মধ্যে	৪০,০০০	ঐ
(ছ) ২০(বিশ) কোটি হইতে ৫০ (পঞ্চাশ) কোটির মধ্যে	৮০,০০০	ঐ
(জ) ৫০ কোটি হইতে ১০০ কোটির মধ্যে	১,২০,০০০	ঐ
(ঝ) ১০০ কোটি হইতে ২০০ কোটির মধ্যে	২,০০,০০০	ঐ
(ঞ) ২০০ কোটি হইতে ৫০০ কোটির মধ্যে	৩,০০,০০০	ঐ
(ট) ৫০০ কোটি হইতে ১০০০ কোটির মধ্যে	৪,০০,০০০	ঐ
(ঠ) ১০০০ কোটির উর্ধ্বে	৫,০০,০০০	ঐ

২. ইটভাটা

বিনিয়োগকৃত অর্থ (টাকা)	পরিবেশগত ছাড়পত্র ফি (টাকা)	ছাড়পত্র নবায়ন ফি
(১)	(২)	(৩)
(ক) ১(এক) লক্ষ হইতে ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষের মধ্যে	১৫,০০০	কলাম (২) এ বর্ণিত ফি এর অর্ধেক
(খ) ৫০(পঞ্চাশ) লক্ষ হইতে ১(এক) কোটির মধ্যে	২০,০০০	ঐ
(গ) ১(এক) কোটি হইতে ৫(পাঁচ) কোটির মধ্যে	২৫,০০০	ঐ
(ঘ) ৫(পাঁচ) কোটির উর্ধ্বে	৪০,০০০	ঐ"।

১ তফসিল-১৩ এস, আর, ও নং ৩৫৫-আইন/২০১০ দ্বারা প্রতিস্থাপিত

[১] তফসিল-১৪

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পানি, তরলবর্জ্য, বায়ু ও শব্দের নমুনা বিশ্লেষণ এবং বিশ্লেষণজাত বিভিন্ন তথ্য বা উপাত্ত সরবরাহ সংক্রান্ত ফি।

[বিধি ১৫ দ্রষ্টব্য]

(ক) পানি বা তরল বর্জ্যের নমুনা

	স্থিতিমাপ	ফি (টাকা)
১।	কলিফর্ম	১,০০০
২।	ক্লোরিণ	৫০০
৩।	টোটাল হার্ডনেস	৫০০
৪।	আয়রণ	৮০০
৫।	ক্যালসিয়াম	৮০০
৬।	ম্যাগনেসিয়াম	৮০০
৭।	বর্ণ (Colour)	১৫০
৮।	বিদ্যুৎ পরিবাহিতা (EC)	২০০
৯।	pH	২০০
১০।	প্রলম্বিত কঠিন বস্তুকণা (SS)	৬০০
১১।	সার্বিক কঠিন বস্তুকণা (TS)	৪০০
১২।	সার্বিক দ্রবীভূত কঠিন বস্তুকণা (TDS)	৪০০
১৩।	এ্যামোনিয়া নাইট্রোজেন	৮০০
১৪।	আর্সেনিক	১,০০০
১৫।	বোরণ	৮০০
১৬।	ক্যাডমিয়াম	১,০০০
১৭।	সিওডি	৮০০
১৮।	বিওডি	৮০০
১৯।	ক্লোরাইড	৫০০
২০।	ক্রোমিয়াম, হেক্সাভেলেন্ট	১,০০০
২১।	ক্রোমিয়াম, মোট	১,০০০
২২।	সায়ানাইড	৮০০
২৩।	ফ্লুরাইড	৮০০
২৪।	লেড	১,০০০
২৫।	মারকারী	১,০০০
২৬।	নিকেল	১,০০০
২৭।	জৈব নাইট্রোজেন	৮০০
২৮।	তৈল ও গ্রীজ	৬০০
২৯।	ফসফেট	৮০০
৩০।	ফিনোল	৮০০
৩১।	সালফেট	৮০০
৩২।	জিঙ্ক	১,০০০
৩৩।	তাপমাত্রা	১৫০

১ তফসিল-১৪ প্রজ্ঞাপন নং এস, আর, ও ২৩৪-আইন/২০০২ তাং ২৪/০৮/২০০২ ইং দ্বারা প্রতিস্থাপিত এবং ২৬/৮/২০০২ ইং তারিখে সরকারী গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশের মাধ্যমে কার্যকর হয়।

	স্থিতিমাপ	ফি (টাকা)
৩৪।	টারবিডিটি (জিটিইউ)	২০০
৩৫।	টারবিডিটি (এনটিইউ)	২০০
৩৬।	পি-এ্যালকানিটি	৫০০
৩৭।	টি-এ্যালকানিটি	৪০০
৩৮।	এ্যাসিডিটি	৪০০
৩৯।	কার্বন-ডাই-অক্সাইড	৪০০
৪০।	ক্যালসিয়াম হার্ডনেস	৫০০
৪১।	ডিও	৬০০
৪২।	নাইট্রেট	৮০০
৪৩।	নাইট্রাইট	৮০০
৪৪।	সিলিকা	৬০০

(খ) বায়ুর নমুনা

	স্থিতিমাপ	ফি (টাকা)
১।	এস,পি,এম	১,০০০
২।	সালফার ডাই-অক্সাইড	১,০০০
৩।	নাইট্রাস অক্সাইড	১,০০০
৪।	কার্বন মনো-অক্সাইড	৬০০
৫।	লেড	১,০০০

(গ) শব্দের নমুনা

	স্থিতিমাপ	ফি (টাকা)
১।	শব্দ	৪০০

(ঘ) বিশ্লেষণজাত বিভিন্ন তথ্য বা উপাত্ত সরবরাহ

১। ঢাকা বিভাগ/চট্টগ্রাম বিভাগ ও সিলেট বিভাগ/ খুলনা বিভাগ ও বরিশাল বিভাগ/রাজশাহী বিভাগের সকল মনিটরিং ষ্টেশনের নদী ব্যতীত ভূপৃষ্ঠস্থ এবং ভূগর্ভস্থ পানির বছরওয়ারী তথ্য বা উপাত্ত -

(অ) সরকারী সংস্থার জন্য ৪,৫০০

(আ) অন্যান্য সংস্থার জন্য ৯,০০০

২। ঢাকা বিভাগ/চট্টগ্রাম বিভাগ ও সিলেট বিভাগ/ খুলনা বিভাগ ও বরিশাল বিভাগ/রাজশাহী বিভাগের নদীর পানির সকল মনিটরিং ষ্টেশনের বছরওয়ারী তথ্য বা উপাত্ত -

(অ) সরকারী সংস্থার জন্য ৬,০০০

(আ) অন্যান্য সংস্থার জন্য ৯,০০০

৩। ঢাকা বিভাগ/চট্টগ্রাম বিভাগ ও সিলেট বিভাগ/খুলনা বিভাগ ও বরিশাল বিভাগ/রাজশাহী বিভাগের সকল মনিটরিং ষ্টেশনের বায়ুর বছরওয়ারী তথ্য বা উপাত্ত-

(অ) সরকারী সংস্থার জন্য ৩,৫০০

(আ) অন্যান্য সংস্থার জন্য ৬,০০০”

ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪

[ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য(নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর ২০ (১) ধারাবলে এস, আর, ও নং ৯২-আইন/২০০৪ মাধ্যমে প্রণীত যা বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় ০৫-০৪-২০০৪ খ্রিঃ তারিখে প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তীতে এস,আর,ও নং ২২৬- আইন/২০১৪; দ্বারা সংশোধিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৫ এপ্রিল ২০০৪/২২ চৈত্র ১৪১০

এস, আর, ও নং ৯২-আইন/২০০৪ ।- বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ২০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ-

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ।- (১) এই বিধিমালা ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪ নামে অভিহিত হইবে।

২) এই বিধিমালা ১৯ বৈশাখ ১৪১১ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২ মে ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে বলবৎ হইবে।

২। সংজ্ঞা ।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায় -

(ক) "আইন" অর্থ বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন);

(খ) "ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য" অর্থ ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য বা উক্ত দ্রব্য মিশ্রিত কোন দ্রব্য নির্বিশেষে তফসিল ১ এর কলাম (২) এ উল্লিখিত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য, তবে পরিবহন বা সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত ধারক ব্যতীত প্রস্তুতকৃত পণ্যের আকারে উক্ত দ্রব্য বা উহার মিশ্রণ অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(গ) "কম্প্রেসর" অর্থ ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য ব্যবহারের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত কম্প্রেসর;

(ঘ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার কোন তফসিল;

(ঙ) "পরিবেশ অধিদপ্তর" অর্থ আইনের ধারা ৩ এর অধীন স্থাপিত পরিবেশ অধিদপ্তর;

(চ) "ব্যক্তি" শব্দের আওতায় নিবন্ধিত হউক বা না হউক এইরূপ কোন কোম্পানী বা সংঘ বা ব্যক্তিসংঘও অন্তর্ভুক্ত;

(ছ) "ভিত্তিস্তর" (base level) অর্থ তফসিল ২ এর কলাম (৩) এ উল্লিখিত বৎসর বা গড় বৎসরে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের উৎপাদন বা, ক্ষেত্রমত, ব্যবহারের পরিমাণ;

(জ) "মহাপরিচালক" অর্থ পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক;

[১][(ঝ) "রিকভারী" অর্থ যে কোন শিল্প-কারখানা, যন্ত্রপাতি অথবা জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প হইতে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য রিকভারী;

(ঞ) "রিক্লেইমিং" অর্থ রিকভারকৃত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণপূর্বক পরিশোধন প্রক্রিয়া;

(ট) "রিসাইক্লিং" অর্থ রিকভারকৃত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য পুনঃব্যবহার উপযোগীকরণ;

(ঠ) "লাইসেন্স" অর্থ এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স ।]

---

১ দফা (ঝ), (ঞ), (ট) ও (ঠ) এস. আর. ও. নং ২২৬-আইন/২০১৪ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

৩। ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সামগ্রী।- আইনের ধারা ৬ক এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সমগ্র বাংলাদেশে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর সামগ্রী হিসাবে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের উৎপাদন, আমদানি, রপ্তানী, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার সংক্রান্ত কর্মকান্ড পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এই বিধিমালার বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

[১]**৪। ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের উৎপাদনে বাধা-নিষেধ।** -কোন ব্যক্তি তফসিল ১ এর কলাম (২) এ উল্লিখিত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারিবেন না।

৫। ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য আমদানী বা রপ্তানী সংক্রান্ত বিধান। - (১) কোন ব্যক্তি তফসিল ৪ এ তালিকাভুক্ত রাষ্ট্র বহির্ভূত-

[২][(ক) রাষ্ট্র হইতে কোন ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য বাংলাদেশে আমদানী করিতে পারিবেন না; বা

[২](খ) রাষ্ট্রে বাংলাদেশ হইতে কোন ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য রপ্তানি করিতে পারিবেন না[৩] [***]

[৪][তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন, লাইসেন্স গ্রহণ সাপেক্ষে, কেবল রিকভারী, রিকেদ্বইমিং বা রিসাইকিদ্বংকৃত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য রপ্তানী করা যাইবে ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, কোন রাষ্ট্রের আমদানীকারক প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সরকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণপূর্বক উক্ত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য বাংলাদেশ হইতে আমদানী করিতে পারিবে।]

(২) কোন ব্যক্তি এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতিরেকে তফসিল ৪ এ তালিকাভুক্ত-

(ক) রাষ্ট্র হইতে বাংলাদেশে কোন ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য আমদানী করিতে পারিবেন না; বা
(খ) রাষ্ট্রে বাংলাদেশ হইতে কোন ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য রপ্তানী করিতে পারিবেন না।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন কোন লাইসেন্স প্রদান করা যাইবে না, যদি না মহাপরিচালক এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, তফসিল ১ এর কলাম (৫) এ উল্লিখিত গ্রুপের ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের অনুকূলে লাইসেন্স প্রদান করা হইলে উক্ত গ্রুপের জন্য নির্ধারিত ভিত্তিস্তরের ভিত্তিতে ব্যবহারের পরিমাণ ভিত্তি বৎসর (base year) সংশ্লিষ্ট তফসিল ২ এর কলাম (৫) এ নির্দেশিত [৫]ব্যবহারের পরিমাণ অতিক্রম করিবে না

(৪) সরকার, [৬]প্রয়োজনে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সমগ্র বাংলাদেশের জন্য উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত প্রত্যেক গ্রুপের জন্য ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার ও উৎপাদন বা আমদানীর নির্ণয়কৃত ভিত্তিসীমা (base limit) পৃথকভাবে জারী করিবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন প্রজ্ঞাপন জারীর পূর্বে উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য কোন নির্দিষ্ট বৎসরে আমদানীর উদ্দেশ্যে কোন ঋণপত্র খোলা হইয়া থাকিলে উক্ত বৎসরের জন্য তফসিল ২ এর কলাম (৪) এ উল্লিখিত গ্রুপভুক্ত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য আমদানীর গ্রহণযোগ্য পরিমাণের সাথে সমন্বয় করা যাইবে।

---

১ ধারা ৪ এস . আর. ও. নং ২২৬-আইন/২০১৪ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
২ দফা (ক) ও (খ) এস. আর. ও. নং ২২৬-আইন/২০১৪ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
৩ দফা (খ) এর শেষ প্রান্তঃস্থিত দাড়ি (।) এস. আর. ও. নং ২২৬-আইন/২০১৪ এর দ্বারা বিলুপ্ত।
৪ শর্তাংশ এস. আর. ও. নং ২২৬-আইন/২০১৪ এর দ্বারা সংযোজিত।
৫ "ব্যবহারের পরিমাণ" শব্দগুলি "ব্যবহারের সংখ্যা" শব্দগুলির পরিবর্তে এস. আর. ও. নং ২২৬-আইন/২০১৪ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত।
৬ "প্রয়োজনে, " শব্দটি এস. আর. ও. নং ২২৬-আইন/২০১৪ এর দ্বারা সন্নিবেশিত।

৬। ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের বিক্রয়ের উপর বাধা নিষেধ। - কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি [১]পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি গ্রহণ ব্যতিরেকে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য মজুদ বা বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে বা অন্য কোন ভাবে বিতরণ (distribute) করিতে পারিবেন না।

৭। ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য ক্রয় ইত্যাদির উপর বাধা নিষেধ। - কোন ব্যক্তি বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি তফসিল ৩ এর কলাম (২) এ উল্লিখিত কর্মকান্ডের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য মজুদ বা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ক্রয় বা সংগ্রহ করিতে পারিবেন না।

৮। ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য উৎপাদনে নূতন বিনিয়োগে নিষেধাজ্ঞা, ইত্যাদি।- (১) কোন ব্যক্তি তফসিল ২ এর-

(ক) কলাম (৭) এ নির্দিষ্টকৃত তারিখের পর ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য প্রস্তুতের লক্ষ্যে কোন শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা বা সম্প্রসারণ বা প্রতিষ্ঠার বা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন না;

(খ) কলাম (৮) এ নির্দিষ্টকৃত তারিখের পর ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সম্বলিত বা ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুতযোগ্য কোন পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে শিল্পকারখানা প্রতিষ্ঠা বা সম্প্রসারণ বা প্রতিষ্ঠার বা সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(২) ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭ তারিখে গৃহীত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সম্পর্কিত মন্ট্রিল প্রটোকল এর সদস্য হিসাবে বাংলাদেশের কোন ব্যক্তি মন্ট্রিল প্রটোকলের অনুচ্ছেদ ১০ ও ১০ক এর অধীন বহুপাক্ষিক তহবিল (Multilateral Fund) হইতে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য উৎপাদন প্রযুক্তির পরিবর্তে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য বর্জিত প্রযুক্তি স্থাপনের জন্য আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা গ্রহণ করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি রূপান্তর প্রকল্প অনুমোদন এবং রূপান্তর প্রক্রিয়া সমাপ্ত হইবার পর তফসিল ৩ এর কলাম (২) এ উল্লিখিত কর্মকান্ডের জন্য তফসিল ২ এর কলাম (২) এ উল্লিখিত গ্রুপভুক্ত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য বা ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সম্বলিত কোন পণ্য বা ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত কোন পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে শিল্প কারখানা স্থাপন বা সম্প্রসারণের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৯। ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুতকৃত বা উক্ত দ্রব্য সম্বলিত পণ্য আমদানী, রপ্তানী বা বিক্রয়ের উপর বাধা-নিষেধ।- (১) কোন ব্যক্তি লাইসেন্স ব্যতিরেকে তফসিল ৫ এর কলাম (২) এ নির্দিষ্টকৃত কোন পণ্য উক্ত তফসিলের কলাম (৩) এ বর্ণিত গ্রুপের ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত বা ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সম্বলিত পণ্য উক্ত তফসিলের কলাম (৪) এ নির্দিষ্টকৃত তারিখের পর আমদানী করিতে পারিবেন না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত তফসিলের কলাম (৪) এ নির্দিষ্টকৃত তারিখের পর ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত নহে এইরূপ পণ্য আমদানীর ক্ষেত্রে উক্ত পণ্য ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সম্বলিত নহে মর্মে উক্ত পণ্যের মোড়কে সহজে দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় এমন স্থানে লেবেল সংযুক্ত থাকিতে হইবে।

(২) তফসিল ৫ এর কলাম (৫) এ নির্দিষ্টকৃত তারিখের পর উক্ত তফসিলের কলাম (২) এ নির্দিষ্টকৃত পণ্য ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সমন্বয়ে প্রস্তুতকৃত হইলে বা ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সম্বলিত পণ্য হইলে কোন ব্যক্তি উক্ত পণ্যের মোড়কে তৎমর্মে লেবেল সংযুক্ত না করিয়া উক্ত পণ্য রপ্তানী করিতে পারিবেন না।

(৩) কোন ব্যক্তি তফসিল ৩ এর কলাম (৪) এ নির্দিষ্টকৃত তারিখের পর উক্ত তফসিলের কলাম (২) এ উল্লিখিত কর্মকান্ড বা সেবাপ্রদানের উদ্দেশ্যে উক্ত তফসিলের কলাম (৩) উল্লিখিত গ্রুপভুক্ত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য ব্যবহারে উৎপাদিত কোন পণ্য বিক্রয়, মজুদ, বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রদর্শন বা বিতরণ করিতে পারিবেন না।

---

১ "পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক অনাপত্তি গ্রহণ ব্যতিরেকে" শব্দগুলি এস. আর. ও. নং ২২৬-আইন/২০১৪ এর দ্বারা সন্নিবেশিত।

১০। কম্প্রেসর প্রস্তুতের উপর বাধা নিষেধ। - (১) কোন ব্যক্তি মহাপরিচালকের পূর্বানুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য ব্যবহৃত হয় এমন ধরণের কোন কম্প্রেসর প্রস্তুত বা উহা আমদানী বা রপ্তানী করিতে পারিবেন না।

(২) মহাপরিচালক, সাধারণ আদেশ দ্বারা, অনুমতি প্রদান পদ্ধতি নির্ধারণ করিবেন।

১১। পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন দাখিল, ইত্যাদি।- (১) ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য উৎপাদনকারী, আমদানী-কারক, রপ্তানীকারক বা বিক্রয়কারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য উৎপাদন, আমদানী, রপ্তানী বা বিক্রয়ের যথাযথ হিসাব বা রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন এবং তফসিল ৭ এর খন্ড-১ এ বিধৃত পদ্ধতিতে এতদ্‌সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(২) কম্প্রেসর প্রস্তুতকারী, আমদানীকারক, রপ্তানীকারক বা বিক্রয়কারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে উহার প্রস্তুত, আমদানী, রপ্তানী বা বিক্রয়ের যথাযথ তথ্য ও রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ পূর্বক তফসিল ৭ এর খন্ড-২ এ বিধৃত পদ্ধতিতে এতদ্‌সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এর অধীন সংরক্ষিত তথ্যাদি সম্পর্কিত প্রতিবেদন যথাক্রমে তফসিল ৮ ও ৯ এ বিধৃত ফরম পূরণপূর্বক মহাপরিচালকের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

১২। অব্যাহতি।- এই বিধিমালার কোন কিছুই তফসিল ৬ এ উল্লিখিত অব্যাহতির ক্ষেত্রসমূহে প্রযোজ্য হইবে না।

১৩। লাইসেন্স।- (১) এই বিধিমালার অধীন লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য লাইসেন্সের দরখাস্ত মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত ফরম পূরণক্রমে তাহার নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(২) উক্ত ফরম ওজোন সেলের কার্যালয় হইতে বিনামূল্যে সংগ্রহ করা যাইবে।

(৩) যথাযথভাবে পূরণকৃত ফরম মহাপরিচালকের নিকট দাখিল হইবার পর আইন ও এই বিধিমালা অনুসারে উক্ত ফরমে উল্লিখিত বিষয়গুলোর সত্যতা যাচাই বা, ক্ষেত্রমত, তদন্ত করিয়া মহাপরিচালক দরখাস্ত মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-বিধি (১) অধীন দাখিলকৃত কোন দরখাস্ত বিবেচনার প্রয়োজনে মহাপরিচালক দরখাস্তকারীকে সংশ্লিষ্ট যে কোন তথ্য সরবরাহ করিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৩) এর অধীন কোন লাইসেন্স মঞ্জুর না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে মহাপরিচালক উহার যুক্তিসংগত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দরখাস্তকারীকে অবহিত করিবেন।

(৬) উপ-বিধি (৩) এর অধীন কোন লাইসেন্স মঞ্জুর করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে মহাপরিচালক উক্ত সিদ্ধান্ত দ্রুত দরখাস্তকারীকে অবহিত করিবেন এবং মহাপরিচালক কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে দরখাস্তকারীকে লাইসেন্স ফি বাবদ প্রতিটি আইটেম-এর জন্য টাকা ৫০০/- (পাঁচশত) পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুকূলে সিদ্ধান্ত অবহিত হইবার ৭(সাত) কার্যদিবসের মধ্যে দরখাস্তকারীকে জমা করিবার নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(৭) দরখাস্তকারী কর্তৃক উপ-বিধি (৬) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে লাইসেন্স ফি প্রদত্ত হইলে মহাপরিচালক তৎকর্তৃক নির্ধারিত ফরম, শর্ত ও মেয়াদে লাইসেন্স প্রদান করিবেন।

(৮) মহাপরিচালক আইন ও এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, তদ্‌ধীনে ইস্যুকৃত লাইসেন্সের যে কোন শর্ত সংশোধন করিতে পারিবেন, তবে লাইসেন্স গ্রহীতাকে ২(দুই) সপ্তাহের নোটিশ প্রদান না করিয়া এই বিধির অধীন লাইসেন্সের কোন শর্ত সংশোধন করা যাইবে না।

(৯) মহাপরিচালক লাইসেন্স গ্রহীতার দরখাস্তের প্রেক্ষিতে যুক্তিসঙ্গত মনে করিলে লাইসেন্সের যে কোন শর্ত সংশোধন করিতে পারিবেন।

১৪। লাইসেন্স বাতিল, ইত্যাদি।- (১) মহাপরিচালক এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত যে কোন লাইসেন্স তৎকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাতিল করিতে পারিবেন।

(২) এই বিধির অধীন লাইসেন্স বাতিলের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ব্যক্তিগত শুনানীর সুযোগ প্রদান করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য নির্ধারিত সময়ে উক্ত ব্যক্তি হাজির না হইলে বা পরবর্তী সময়ে হাজির হওয়ার আবেদন না করিলে মহাপরিচালক উক্ত লাইসেন্স সরাসরি বাতিল করিতে পারিবেন।

(৩) এই বিধির অধীন লাইসেন্স বাতিল বা অন্য কোন কারণে কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে তিনি সংশ্লিষ্ট আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন কোন আপীল দায়ের হইলে উক্ত আপীলে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে এবং উহার বিরুদ্ধে কোন আদালতে কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না।

১৫। ওজোন সেল।- (১) এই বিধিমালার অধীন কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের অধীন ওজোন সেল নামে একটি সেল থাকিবে, যাহার প্রধান নির্বাহী হইবেন মহাপরিচালক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক পদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা।

(২) মহাপরিচালক কর্তৃক পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্ধারিত কর্মকর্তা-কর্মচারী সমন্বয়ে ওজোন সেল গঠিত হইবে।

১৬। দন্ড।- এই বিধিমালার কোন বিধান লংঘনের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ১৫ (১) এর টেবিলের ৪ নং ক্রমিকের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

১৭। বার্ষিক প্রতিবেদন।- (১) প্রতি আর্থিক বৎসর শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মহাপরিচালক উক্ত বৎসরে এই বিধিমালার অধীন সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

(২) সরকার, প্রয়োজনে, মহাপরিচালকের নিকট হইতে যে কোন সময় এই বিধিমালার অধীন সম্পাদিত কার্যাবলী বা বিষয়াবলীর উপর প্রতিবেদন আহ্বান করিতে পারিবে এবং মহাপরিচালক উহা সরকারের নিকট প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

১৮। জটিলতা নিরসনে সরকারের ক্ষমতা।- সরকার, এই বিধিমালার বিধানের অস্পষ্টতার কারণে বিধিমালার অধীন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ জারীর মাধ্যমে, উক্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদান করতঃ উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দিতে পারিবে।

[১]তফসিল - ১

[বিধি ২(খ), ৪ ও ৫(৩) দ্রষ্টব্য]

ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের বিবরণ

ক্রমিক নং	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের নাম	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের রাসায়নিক গঠন	এইচ. এস কোড*	গ্রুপ	ওডিপিঃ ওজোনক্ষয় বিভব **(Ozone Depleting Potential)**
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
1.	CFC-11	Trichlorofluoromethane ($CFCl_3$)	2903.77.10	I	1.0
2.	CFC-12	Dichlorodifluoromethane (CF_2Cl_2)	2903.77.20	I	1.0
3.	CFC-113	Trichlorotrifluoroethane ($C_2F_3Cl_3$)	2903.77.30	I	0.8
4.	CFC-114	Dichlorotetrafluoroethane ($C_2F_4Cl_2$)	2903.77.40	I	1.0
5.	CFC-115	Chloropentafluoroethane (C_2F_5Cl)	2903.77.40	I	0.6
6.	Halon-1211	Bromochlorodifluoromethane (CF_2BrCl)	2903.76.00	II	3.0
7.	Halon-1301	Bromotrifluoromethane (CF_3Br)	2903.76.00	II	10.0
8.	Halon-2402	Dibromotetrafluoroethane	2903.76.00	II	6.0

১ তফসিল-১ এস. আর. ও. নং ২২৬-আইন/২০১৪ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

ক্রমিক নং	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের নাম	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের রাসায়নিক গঠন	এইচ. এস কোড*	গ্রুপ	ওডিপিঃ ওজোনক্ষয় বিভব **(Ozone Depleting Potential)**
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
		($C_2F_4Br_2$)			
9.	CFC-13	Chlorotrifluoromethane (CF_3Cl)	2903.77.50	III	1.0
10.	CFC-111	Pentachlorofluoroethane (C_2FCl_5)	2903.77.50	III	1.0
11.	CFC-112	Tetrachlorodifluoroethane ($C_2F_2Cl_4$)	2903.77.50	III	1.0
12.	CFC-211	Heptachlorofluoropropane (C_3FCl_7)	2903.77.50	III	1.0
13.	CFC-212	Hexachlorodifluoropropane ($C_3F_2Cl_6$)	2903.77.50	III	1.0
14.	CFC-213	Pentachlorotrifluoropropane ($C_3F_3Cl_5$)	2903.77.50	III	1.0
15.	CFC-214	Tetrachlorotetrafluoropropane ($C_3F_4Cl_4$)	2903.77.50	III	1.0
16.	CFC-215	Trichloropentafluoropropane ($C_3F_5Cl_3$)	2903.77.50	III	1.0
17.	CFC-216	Dichlorohexafluoropropane ($C_3F_6Cl_2$)	2903.77.50	III	1.0

ক্রমিক নং	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের নাম	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের রাসায়নিক গঠন	এইচ. এস কোড*	গ্রুপ	ওডিপিঃ ওজোনক্ষয় বিভব (Ozone Depleting Potential)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
18.	CFC-217	Chloroheptafluoropropane (C_3F_7Cl)	2903.77.50	III	1.0
19.	Carbon tetrachloride	Tetrachloromethane (CCl_4)	2903.14.00	IV	1.1
20.	Methyl chloroform	1,1,1- Trichloroethane ($C_2H_3Cl_3$)	2903.19.00	V	0.1
21.	HCFC-21	Dichlorofluoromethane ($CHFCl_2$)	2903.77.50	VI	0.04
22.	HCFC-22	Chlorodifluoromethane ($CHClF_2$)	2903.79.10	VI	0.055
23.	HCFC-31	Chlorofluoromethane (CH_2FCl)	2903.77.50	VI	0.02
24.	HCFC-121	Tetrachlorodifluoroethane ($C_2HF_2Cl_4$)	2903.77.50	VI	0.04
25.	HCFC-122	Trichlorodifluoroethane ($C_2HF_2Cl_3$)	2903.77.50	VI	0.08
26.	HCFC-123	2,2-dichloro-1,1,1-trifluoroethane ($C_2HF_3Cl_2$)	2903.77.50	VI	0.06

ক্রমিক নং	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের নাম	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের রাসায়নিক গঠন	এইচ. এস কোড*	গ্রুপ	ওডিপিঃ ওজোনক্ষয় বিভব **(Ozone Depleting Potential)**
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
		trifluoroethane ($CHCl_2CF_3$)			
28.	HCFC-124	2-chloro-1,1,1,2-tetrafluoroethane (C_2HF_4Cl)	2903.77.50	VI	0.04
29.	HCFC-124a	2-chloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane ($CHFClCF_3$)	2903.77.50	VI	0.022
30.	HCFC-131	Trichlorofluoroethane ($C_2H_2FCl_3$)	2903.77.50	VI	0.05
31.	HCFC-132	Dichlorodifluoroethane ($C_2H_2F_2Cl_2$)	2903.77.50	VI	0.05
32.	HCFC-133	Chlorotrifluoroethane ($C_2H_2F_3Cl$)	2903.77.50	VI	0.06
33.	HCFC-141	Dichlorofluoroethane ($C_2H_3FCl_2$)	2903.77.50	VI	0.07
34.	HCFC-141b	1,1-dichloro-1-fluoroethane (CH_3CFCl_2)	2903.77.50	VI	0.11
35.	HCFC-142	Chlorodifluoroethane ($C_2H_3F_2Cl$)	2903.77.50	VI	0.07

ক্রমিক নং	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের নাম	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের রাসায়নিক গঠন	এইচ. এস কোড*	গ্রুপ	ওডিপিঃ ওজোনক্ষয় বিভব **(Ozone Depleting Potential)**
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
36.	HCFC-142b	1-chloro-1, 1-difluoroethane	2903.77.50	VI	0.065
		(CH_3CF_2Cl)			
37.	HCFC-151	Chlorofluoroethane (C_2H_4FCI)	2903.77.50	VI	0.005
38.	HCFC-221	Hexachlorofluoropropane (C_3HFCI_6)	2903.77.50	VI	0.07
39.	HCFC-222	Pentachlorodifluoropropane ($C_3HF_2CI_5$)	2903.77.50	VI	0.09
40.	HCFC-223	Tetrachlorotrifluoropropane ($C_3HF_3CI_4$)	2903.77.50	VI	0.08
41.	HCFC-224	Trichlorotetrafluoropropane ($C_3HF_4CI_3$)	2903.77.50	VI	0.09
42.	HCFC-225	Dichloropentafluoropropane ($C_3HF_5CI_2$)	2903.77.50	VI	0.07
43.	HCFC-225ca	1,3-dichloro-1,2,2,3,3-pentafluoropropane ($CF_3CF_2CHCl_2$)	2903.77.50	VI	0.025
44.	HCFC-225cb	1-3-dichloro-1,2,2,3,3-pentafluoropropane (CF_2ClCF_2CHClF)	2903.77.50	VI	0.033

ক্রমিক নং	**ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের নাম**	**ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের রাসায়নিক গঠন**	**এইচ. এস কোড***	**গ্রুপ**	**ওডিপিঃ ওজোনক্ষয় বিভব (Ozone Depleting Potential)**
(১)	**(২)**	**(৩)**	**(৪)**	**(৫)**	**(৬)**
45.	HCFC-226	Chlorohexafluoropropane	2903.77.50	VI	0.10
46.	HCFC-231	Pentachlorofluoropropane ($C_3H_2FCl_5$)	2903.77.50	VI	0.09
47.	HCFC-232	Tetrachlorodifluoropropane ($C_3H_2F_2Cl_4$)	2903.77.50	VI	0.10
48.	HCFC-233	Trichlorotrifluoropropane ($C_3H_2F_3Cl_3$)	2903.77.50	VI	0.23
49.	HCFC-234	Dichlorotetrafluoropropane ($C_3H_2F_4Cl_2$)	2903.77.50	VI	0.28
50.	HCFC-235	Chloropentafluoropropane ($C_3H_2F_5Cl$)	2903.77.50	VI	0.52
51.	HCFC-241	Tetrachlorofluoropropane ($C_3H_3FCl_4$)	2903.77.50	VI	0.09
52.	HCFC-242	Trichlorodifluoropropane ($C_3H_3F_2Cl_3$)	2903.77.50	VI	0.13
53.	HCFC-243	Dichlorotrifluoropropane ($C_3H_3F_3Cl_2$)	2903.77.50	VI	0.12

ক্রমিক নং	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের নাম	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের রাসায়নিক গঠন	এইচ. এস কোড*	গ্রুপ	ওডিপিঃ ওজোনক্ষয় বিভব **(Ozone Depleting Potential)**
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
54.	HCFC-244	Chlorotetrafluoropropane ($C_3H_3F_4Cl$)	2903.77.50	VI	0.14
55.	HCFC-251	Trichlorofluoropropane ($C_3H_4FCl_3$)	2903.77.50	VI	0.01
56.	HCFC-252	Dichlorodifluoropropane ($C_3H_4F_2Cl_2$)	2903.77.50	VI	0.04
57.	HCFC-253	Chlorotrifluoropropane ($C_3H_4F_3Cl$)	2903.77.50	VI	0.03
58.	HCFC-261	Dichlorofluoropropane ($C_3H_5FCl_2$)	2903.77.50	VI	0.02
59.	HCFC-262	Chlorodifluoropropane ($C_3H_5F_2Cl$)	2903.77.50	VI	0.02
60.	HCFC-271	Chlorofluoropropane (C_3H_6FCl)	2903.77.50	VI	0.03
61.	HBFC-21B2	Dibromofluoromethane ($CHFBr_2$)	2903.78.00	VII	1.00
62.	HBFC-22B1	Bromodifluoromethane (CHF_2Br)	2903.78.00	VII	0.74
63.		Bromofluoromethane (CH_2FBr)	2903.78.00	VII	0.73

ক্রমিক নং	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের নাম	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের রাসায়নিক গঠন	এইচ. এস কোড*	গ্রুপ	ওডিপিঃ ওজোনক্ষয় বিভব **(Ozone Depleting Potential)**
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
64.		Tetrabromofluoroethane	2903.78.00	VII	0.8
		(C_2HFBr_4)			
65.		Tribromodifluoroethane ($C_2HF_2Br_3$)	2903.78.00	VII	1.8
66.	HBFC-123B2 HBFC-123aB2	Dibromotrifluoroethane ($C_2HF_3Br_2$)	2903.78.00	VII	1.6
67.	HBFC-124B1	Bromotetrafluoroethane (C_2HF_4Br)	2903.78.00	VII	1.2
68.		Tribromofluoroethane ($C_2H_2FBr_3$)	2903.78.00	VII	1.1
69.		Dibromodifluoroethane ($C_2H_2F_2Br_2$)	2903.78.00	VII	1.5
70.		Bromotrifluoroethane ($C_2H_2F_3Br$)	2903.78.00	VII	1.6
71.		Dibromofluoroethane ($C_2H_3FBr_2$)	2903.78.00	VII	1.7
72.	HBFC-124B1	Bromodifluoroethane ($C_2H_3F_2Br$)	2903.78.00	VII	1.1

ক্রমিক নং	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের নাম	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের রাসায়নিক গঠন	এইচ. এস কোড*	গ্রুপ	ওডিপিঃ ওজোনক্ষয় বিভব **(Ozone Depleting Potential)**
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
73.	HBFC-124B1	Bromofluoroethane (C_2H_4FBr)	2903.78.00	VII	0.1
74.		Haxabromofluoropropane (C_3HFBr_6)	2903.78.00	VII	1.5
75.		Pentabromodifluoropropane ($C_3HF_2Br_5$)	2903.78.00	VII	1.9
76.		Tetrabromofluoropropane ($C_3HF_3Br_4$)	2903.78.00	VII	1.8
77.		Tribromotetrafluoropropane ($C_3HF_4Br_3$)	2903.78.00	VII	2.2
78.		Dibromopentafluoropropane ($C_3HF_5Br_2$)	2903.78.00	VII	2.0
79.		Bromohaxafluoropropane (C_3HF_6Br)	2903.78.00	VII	3.3
80.		Pentabromofluoropropane ($C_3H_2FBr_5$)	2903.78.00	VII	1.9
81.		Tetrabromodifluoropropane ($C_3H_2F_2Br_4$)	2903.78.00	VII	2.1
82.		Tribromotrifluoropropane ($C_3H_2F_3Br_3$)	2903.78.00	VII	5.6

ক্রমিক নং	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের নাম	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের রাসায়নিক গঠন	এইচ. এস কোড*	গ্রুপ	ওডিপিঃ ওজোনক্ষয় বিভব **(Ozone Depleting Potential)**
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
83.		Dibromotetrafluoropropane	2903.78.00	VII	7.5
		($C_3H_2F_4Br_2$)			
84.		Bromopentafluoropropane ($C_3H_2F_5Br$)	2903.78.00	VII	1.4
85.		Tetrabromofluoropropane ($C_3H_3FBr_4$)	2903.78.00	VII	1.9
86.		Tribromodifluoropropane ($C_3H_3F_2Br_3$)	2903.78.00	VII	3.1
87.		Dibromotrifluoropropane ($C_3H_3F_3Br_2$)	2903.78.00	VII	2.5
88.		Bromotetrafluoropropane ($C_3H_3F_4Br$)	2903.78.00	VII	4.4
89.		Tribromofluoropropane ($C_3H_4FBr_3$)	2903.78.00	VII	0.3
90.		Dibromodifluoropropane ($C_3H_4F_2Br_2$)	2903.78.00	VII	1.0
91.		Bromotrifluoropropane ($C_3H_4F_3Br$)	2903.78.00	VII	0.8

ক্রমিক নং	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের নাম	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের রাসায়নিক গঠন	এইচ. এস কোড*	গ্রুপ	ওডিপিঃ ওজোনক্ষয় বিভব **(Ozone Depleting Potential)**
(১)	**(২)**	**(৩)**	**(৪)**	**(৫)**	**(৬)**
92.		Dibromofluoropropane ($C_3H_5FBr_2$)	2903.78.00	VII	0.4
93.		Bromodifluoropropane ($C_3H_5F_2Br$)	2903.78.00	VII	0.8
94.		Bromofluoropropane (C_3H_6FBr)	2903.78.00	VII	0.7
95.		Bromochloromethane (CH_2BrCl)	2903.78.00	VII	0.12
96.		Methyl bromide (CH_3Br)	2903.79.90	VIII	0.6

* Customs Act, 1969 এর Schedule -1 এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট এইচ.এস. কোড এর, সময় সময়, পরিবর্তন প্রযোজ্য হইবে।]

[1]তফসিল - ২

[বিধি ২(ছ), ৪, ৫(৩), ৫(৫), ৮(১) ও ৮(২) দ্রষ্টব্য]

তফসিল-১ এর কলাম (৪) এ নির্দেশিত গ্রুপ-I, III, IV, V, VI, VII-এর অন্তর্ভুক্ত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের উৎপাদন, আমদানী, রপ্তানি ও ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

ক্রমিক নং	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের গ্রুপ	ভিত্তিস্তর সংক্রান্ত বৎসর	গ্রুপ বিশেষে নির্ণয়কৃত ভিত্তিস্তরের ভিত্তিতে ১২ (বার) মাসকাল আমদানির সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য পরিমাণ (ওডিপি টন)*	গ্রুপ বিশেষে নির্ণয়কৃত ভিত্তিস্তরের ভিত্তিতে ব্যবহারের সর্বোচ্চ পরিমাণ (ওডিপি টন)	কলাম (৪) ও (৫) সংক্রান্ত তারিখ	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য উৎপাদন সুবিধা সৃষ্টির উপর নিষেধাজ্ঞা	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সংবলিত বা ব্যবহারে পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে নতুন সুবিধা সৃষ্টির উপর নিষেধাজ্ঞা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১.	I	১৯৯৫-১৯৯৭	৩০০	৩০০	৩১.১২.২০০৪	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
	III	১৯৯৮-২০০০	-				
২.	I	১৯৯৫-১৯৯৭	২৯০	২৯০	৩১.১২.২০০৫	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
	III	১৯৯৮-২০০০	-				
৩.	I	১৯৯৫-১৯৯৭	২৫০	২৫০	৩১.১২.২০০৬	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
	III	১৯৯৮-২০০০	-				
৪.	I	১৯৯৫-১৯৯৭	৮৫	৮৫	৩১.১২.২০০৭	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
	III	১৯৯৮-২০০০	-				
৫.	I	১৯৯৫-১৯৯৭	৭৫	৭৫	৩১.১২.২০০৮	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
	III	১৯৯৮-২০০০	-				
৬.	I	১৯৯৫-১৯৯৭	৫০	৫০	৩১.১২.২০০৯	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
	III	১৯৯৮-২০০০	-				
৭.	I	১৯৯৫-১৯৯৭	**	**	০১.০১.২০১০	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ

[1] তফসিল-২ এস. আর. ও. নং ২২৬-আইন/২০১৪ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

ক্রমিক নং	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের গ্রুপ	ভিত্তিস্তর সংক্রান্ত বৎসর	গ্রুপ বিশেষে নির্ণয়কৃত ভিত্তিস্তরের ভিত্তিতে ১২ (বার) মাসকাল আমদানির সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য পরিমাণ (ওডিপি টন)*	গ্রুপ বিশেষে নির্ণয়কৃত ভিত্তিস্তরের ভিত্তিতে ব্যবহারের সর্বোচ্চ পরিমাণ (ওডিপি টন)	কলাম (৪) ও (৫) সংক্রান্ত তারিখ	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য উৎপাদন সুবিধা সৃষ্টির উপর নিষেধাজ্ঞা	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সংবলিত বা ব্যবহারে পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে নতুন সুবিধা সৃষ্টির উপর নিষেধাজ্ঞা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৮.	IV	১৯৯৮-২০০০	৫.৫	৫.৫	১-১-২০০৫	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
৯.	IV	১৯৯৮-২০০০	০	০	১-১-২০১০	--	--
১০.	V	১৯৯৮-২০০০	১.০	১.০	১-১-২০০৩	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
১১.	V	১৯৯৮-২০০০	০.৭	০.৭	১-১-২০০৫	--	--
১২.	V	১৯৯৮-২০০০	০.৪	০.৪	১-১-২০১০	--	--
১৩.	V	১৯৯৮-২০০০	০	০	১-১-২০১৫	--	--
১৪.	VI	২০০৯-২০১০	৭২.৬৫	৭২.৬৫	১-১-২০১৩	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
১৫.	VI	২০০৯-২০১০	৭২.৬৫	৭২.৬৫	১-১-২০১৪	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
১৬.	VI	২০০৯-২০১০	৬৫.৩০	৬৫.৩০	১-১-২০১৫	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
১৭.	VI	২০০৯-২০১০	৬৫.৩০	৬৫.৩০	১-১-২০১৬	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
১৮.	VI	২০০৯-২০১০	৬৫.৩০	৬৫.৩০	১-১-২০১৭	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
১৯.	VI	২০০৯-২০১০	৪৮.১২	৪৮.১২	১-১-২০১৮	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ

ক্রমিক নং	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের গ্রুপ	ভিত্তিস্তর সংক্রান্ত বৎসর	গ্রুপ বিশেষে নির্ণয়কৃত ভিত্তিস্তরের ভিত্তিতে ১২ (বার) মাসকাল আমদানির সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য পরিমাণ (ওডিপি টন)*	গ্রুপ বিশেষে নির্ণয়কৃত ভিত্তিস্তরের ভিত্তিতে ব্যবহারের সর্বোচ্চ পরিমাণ (ওডিপি টন)	কলাম (৪) ও (৫) সংক্রান্ত তারিখ	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য উৎপাদন সুবিধা সৃষ্টির উপর নিষেধাজ্ঞা	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সংবলিত বা ব্যবহারে পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে নতুন সুবিধা সৃষ্টির উপর নিষেধাজ্ঞা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
২০.	VI	২০০৯-২০১০	৪৮.১২	৪৮.১২	১-১-২০১৯	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
২১.	VI	২০০৯-২০১০	৪৭.২০	৪৭.২০	১-১-২০২০	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
২২.	VI	২০০৯-২০১০	৪৭.২০	৪৭.২০	১-১-২০২১	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
২৩.	VI	২০০৯-২০১০	৪৭.২০	৪৭.২০	১-১-২০২২	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
২৪.	VI	২০০৯-২০১০	৪৭.২০	৪৭.২০	১-১-২০২৩	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
২৫.	VI	২০০৯-২০১০	৪৭.২০	৪৭.২০	১-১-২০২৪	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
২৬.	VI	২০০৯-২০১০	২৩.৬০	২৩.৬০	১-১-২০২৫	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
২৭.	VI	২০০৯-২০১০	২৩.৬০	২৩.৬০	১-১-২০২৬	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
২৮.	VI	২০০৯-২০১০	২৩.৬০	২৩.৬০	১-১-২০২৭	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
২৯.	VI	২০০৯-২০১০	২৩.৬০	২৩.৬০	১-১-২০২৮	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
৩০.	VI	২০০৯-২০১০	২৩.৬০	২৩.৬০	১-১-২০২৯	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
৩১.	VI	২০০৯-২০১০	২৩.৬০	২৩.৬০	১-১-২০৩০	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ

ক্রমিক নং	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের গ্রুপ	ভিত্তিস্তর সংক্রান্ত বৎসর	গ্রুপ বিশেষে নির্ণয়কৃত ভিত্তিস্তরের ভিত্তিতে ১২ (বার) মাসকাল আমদানির সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য পরিমাণ (ওডিপি টন)*	গ্রুপ বিশেষে নির্ণয়কৃত ভিত্তিস্তরের ভিত্তিতে ব্যবহারের সর্বোচ্চ পরিমাণ (ওডিপি টন)	কলাম (৪) ও (৫) সংক্রান্ত তারিখ	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য উৎপাদন সুবিধা সৃষ্টির উপর নিষেধাজ্ঞা	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য সংবলিত বা ব্যবহারে পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে নতুন সুবিধা সৃষ্টির উপর নিষেধাজ্ঞা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
৩২.	VI	২০০৯-২০১০	**	***	১-১-২০৩১	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ	বিধিমালা বলবৎ হইবার তারিখ
৩৩.	VII	---	0	0		--	--

* ১৯৯৫-৯৭ সময়কালের গ্রুপ-I এর নির্ণয়কৃত ভিত্তিস্তর ৫৮০.৪ ওডিপি টন এবং ২০০৯-২০১০ সময়কালের গ্রুপ-VI এর ক্ষেত্রে নিণয়কৃত ভিত্তিস্তর ৭২.৬৫ ওডিপি টন।

** সদস্য দেশসমূহের সম্ভাব্য অনুমতিতে বাংলাদেশে অপরিহার্য ব্যবহারের চাহিদাপূরণে কোন ক্লোরোফ্লুরোকার্বন আমদানী বা ব্যবহার ব্যতীত।

*** সদস্য দেশসমূহের সম্ভাব্য অনুমতিতে বাংলাদেশে অপরিহার্য ব্যবহারের চাহিদাপূরণে কোন হাইড্রো-ক্লোরোফ্লুরোকার্বন আমদানী বা ব্যবহার ব্যতীত। শুধুমাত্র ১-১২-২০৩০ সাল পর্যন্ত ব্যবহৃত রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং দ্রব্যাদির সার্ভিসিং করার নিমিত্তে ১-১-২০৩১ হতে ৩১-১২-২০৪০ পর্যন্ত প্রতি পঞ্জিকা বছরে ১.৮২ ওডিপি টন গ্রুপ-VI- দ্রব্যাদি আমদানি ও ব্যবহার ব্যতীত ।

বিঃ দ্রঃ ১৯৯৫-৯৭ সময়কালে গ্রুপ-II ও ১৯৯৫-৯৮ সময়কালে গ্রুপ-VIII -এর অন্তর্ভুক্ত ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য বাংলাদেশে আমদানী ও ব্যবহার করা হয় নাই। প্রটোকলের শর্তানুযায়ী ২০০৩ সালের ১ জানুয়ারী হইতে এই সকল দ্রব্য আমদানী ও ব্যবহার করা যাইবে না।

[১]তফসিল - ৩

[বিধি ৭, ৮(২) ও ৯(৩) দ্রষ্টব্য]

ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের প্রান্ত ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ

ক্রমিক নং	কর্মকান্ড	ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্যের গ্রুপ	পর্যায়ক্রম হ্রাসের তারিখ*
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	এরোসল বা প্রেশারাইজড ডিসপেন্সার উৎপাদন (ঔষধ হিসাবে ব্যবহার্য মিটারড্ ডোজ ইনহেলার ব্যতীত)	গ্রুপ I	১-১-২০০৪
২।	পলিওল হইতে ফোমপণ্য উৎপাদন	গ্রুপ I	১-১-২০০৪
৩।	গৃহস্থালী রেফ্রিজারেটরে ফোম অংশসহ ফোম পণ্য উৎপাদন	গ্রুপ I	১-১-২০০৪
৪।	অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র৷ বা অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থা উৎপাদন	গ্রুপ II	১-১-২০০১
৫।	মোবাইল এয়ারকন্ডিশনার উৎপাদন এবং অটোমোবাইল শিল্পে চার্জিং	গ্রুপ I	১-১-২০০৪
৬।	রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং সংক্রান্ত অন্যান্য পণ্য উৎপাদন (কমপ্রেসর ব্যতীত)	গ্রুপ I	১-১-২০১০
৭।	বিবিধ পণ্য উৎপাদন	গ্রুপ I, III, IV I V	১-১-২০১০
৮।	অগ্নিনির্বাপক ও অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থার সার্ভিসিং	গ্রুপ II	১-১-২০১০
৯।	ঔষধ হিসাবে ব্যবহার্য মিটারেড্ ডোজ ইনহেলার উৎপাদন	গ্রুপ III	১-১-২০১০
১০।	বিবিধ পণ্য উৎপাদন	গ্রুপ VI	১-১-২০৩০
১১।	প্রিশিপমেন্ট ও কোরেন্টাইন ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে মিথাইল ব্রোমাইড ব্যবহার	গ্রুপ VIII	১-১-২০০৩
১২।	ঔষধ হিসাবে ব্যবহার্য মিটারেড্ ডোজ ইনহেলার উৎপাদন	গ্রুপ I	১-১-২০১৩
১৩।	পলিওল হইতে ফোমপণ্য উৎপাদন	গ্রুপ VI	১-১-২০১৩
১৪।	গৃহস্থালী রেফ্রিজারেটরে ফোম অংশসহ ফোম পণ্য উৎপাদন	গ্রুপ VI	১-১-২০১৩
১৫।	অপরিহার্য ব্যবহার্য পণ্য উৎপাদনের	গ্রুপ VI	১-১-২০৩১

১ তফসিল-৩ এস. আর. ও. নং ২২৬-আইন/২০১৪ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

১৬।	অগ্নিনির্বাপক ও অগ্নিনির্বাপন ব্যবস্থার সার্ভিসিং	গ্রুপ VI	১-১-২০৩১
১৭।	মোবাইল এয়ারকন্ডিশনার উৎপাদন এবং অটোমোবাইল শিল্পে চার্জিং	গ্রুপ VI	১-১-২০৩১
১৮।	রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং সংক্রান্ত অন্যান্য পণ্য উৎপাদন (কমপ্রেসর ব্যতীত)	গ্রুপ VI	১-১-২০৩১
১৯।	রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং সংক্রান্ত সার্ভিসিং	গ্রুপ VI	১-১-২০৪১

* রূপান্তর প্রকল্প সম্পূর্ণ হইবার তারিখ অথবা তফসিল-৩-এর কলাম (৪)-এ প্রদত্ত তারিখ (যে তারিখ পূর্বে আসিবে) ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য বর্জিত প্রযুক্তিতে রূপান্তর হওয়া বা ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য বর্জিত প্রযুক্তি সংবলিত নূতন সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রম হ্রাসের তারিখ বুঝাইবে।”]

[1][তফসিল - ৪

[বিধি ৫(১) ও ৫(২) দ্রষ্টব্য]

মন্ট্রিল প্রটোকলের সদস্য দেশসমূহের তালিকা

(জুন ২০১২ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	দেশের নাম	ক্রমিক নং	দেশের নাম
(১)	(২)	(১)	(২)
১.	আফগানিস্তান	১৪.	বাংলাদেশ
২.	আলবেনিয়া	১৫.	বারবাডোস
৩.	আলজেরিয়া	১৬.	বেলারুস
৪.	এনডোরা	১৭.	বেলজিয়াম
৫.	এঙ্গোলা	১৮.	বেলিজ
৬.	এন্টিগোয়া এবং বারবোডা	১৯.	বেনিন
৭.	আর্জেন্টিনা	২০.	ভূটান
৮.	আরমেনিয়া	২১.	বলিভিয়া
৯.	অস্ট্রেলিয়া	২২.	বসনিয়া ও হারজেগোভিনা
১০.	অস্ট্রিয়া	২৩.	বতসোয়ানা
১১.	আজারবাইজান	২৪.	ব্রাজিল
১২.	বাহামাস	২৫.	ব্রুনেই দারুস্সালাম
১৩.	বাহরাইন	২৬.	বুলগেরিয়া

[1] তফসিল-৪ এস. আর. ও. নং ২২৬-আইন/২০১৪ এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

ক্রমিক নং	দেশের নাম	ক্রমিক নং	দেশের নাম
(১)	(২)	(১)	(২)
২৭.	বুর্কিনাফাসো	৪৫.	সাইপ্রাস
২৮.	বুরুন্ডি	৪৬.	চেক প্রজাতন্ত্র
২৯.	কম্বোডিয়া	৪৭.	ডেনমার্ক
৩০.	ক্যামেরুন	৪৮.	জিবুতী
৩১.	কানাডা	৪৯.	ডোমিনিকা
৩২.	কেপ ভার্দ	৫০.	ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র
৩৩.	মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	৫১.	ইকুয়েডর
৩৪.	চাদ	৫২.	মিশর
৩৫.	চিলি	৫৩.	এল সালভাদর
৩৬.	চীন	৫৪.	ইকুয়েটোরিয়াল গিনি
৩৭.	কলম্বিয়া	৫৫.	এরিট্রিয়া
৩৮.	কমোরোস	৫৬.	ইস্তোনিয়া
৩৯.	কঙ্গো, ডেমোক্রেটিক প্রজাতন্ত্র	৫৭.	ইথিওপিয়া
৪০.	কঙ্গো	৫৮.	ফিজি
৪১.	কোস্টারিকা	৫৯.	ফিনল্যান্ড
৪২.	কোট আইভোরি	৬০.	ফ্রান্স
৪৩.	ক্রোয়েশিয়া	৬১.	গ্যাবন
৪৪.	কিউবা		

ক্রমিক নং	দেশের নাম	ক্রমিক নং	দেশের নাম
(১)	(২)	(১)	(২)
৬২.	জাম্বিয়া	৭৮.	ইরান ইসলামিক প্রজাতন্ত্র
৬৩.	জর্জিয়া	৭৯.	ইরাক
৬৪.	জার্মানী	৮০.	আয়ারল্যান্ড
৬৫.	ঘানা	৮১.	ইসরাইল
৬৬.	গ্রিস	৮২.	ইটালী
৬৭.	গ্রানাডা	৮৩.	জামাইকা
৬৮.	গুয়েতেমালা	৮৪.	জাপান
৬৯.	গিনি	৮৫.	জর্ডান
৭০.	গিনি-বিসৌ	৮৬.	কাজাকিস্তান
৭১.	গায়েনা	৮৭.	কেনিয়া
৭২.	হাইতি	৮৮.	কিরিবাটি
৭৩.	হন্ডোরাস	৮৯.	কোরিয়া, পিপলস ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব
৭৪.	হাঙ্গেরী		
৭৫.	আইল্যান্ড		
৭৬.	ভারত		
৭৭.	ইন্দোনেশিয়া		

ক্রমিক নং	দেশের নাম
(১)	(২)
৯০.	কোরিয়া রিপাবলিক অব
৯১.	কুয়েত
৯২.	কিরঘিস্তান
৯৩.	লাও, পিপলস ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব
৯৪.	লাটভিয়া
৯৫.	লেবানন
৯৬.	লেসোথো
৯৭.	লাইবেরিয়া
৯৮.	লিবিয়া
৯৯.	লিচটেনস্টেইন
১০০.	লিথুনিয়া
১০১.	লুক্সেমবার্গ
১০২.	দ্য ফরমার যুগোপাব রিপাবলিক অব মেসোডোনিয়া
১০৩.	মাদাগাস্কার
১০৪.	মালাওয়ি
১০৫.	মালয়েশিয়া
১০৬.	মালদ্বীপ
১০৭.	মালি
১০৮.	মাল্টা
১০৯.	মার্শাল আইলেন্ড
১১০.	মৌরিতানিয়া
১১১.	মৌরিশাস
১১২.	মেক্সিকো
১১৩.	মাইক্রোনেশিয়া ফেডারেল স্টেট অব
১১৪.	মলডোভা
১১৫.	মোনাকো
১১৬.	মঙ্গোলিয়া
১১৭.	মন্টেনিগ্রো

ক্রমিক নং	দেশের নাম	ক্রমিক নং	দেশের নাম
(১)	(২)	(১)	(২)
১১৮.	মরক্কো	১৩৬.	পেরু
১১৯.	মোজাম্বিক	১৩৭.	ফিলিপাইনস
১২০.	মায়ানমার	১৩৮.	পোল্যান্ড
১২১.	নামিবিয়া	১৩৯.	পতুর্গাল
১২২.	নাউরু	১৪০.	কাতার
১২৩.	নেপাল	১৪১.	রোমানিয়া
১২৪.	নেদারল্যান্ডস	১৪২.	রাশিয়ান ফেডারেশন
১২৫.	নিউজিল্যান্ড	১৪৩.	রাউন্ডা
১২৬.	নিকারাগুয়া	১৪৪.	সেন্ট কেটস্ এন্ড নেভিস
১২৭.	নাইজার	১৪৫.	সেন্ট লুসিয়া
১২৮.	নাইজেরিয়া	১৪৬.	সেন্ট ভিনসেন্ট এন্ড দ্য গ্রেনাডাইনস
১২৯.	নরওয়ে	১৪৭.	সোমা
১৩০.	ওমান	১৪৮.	স্যান মেরিনো
১৩১.	পাকিস্তান	১৪৯.	সাও টোম এন্ড প্রিন্সিপ
১৩২.	পালাউ	১৫০.	সাউদি আরব
১৩৩.	পানামা		
১৩৪.	পাপুয়া নিউগিনি		
১৩৫.	প্যারাগুয়ে		